শিবোপনিষৎ।

সমুদায় বেদ, বেদান্ত, শ্রুতি, সংহিতা ও উপনিষদাদির
সারসংগ্রহ এবং ভগবদ্গীতা প্রভৃতির মূল সূত্র।

সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক

শ্রীযুক্ত রোহিণীনন্দন সরকার কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ সহিত।

১৩৮নং অপার চিৎপুর রোড, গরাণহাটা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৭ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট

বেদান্ত প্রেস।

শ্রীযদুনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৬ সাল

সমাপ্ত।

সূচীপত্র।

অধ্যায়। বিষয় পৃষ্ঠা।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহার জরা নাই; মৃত্যু নাই, শোক নাই, অসুখ নাই, সেই সর্ব্ব-[illegible] [illegible]স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে মানুষের জন্ম হইয়াছে। তবে [illegible] শোকের পর শোক ও দুঃখের পর দুঃখ সংঘটিত হইয়া থাকে? তবে কেন তাহার মৃত্যু হয়, মোহ হয়? তবে কেন সে দুঃখের [illegible]তেও সুখী হইতে পারে না? এই সকল দুর্ঘটনার কারণ কি?

এই শিবোপনিষদে সেই সকল কারণ স্পষ্টভিধানে বিবৃত হইয়াছে।

মানুষ একজীবনে সমুদায় বেদ, বেদান্ত, সমুদায় শ্রুতি সংহিতা বা সমুদায় উপনিষদ্ পাঠ করিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞান লাভ করিয়া, আপনার জীবনে উন্নত করিতে সহসা বা সহজে সমর্থ হয় না। সেই জন্য এই শিবোপনিষদের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাতে অগাধ শাস্ত্র সিন্ধুমন্থন করিয়া, যাহা কিছু সার, তাহাই সংগৃহীত হইয়াছে।

কি করিলে, রোগশোক দূর হয়, পাপতাপ শান্তি হয়, আধি-ব্যাধি বিনষ্ট হয়, কি করিলে, এই পাপ সংসারের মনুষ্যরূপ কৃমি হইয়া, শোকের পর শোক বা দুঃখের পর দুঃখ সহ্য করিতে হয় না, কি করিলে এই শরীরেই অজর ও অমর হইয়া, দেবতার ন্যায়, রণে বনে শত্রু জলাগ্নি মধ্যেও নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারা যায়, ইহাতে তাহার সবিস্তার বর্ণন আছে।

ভগবদ্গীতা, শিবসংহিতা, আত্মগীতা, অনুগীতা, ব্রহ্মসংহিতা, বিষ্ণুগীতা, পাণ্ডবগীতা, ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গীতা সকল এই শিবোপনিষদকেই অবলম্বন করিয়া, লিখিত হইয়াছে সুতরাং ইহার পাঠে সর্ব্বশাস্ত্র পাঠের ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই। সহৃদয় পাঠক ইহা

পাঠ করিলেই, বুঝিতে পারিবেন। আমরা স্বকীয় ব্যবসায়ের গৌরব করিতেছিনা।

বর্ত্তমানে যেরূপ উন্নতির কাল পড়িয়াছে, শাস্ত্রচর্চ্চার যেরূপ শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছে সত্যের ও ধর্ম্মের সূক্ষ্মস্বরূপ বুঝিবার জন্য যেরূপ লোকের প্রবৃত্তির স্রোত উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে শিবোপনিষদের ন্যায়, সদ্‌গ্রন্থ সকলের ভূরিশ প্রচার হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহাই ভাবিয়া আমরা বিবিধদেশ-প্রচলিত গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিয়া, ইহার প্রচার করিলাম।

যাহাদের জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, আবার সেই জ্ঞান ও বুদ্ধির বৃদ্ধি জন্য উপনিষদাদি পাঠ করিবার কামনা আছে, এই গ্রন্থ, তাঁহা-দের সেই কামনা কিয়দংশেও পূরণ করিলে, আমাদের সমুদায় শ্রম সার্থক হইবে।

যখন এই ভারতবর্ষীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের ভূরিশ উন্নতি ছিল, যখন পাপ পুণ্যের প্রকৃত ভেদাভেদ ছিল, তখন উপনিষদাদি শাস্ত্র সকলের বহুল আদর ও গৌরব ছিল। সুতরাং, তখন বর্ত্তমান সময়ের ন্যায়, ভারতে এরূপ শোক দুঃখের প্রবল প্রচার ছিল না। এসকল আমাদের কপোলকল্পনা নহে। জগৎ আমেরিকা ও ইয়ুরোপ ব্যাপিয়া সমুদায় সভ্য একবাক্যে যাহা বলেন, আমরা তাহাই বলিতেছি। কালে অবশ্য একদিন এ কথার পরীক্ষা হইবে। ফলতঃ, সত্যের জয়, ধর্ম্মের জয় চিরকালই হইয়া থাকে। হরেঃ হরেঃ ওঁ,

১০৮ নং গরানহাটা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কর্ত্তৃক প্রকাশিত—

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শিবোপনিষৎ।

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ।

জগতঃ পিতরৌ দেবৌ পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ।
আসীনৌ সেবিতৌ সত্যধর্ম্মাদিব্রহ্মভাবকৈঃ॥ ১॥

জগতের পিতা মাতা হরপার্ব্বতী উপবিষ্ট আছেন। ধর্ম্ম, সত্য, শান্তি, ন্যায় ও সংসারের যাবতীয় সুখ সৌভাগ্য মূর্ত্তিমান্ হইয়া, তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেছে॥ ১॥

পার্ব্বতী পরিপপ্রচ্ছ জ্ঞানামৃতনিধিং পরম্।
মঙ্গলানাং নিদানঞ্চ দেবদেবঞ্চ শঙ্করম্॥ ২॥

মহাদেব স্বয়ং অমৃতের আকর ও সকল জ্ঞানের আধার। যোগ, তপস্যা, আরোগ্য ও নির্ব্বাণকৈবল্য তাঁহা হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। পার্ব্বতী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ২॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ধাবত্যবিরতং লোকো হৃদয়াস্তং মহেশ্বর।
উদ্দিষ্টং কিং নু বৈ তেষাং নির্ণয়ো নাস্তি তত্র হি॥ ৩॥

লোক সকল উদয়াস্ত অনবরত ধাবমান হইতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য কি, তাহার নির্ণয় নাই। সংসারের এই কার্য্যচেষ্টা কোথা হইতে কিজন্য উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার নির্ব্বাচন করা অতি দুর্ঘট ॥ ৩॥

অনাদির্হি লোকচেষ্টা জন্মমৃত্যু পরস্পরম্।
জগত্যাং বর্ত্ততে নিত্যং নিবৃত্তিঃ কুত্র বিদ্যতে ॥ ৪ ॥

এই কার্য্যচেষ্টার সমভিব্যাহারে জন্ম ও মৃত্যু পরস্পর একযোগে ধাবমান হইতেছে। চতুর্দ্দিকে একমাত্র প্রবৃত্তিরই স্রোত। এই স্রোতে পতিত হইয়া, কীটাণু হইতে হস্তী পর্য্যন্ত সমভাবে একবারেই বিদলিত ও বিগলিত হইয়া যায়।

ফলতঃ, জগতের কুত্রাপি নিবৃত্তি লক্ষিত হয় না। এইজন্য শান্তির পথ সুদূরপরাহত হইয়াছে, সুখের পথ দুর্গম হইয়াছে এবং সন্তোষের পথ একান্ত গহন ভাবাপন্ন হইয়াছে। কাহারও মন সুস্থ বা স্ব স্বভাবে নাই। ব্যক্তিবিশেষে দুঃখবিশেষ ও অসুখবিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। এক এক মানুষের এক এক অসুখ। তবে, কাহার অল্প, কাহার ও বা অধিক। এবং কেহ বা গোপন করিয়া থাকে। নিতান্ত দুঃখের দুঃখী ও ব্যথার ব্যথী না হইলে, অন্তরের রহস্য ব্যক্ত করা রীতি নাই। সেইজন্য প্রকৃত দুঃখ গোপনে রহিয়াছে ॥ ৪ ॥

আশঙ্কা মোহসন্দেহৌ ব্যাধিবন্ধনমেব চ।
বঞ্চনা সর্ব্বথা শশ্বৎ দৃশ্যতে হি পদেপদে ॥ ৫ ॥

আশঙ্কা, মোহ, সন্দেহ, ব্যাধি, বঞ্চনা, বন্ধন ও প্রতারণা প্রভৃতি বিবিধ উৎপাতগণ পদে পদেই সর্ব্বত্র দৃশ্যমান হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

ন সত্যং বিদ্যতে কুত্র স্বনৃতস্য চ সঞ্চয়াৎ।
কুম্ভীপাকসমুদ্ভূতযাতনাবেষ্টিতং জগৎ ॥ ৬ ॥

চতুর্দ্দিকে কেবল মিথ্যার প্রভুত্ব বিস্তৃত। এইজন্য সত্য কুত্রাপি

বিদ্যমান নাই। এবং এইজন্য কুম্ভীপাকনরকজনিত দুর্ব্বিষহ যাতনাপরম্পরা সমুদায় সংসার বেষ্টন করিয়াছে॥ ৬॥

ঘোরায়িতং মহাদেব মৃত্যুনাচ্ছাদিতং যথা।
ন শক্তির্বিদ্যতে কুত্র প্রাণচেষ্টা তথৈবচ॥ ৭॥

মৃত্যুর কবলসাৎ হইলে, যেরূপ অতিমলিন শোচনীয় দশার আবির্ভাব হয়, সত্যের অন্তর্দ্ধান বশতঃ বিশ্বজগতেরও তদ্রূপ ঘোরায়িত ভাব উপস্থিত হইয়াছে। সেইজন্য কোন দিকে শক্তির লেশ নাই, প্রাণচেষ্টার সম্পর্ক নাই॥ ৭॥

নিদ্রিতং তন্দ্রিতং দেব বৈবশ্যবহুলং খলু।
স্তব্ধতা চ মহাদেব পশ্যতাং রাক্ষসী যথা॥ ৮॥

সমুদায়ই যেন গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন, প্রগাঢ় তন্দ্রাবশে অভিভূত অথবা অতিমাত্র মোহাভিভাবে জড়ভাবাপন্ন। ঐ দেখুন, স্তব্ধতা নিশাচরীর ন্যায়, সমুদায় যেন গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে॥ ৮॥

সর্ব্বং বৈ গ্রসতে নিত্যং ক্ষীণাৎ ক্ষীণং প্রজায়তে।
জীবজ্জড়ো হি লোকো বৈ কষ্টং কিন্নু হ্যতঃপরম্॥ ৯॥

সেইজন্য নিত্য ক্ষীণ হইতে ক্ষীণদশার আবিষ্কার ও উত্তরোত্তর তাহার প্রসার হইয়াছে। পূর্ব্বে যেমন লোকের শক্তি ছিল, সামর্থ্য ছিল, বল ছিল, বুদ্ধি ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। এখন মন, প্রাণ, শরীর, সকল বিষয়েরই দুর্ব্বলতার আধিপত্য। লোকে অল্পমাত্র চিন্তা করিলে হৃদয়ে অতিমাত্র আঘাত পায়, সামান্যরূপ কার্য্য করিলে, শরীরে অসামান্যরূপ অবসাদ উপস্থিত হয় এবং শরীরের ও মনের অল্পমাত্র চালনায় প্রাণের অন্তস্তল পর্য্যন্ত অতিমাত্র বিচলিত হইয়া উঠে। লোকে জীবিত আছে; কিন্তু কার্য্যে জড়েরও অধম বা অধিক। ইহা অপেক্ষা ক্লেশকর বিষয় কি আছে বা হইতেপারে॥ ৯॥

আত্মানং ন চ জানাতি পরানুসন্ধতৎপরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বসুখদ্বারমাবৃতং পরমেশ্বর ॥ ১০ ॥

কেহই আত্মাকে অবগত নহে, সকলেই পরানুসন্ধানে তৎপর। এই কারণে সমুদায় সুখের দ্বার একেবারেই রুদ্ধ হইয়াছে। পণ্ডিতেরা আত্মানুসন্ধানকেই চরম সুখ বলিয়াছেন। আত্মানুসন্ধান বিরহিত হইলেই মানুষ পশুপদবীতে পরিগণিত হয়। তখন তাহার মুক্তির পথ দূর ও বন্ধের পথ আবিষ্কৃত হয়, সুখের পথ পরাহত ও অসুখের পথ প্রাদুর্ভূত হয়। তখন সে নরকের পর নরক, যাতনার পর যাতনা, অভিভাবের পর অভি-ভাবে দ্রুততর গতিতে বলপূর্ব্বক নীয়মান হয়। বলবতী ভবিতব্যতা ও বলবান দৈব তাহাকে ঐরূপে শত সহস্র নরক ও অযুত কোটি যাতনায় অনবরত পরিবর্ত্তিত করিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করে। এই পরিবর্ত্তনের বেগ অতীব দুরন্ত ও অতীব ভয়ঙ্কর। ইহার প্রভাবে বুদ্ধি ঘূর্ণায়মান হইয়া উঠে, চিত্ত চলমান হইয়া উঠে, মন মথ্যমান হইয়া উঠে ও বিবেক বিশীর্য্যমান হইয়া উঠে॥ ১০॥

কিং কৃত্বা শান্তিভাক্ লোকো ভবেদ্‌ব্রূহি মহেশ্বর।
অবেদ্যং ন চ বৈ কিঞ্চিন্নাসাধ্যং তব বিদ্যতে॥ ১১॥

আপনি মহানের মহান্ ও সকলের ঈশ্বর। আপনার অবিদিত বা অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব লোকে কি উপায়ে শান্তি লাভ করিবে, বলিতে আজ্ঞা হউক॥ ১১॥

ন স্থিতির্ব্বিদ্যতে কুত্র ব্যবস্থা বা মহেশ্বর।
ক্বচিদ্ধ্বাস্তং ক্বচিদ্রুদ্যং ক্বচিন্মিশ্রং বিরাজতে॥ ১২॥

দেখুন, সংসারের কুত্রাপি স্থিতি নাই ও ব্যবস্থা নাই। ব্যবস্থা ও স্থিতি না থাকিলে, যে সকল বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হয়, তাহার সমুদায়, বলিতে কি, যেন অতিরিক্ত আপতিত হইয়াছে। ঐ দেখুন, কেহ

হাসিতেছে, কেহ কান্দিতেছে, কেহ হাস্য ও রোদন উভয়ই করিতেছে ॥ ১২ ॥

ভোগঃ ক্বচিৎ ক্বচিদ্রোগো ভিক্ষয়া চাশনং ক্বচিৎ।
ক্বচিন্ন বিদ্যতে হ্যন্নং সততং ম্লানচিত্ততা ॥ ১৩ ॥

কেহ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে, কেহ উৎকট রোগাদিতে জীর্ণ শীর্ণ পড়িয়া আছে, কেহ ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ করিতেছে, কেহ বা একবারেই অন্নশূন্য ও তজ্জন্য সতত ম্লানভাবাপন্ন ॥ ১৩ ॥

ক্বচিৎ কৌবেরমৈশ্বর্য্যং বিনাপুত্রং বিড়ম্বনা।
ক্বচিদ্রোগো মহাবিঘ্নো ভোগে চ পরমেশ্বর ॥ ১৪ ॥

কাহারও কুবেরের ন্যায় ঐশ্বর্য্য; কিন্তু ভোগ করিবার কেহ নাই। এইজন্য তাহা বিড়ম্বনামাত্র সার হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

অর্থস্য সর্ব্ববশো দাসঃ পণ্ডিতো মুখমাত্রতঃ।
সম্রাট্ স্বার্থো মহাদেব মমতা সর্ব্বচারিণী ॥ ১৫ ॥

লোক মাত্রেই অর্থের দাস। ঈশ্বরের দাস হইতে কেহই চেষ্টা করে না। সকলেই মুখ মাত্রে পণ্ডিত, কিন্তু কার্য্যে ঘোর মূর্খের ন্যায় অথবা মূর্খ অপেক্ষা ও অতি জঘন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। এ সকল দৈবী বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কি বলা যায় ?

সংসারে একমাত্র স্বার্থই সম্রাট্; তাহারই একাধিপত্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে। অতিবীর পুরুষগণও তাহার আজ্ঞালঙ্ঘনে সাহসী বা সমর্থ নহে। এই জন্য হত্যার পর হত্যার স্রোত দিন দিন চতুর্দ্দিক প্লাবিত ও উৎসাদিত করিতেছে। এই জন্য মৃত্যুর পর মৃত্যু, ব্যাঘ্রের প্রতাপে ও সিংহের বিক্রমে ধাবমান হইয়া, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র সকল; লোককেই সমভাবে আপনার ভয়ঙ্কর উদরগহ্বরের তলদেশে নিক্ষেপ করিতেছে। এবিষয়ে কাহারই পরিহার নাই।

ইহার উপরি মমতা, সর্ব্বব্যাপিনী হইয়া, নিশাচরীর ন্যায়, সকলকেই বলপূর্ব্বক গ্রাস করিতেছে। অতিমাত্র জ্ঞানী পুরুষগণও তাহার প্রলোভনে পতিত হইয়া, পরস্পর অতি দুরন্ত বিবাদানল প্রজ্বলিত করিয়া, ঈশ্বরের শান্তিময় রাজ্য উপদ্রুত ও তৎসহকারে আপনাদেরও সুখ শান্তির পথে দুর্ভেদ্য কণ্টক আরোপিত করিতেছে। আর এই কণ্টক উন্মূলিত হইবার উপায় নাই॥ ১৫॥

বিষয়ো দুর্দ্দমশ্চৈব বর্বর্ত্তি সকলোপরি।
তড়িৎসমা বুদ্ধিবৃত্তিঃ ক্বচিৎ প্রকাশতে নবা॥ ১৬॥

বিষয় আবার দুর্দম হইয়া, সকলের উপরি আধিপত্য করিতেছে। উহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে লোকের বুদ্ধিবৃত্তি, তড়িতের ন্যায়, নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; কখন প্রকাশিত ও কখন বা অপ্রকাশিত হইয়া থাকে। এই জন্য, কোনরূপ সৎ বিষয় কাহারও বোধবিষয়ে নিপতিত হয় না॥ ১৬॥

অন্ধকারে যথা দেব কৌশিকী দৃষ্টিরব্যয়া।
তামসে মলিনে নাথ তথৈব কুশলা গতিঃ॥ ১৭॥

দেব! পেচকগণের দৃষ্টি যেমন অন্ধকারেই প্রস্ফুরিত হয়, লোকের কুটিল গতি তেমন তমোগুণের প্রসব স্বরূপ অতীব জুগুপ্সিত ব্যাপার-পরম্পরার অনুষ্ঠানেই স্বকীয় প্রতিভা বিস্তার করিয়া থাকে। সংসারের প্রতি পদেই ইহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন দৃশ্যমান হয়। যাহাতে আত্মার উন্নতি ও তৎ সহকারে মুক্তির শতদ্বার বিস্তৃত আছে, তাহাতে যেমন লোকের স্বভাব সিদ্ধ বিমতিতা, নরকের শতদ্বার স্বরূপ ও সাক্ষাৎ অধঃপাতস্বরূপ জঘন্য ব্যাপার সমূহে তাদৃশ্য অপ্রবৃত্তি লক্ষিত হয় না॥ ১৭॥

মায়াবাদরতো নিত্যং মৃষাবাদপরস্তথা।
অতিবাদপরশ্চৈব লোকেন পরিবাহ্যতে॥ ১৮॥

ঈশ্বর নাই, পরলোক নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই, ধর্ম্ম নাই, অধর্ম্ম নাই, স্বর্গ নাই, নরক নাই, সমুদায়ই কল্পনা ও ছলনা মাত্র। ইত্যাকার মায়াবাদ, মৃষাবাদ ও অতিবাদ প্রভৃতির পরতন্ত্রতাপ্রযুক্ত শোকের দ্বার বিস্তৃত ও মোহের দ্বার আবিষ্কৃত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

নাস্তীতি সর্ব্বদা বাণী সর্ব্বত্র শ্রূয়তে পরম্ ॥ ১৯ ॥

ইত্যাদি বিবিধ কারণে সংসারের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা কেবল, নাই নাই, শব্দ শ্রূয়মাণ হইয়া থাকে। কোথাও লক্ষ্মী নাই, কোথাও সরস্বতী নাই, কোথাও ইহারা উভয়েই নাই, কোথাও শান্তি নাই ও স্বস্তি নাই। ফলতঃ, এইরূপে যাহা কিছু উপাদেয়, আবশ্যকীয়, প্রয়োজনীয়, গ্রহণীয় ও আদরণীয়, তাহার কিছুই নাই। যাহা না থাকিলে, চলিতে পারে, অথবা বিশেষ উপকারপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কেবল সেই অলক্ষ্মী ও অবিদ্যা প্রভৃতির উত্তরোত্তর প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হইতেছে। তন্নিবন্ধন, দিন দিন হাহাকারও শত মুখে ও সহস্র মুখে, গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্রোতের ন্যায়, অনাহত বেগে বর্দ্ধিত ও ধাবমান হইয়া, দেশ হইতে দেশ যেন গ্রাস করিতেছে ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে মহাবাক্যং
নাম প্রথমোধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

অনাদিনিধনঃ কালঃ সর্ব্বসাক্ষী মহেশ্বরঃ।
তেনেদং ভাব্যতে সর্ব্বং সাবধানং শৃণু প্রিয়ে ॥ ১ ॥

প্রিয়ে! সাবধানে শ্রবণ কর। যাহার আদি নাই, নিধন নাই, যাহা সকলের সাক্ষী ও যাহা সকলের উপরি অসীম-ক্ষমতা ও অনভিভাব্য প্রভুত্ব সম্পন্ন, সেই কাল উল্লিখিত ঘটনা সকলের মূল ॥ ১ ॥

কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।

কালঃ স্থাপয়িতা সর্ব্বং কালো হি সর্ব্ববর্গগঃ। ২ ॥

এই কালই ভূত সকলের সৃষ্টি করে, এই কালই তাহাদের সংহার করে, আবার এই কালই তাহাদের স্থিতি বিধান করে। এই রূপে সংসারের যাহা কিছু, তৎ সমস্তই কালের আয়ত্ত বা কাল মূলক। কালকে অতিবর্ত্তন করিয়া, পদ মাত্র নিক্ষেপ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সামান্য কীটাণু হইতে হস্তী পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড পদার্থ সমূহ সমভাবে কালের মুষ্টিনিহিত। কাল মনে করিলে, এই দণ্ডে স্বীয় দুরন্ত দন্তের এক মাত্র সামান্য আঘাতে দুগ্ধপোষ্য ক্ষুদ্র শিশুকে যেমন, সর্ব্বদিগ্-বিজয়ী বীরবর পুরুষকেও তেমন, নিমেষ মধ্যেই চূর্ণ হইতেও চূর্ণীকৃত করিতে পারে। সুতরাং, লোকে যে কখন সামান্য বল গৌরবে অহঙ্কার করে, অথবা কখনও যে সামান্য বিষয় মদে মত্ত হয়, কিংবা কখনও যে সামান্য বিভবগৌরবে অন্ধ হইয়া থাকে, সে কেবল তাহার মূঢ়তা বা বালকতা মাত্র। প্রকৃতপাণ্ডিত্যবিশিষ্ট তত্ত্বদর্শী মনীষী পুরুষগণ কালের সর্ব্বোপরি তাদৃশী অসীম প্রভুতা ও নিরঙ্কুশ আধিপত্য দর্শন করিয়া, মনে মনেও কখন কোন বিষয়ের গৌরব বা অভিমান করেন না। সর্ব্বদাই সভয়ে মস্তক অবনত করিয়া, সংসার ক্ষেত্রে পদচালনা করেন। দুরাত্মা, দুর্ব্বোধ নষ্টমতি ব্যক্তিগণ উহার বিপরীতে প্রবৃত্ত হইয়া কখন বন্ধন, কখন নিধন ও কখনওবা ততোধিক শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বীভৎস ঘটনা সংসারে দিন দিন যেন বন্যার স্রোতের ন্যায়, উত্তরোত্তর অতীব বর্দ্ধমান হইয়া উঠিতেছে ॥ ২ ॥

কালঃ সত্যং ত্রেতা দেবি দ্বাপরঃ কলিরেব হি।

ইতি ব্যূহচতুষ্কেণ ভ্রমতে ভ্রাময়েৎ সদা ॥ ৩ ॥

দেবি! এই কালই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চতুর্ব্যূহে ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘূর্ণায়মান করিয়া, স্বয়ং ঘূর্ণিত হইতেছে। ইহার এই দুরন্ত ঘূর্ণনরূপ ভয়াবহ আবর্ত্তে পতিত হইয়া, কত পর্ব্বত ধূলি হইয়াছে, কত অগ্নি হিমকণা হইয়াছে এবং কত সাগর মহামরু হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বলিবার নহে। এক এক যুগে রাজা, প্রজা, ফলতঃ সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড লইয়া যে প্রকাণ্ড কাণ্ড সংঘটিত হয়, তাহা ভাবিলেও লোমহর্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়দেশ যে সহসা শূন্য হয়, কালের ঐরূপ ঘূর্ণনই তাহার কারণ। যুবা যে বৃদ্ধ হয়, বৃক্ষাদি যে শুষ্ক হয়, বজ্র যে পতিত হয়, দন্ত আদি যে বিগলিত হয়, রোগ যে উৎপন্ন হয়, তৎ সমুদায়ই কালের ঘূর্ণন মূলক জানিবে। এই কালই গর্ভ শয্যা পাতিত করিয়া জীবকে জননীর কুক্ষিমধ্যে সেই অতি বন্দিবেশে হস্তপদশূন্য করিয়া, চক্ষুকর্ণ মুদ্রিত করিয়া, আপনার অভিমত সময় পর্য্যন্ত বদ্ধ করিয়া রাখে। আবার গর্ভ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে তাহাকে সংসার রূপ অতীব গহন কারায় দুরন্ত যাতনাচক্রে প্রাণান্ত-যাবৎ ঘূর্ণিত ও অবসাদিত করে ॥ ৩॥

কালবেগবশাজ্জীব অজ্ঞানবলবেগতঃ।
মূঢ়বৎ পশুবচ্চৈব জড়বচ্চ মহেশ্বরি।
ছায়াবৎ শূন্যবচ্চৈব মৃতবচ্চ তথৈবহি ॥ ৪ ॥

লোকে এই কালবেগবশে অজ্ঞানবলবেগে অভিভূত হইয়া, কখন মূঢ়ের ন্যায়, কখন পশুর ন্যায়, কখন জড়ের ন্যায়, কখন ছায়ার ন্যায়, কখন শূন্যের ন্যায় এবং কখন বা মৃতের ন্যায়, নির্জীব, নিস্তেজ, নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম, অসার, অপদার্থ, অন্ধ, অবশ ও অভিভাবাচ্ছন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

কালস্য হ্যুচিতং দেবি নির্লিপ্তঃ কুরুতে সদা।
সএব মনুজো লোকে প্রকৃতঃ শৃণু পার্ব্বতি ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি সংসারিক কোন বিষয়ে কোনরূপে লিপ্ত বা বদ্ধ না হইয়া, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় সর্ব্বদা কালের আদেশানুরূপ কার্য্য করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মনুষ্য ॥ ৫ ॥

কাষ্ঠভেদসমর্থোঽপি বদ্ধঃ পদ্মে শিলিন্দ্রকঃ।
মক্ষিকা ম্রিয়তে চৈব মধুলোভেন দৃশ্যতাম্ ॥ ৬ ॥

দেখ, যে ভ্রমর অনায়াসেই কাষ্ঠভেদ করিয়া থাকে, সেও অতীব কোমল পদ্ম মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া, বিপন্ন দশাভোগ করে। পদ্মের সহিত অতিমাত্র সংলিপ্ততা বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই ইহার কারণ। মধুমক্ষিকেরা মধুলোভে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৬॥

নির্লিপ্তঃ পুরুষো ধন্যঃ সুখং জীবতি নিত্যশঃ ॥ ৭ ॥

নির্লিপ্ত পুরুষই ধন্য এবং সুখ সচ্ছন্দে নিয়ত জীবনযাত্রা ভোগ করিয়া থাকে। ইহার কারণ ও যুক্তি সুস্পষ্ট। পণ্ডিতেরা লেপ অর্থাৎ আসক্তিকে নির্য্যাসের সহিত উপমিত করিয়াছেন। পক্ষী প্রভৃতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব যেমন আমিষলোভে অন্ধ হইয়া নির্য্যাসকাষ্ঠিকায় নিপতিত হইলে, তৎক্ষণে জড়িত ও চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়ে, মানুষ আসক্তির দাস হইলে, তদ্রূপ জড়িত ও অধঃপতিত হয়। এই কারণে কোন বিষয়েই লিপ্তভাব কর্ত্তব্য নহে ॥ ৭ ॥

মাতা পুত্রঃ পিতা বাপি কলত্রং কন্যকা তথা।
সর্ব্বং মধু বিজানীয়াৎ নির্লিপ্তঃ সর্ব্বশো ভবেৎ ॥ ৮ ॥

মাতা, পিতা, পুত্র, কলত্র, কন্যা, ইত্যাদি সকলই সাক্ষাৎ মধু, জানিবে। মধু যেমন লোককে মত্তভাবে প্রতিচ্ছন্ন ও জ্ঞানশূন্য করে, মানুষ স্ত্রী পুত্রাদির স্নেহবন্ধনে তদ্রূপ জড়ীভূত ও অভিভূত হইয়া থাকে। এইজন্য তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিতি করিবে ॥ ৮ ॥

বন্ধুতা জনতা চৈব বিভবোপি মহেশ্বরি।
সর্ব্বং মধু বিজানীয়াৎ তস্মাল্লেপং পরিত্যজেৎ॥ ৯॥

অয়ি মহেশ্বরি! পিতা মাতাদির ন্যায়, বন্ধুবর্গ, আত্মীয় জনবর্গ, এবং বিষয়, বিভব প্রভৃতিও, সাক্ষাৎ মধু জানিবে। ধনমদে মত্ত না হয়, এরূপ লোক অতি বিরল, বন্ধুর প্রণয়ে আচ্ছন্ন ও অন্ধ না হয়, এরূপ লোক অতি দুর্লভ এবং আত্মীয়জনের অন্ধঙ্করণী ও অবশঙ্করণী মায়া মমতায় হতবুদ্ধি ও হতচিত্ত না হয়, এরূপ লোকও অতি অল্প। যাহা মত্ততার হেতু, জড়তার কারণ, অভিভাবের আস্পদ, ও মোহের নিদান, শাস্ত্রকারেরা তাহাকেই মধুশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মধুতে অমৃত ও বিষ উভয়ই আছে। অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলেই জড়তা ও অভিভাব প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া, মধু বিষরূপে পরিণত হয়। আবার, অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে, অমৃতের ন্যায়, গুণকারক হইয়া থাকে। পুত্রকে অন্ধ হইয়া স্নেহ কর, সে দুর্ললিত ও দুর্দমনীয় হইয়া, বিষবৎ বিষম শোচনীয় অবস্থা পরিগ্রহ করিবে। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধনের মমতায় অন্ধ হইয়া, যে সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। মহামনা পরশুরাম পিতৃভক্তিতে অন্ধ হইয়া, মাতৃহত্যা রূপ যে মহাপাতকে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ স্বর্গদ্বারকপাটপাটনে কোনমতেই সমর্থ হন নাই॥ ৯॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে আসক্তিগর্হণং নাম
দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ।

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

নবায়তে কথা নিত্যং পৌর্ণমাসীব শঙ্কর।
শশিরেখা যথা মালা মালত্যেঃ প্রিয়সঙ্গমঃ ॥
কেষু প্রীতিং সমুল্লাসং ন রাতি পুনরেবহি।
সুখশান্তিং সমাচক্ষ্ব হ্যাগ্রহো বহুলঃ পরম্ ॥ ১ ॥

ভগবন্! আপনার কথা যতই শুনিতেছি, ততই নূতন বোধ হইতেছে। এইজন্য, বারংবার শুনিবার বাসনা হইতেছে। বাস্তবিক, সৎকথা পৌর্ণমাসী শশীকলার ন্যায়, কাহার না প্রীতি সমুদ্ভাবন করে? সুবিকসিত মালতীমালার ন্যায়, কাহার না হৃদয় হরণ করে? এবং প্রিয় সমাগমের ন্যায়, কাহার না মন প্রাণ উল্লাসিত করে? অতএব, যাহাতে সুখ ও শান্তিলাভ হইতে পারে, পুনরায় তাহা কীর্ত্তন করুন। দেখুন, সমুদায় সংসার সুখের জন্য ও শান্তির জন্য সর্ব্বদাই স্বতঃপরতঃ নিরতিশয় ব্যস্তভাবাপন্ন। দিন নাই, রাত্রি নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, অনবরত সুখেরই অন্বেষণে সংসারচক্র সবেগে পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে, যে, লোকে নিত্য ত্রিবিধ ক্লেশ ও বিবিধ দুঃখ সহ্য করিয়াও, সুখের অন্বেষণ করিয়া থাকে ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ন সুখং বিদ্যতে দেবি ন দুঃখং বিদ্যতে তথা।
ইতি বিদ্বান্ সুখং ভুঙ্‌ক্তে নান্যথা দুঃখমেবহি ॥ ২ ॥

নাস্তি রোগো বিনা দোষৈর্যস্মাত্তস্মাচ্চিকিৎসকঃ।
অনুক্তমপি দোষাণাং লিঙ্গৈর্ব্যাধিমুপাচরেৎ॥
যে ন কুর্ব্বন্ত্যসাধ্যানাং চিকিৎসাং তে ভিষগ্বরাঃ।
ততো বৈদ্যৈঃ শ্রমঃ কার্য্যঃ সাধ্যাসাধ্যপরীক্ষণে॥ ১৭॥

রোগ ও ঔষধ জ্ঞানের উপায়।

যে চিকিৎসক সমস্ত রোগের বিষয় ও সকল প্রকার ঔষধের বিষয় অবগত আছেন, এবং দেশ ও কালের বিভাগ নিরূপণ করিতে সক্ষম, তাঁহার চিকিৎসা নিশ্চয়ই সুফলদায়িকা হইবে সন্দেহ নাই।

চিকিৎসক প্রথমে অতীব সাবধানতার সহিত রোগের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা অবগত হইবেন, এবং তদনন্তর যথাবিহিত ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

সকল প্রকার রোগের নামানুসারে ব্যাধি নির্ণয় করিতে না পারিলে চিকিৎসক কোনমতে লজ্জিত হইবেন না, কেন না, সকল রোগের বিশেষ নাম নির্দ্ধারিত নাই।

বাতাদি দোষের প্রকোপ ব্যতীত কোন রোগের উৎপত্তি হয় না, অতএব যে সমস্ত ব্যাধি নাম দ্বারা বিশেষরূপ নির্দ্ধারিত না হয়, সেই স্থলে বায়ু, পিত্ত ও কফের লক্ষণ বিশেষ প্রকারে অবগত হইয়া, তদনন্তর চিকিৎসা করিবেন।

যে চিকিৎসক অসাধ্য ব্যাধির চিকিৎসা করিতে অনিচ্ছুক হয়েন, তাঁহাকে বৈদ্যের মধ্যে প্রধান বলিয়া গণ্য করা যায়। অতএব চিকিৎসক মাত্রেই অতীব যত্নসহকারে যাবদীয় রোগের সাধ্য ও অসাধ্য বিষয় নিরূপণ করিবেন॥ ১৭॥

রোগজ্ঞানোপায়ঃ।

শীতে শীতপ্রতীকার মুষ্ণে চুষ্ণনিবারণং।
কৃত্বা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াং প্রাপ্তাং ক্রিয়াকালং ন হাপয়েৎ॥

অপ্রাপ্তে বা ক্রিয়াকালে প্রাপ্তে বা ন ক্রিয়া কৃতা।
ক্রিয়াহীনাতিরিক্তা চ সাধ্যেষ্বপি ন সিধ্যতি ॥ ১৮ ॥

রোগজ্ঞানের উপায়।

শীতজন্য রোগে শীতলতাব নিবারণ এবং উষ্ণজন্য রোগে উষ্ণতার প্রশমন করিয়া, চিকিৎসাব কাল (সময়) প্রাপ্ত হইলেই চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করিবে। চিকিৎসার সময় অতিবাহিত করিয়া, পরে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য নহে।

চিকিৎসার উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে বা পরে চিকিৎসা করিলে অথবা স্বল্প-রোগে অতিরিক্ত ক্রিয়া ও মহৎ রোগে সামান্য ক্রিয়া প্রয়োগ করিলে সাধ্য-রোগও উপশম প্রাপ্ত হয় না।

উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্ব-ক্রিয়াব দোষ, যথা—জ্বর পুরাতন না হইলে, তরুণ অবস্থায় কষায় প্রয়োগ করিলে, কিছুতেই জ্বর নষ্ট হইতে পারে না। এবং যথা সময়ের পরে ক্রিয়া করিলে, যে দোষ জন্মে, তাহা বলা যাইতেছে। যথা—কোন ব্যক্তির শরীরে দাহ উপস্থিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতী-কার করিবার চেষ্টা না করিয়া, কিঞ্চিৎ উপশমিত অবস্থায় যদি শীতল অনু-লেপনাদি ক্রিয়া প্রয়োগ করা যায়, তবে কোনমতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে না জানিবে॥ ১৮ ॥

অতিরিক্তা চ হীনা ক্রিয়া বর্জ্জনীয়া।

বিকারেঽল্পে মহৎকর্ম্ম ক্রিয়া লঘ্বী গরীয়সি।
দ্বয়মেতদকৌশল্যং কৌশল্যং যুক্তকর্ম্মতা॥
ক্রিয়ায়াস্তু গুণালাভে ক্রিয়ামন্যাং প্রযোজয়েৎ।
পূর্ব্বস্যাং শান্তবেগায়াং ন ক্রিয়াসঙ্করো হিতঃ॥
ভিন্নরূপাভিঃ ক্রিয়াভিঃ সাঙ্কর্য্যমপি ন দোষায়।
তাভিস্তু ভিন্নরূপাভিঃ সাঙ্কর্য্যমেব দুষ্যতি॥

যথোক্তং।

লঙ্ঘনং বালুকাস্বেদো নস্যং নিষ্ঠীবনং তথা।
অবালহোঽঞ্জনঞ্চাপি প্রাক্ প্রযোজ্যং ত্রিদোষজে॥
অচৈকান্তে ন নির্দ্দিষ্টে শাস্ত্রে নিবিশতে বুধঃ।
স্বয়মপ্যত্র ভিষজা তর্কনীয়ং চিকিৎসতা॥
উৎপদ্যতে চ সাবস্থা দোষকালবলং প্রতি।
যস্যাং কার্য্য মকার্য্যং স্যাৎ কর্ম্মকার্য্যং বিবর্জ্জিতং॥১৭॥

অতিরিক্ত ক্রিয়া ও হীনা ক্রিয়া বর্জ্জনের বিধি।

সামান্য রোগে অতিরিক্ত ক্রিয়া এবং প্রবলরোগে লঘুক্রিয়া, এই উভয় কার্য্যই অহিতকর। যথাবিহিত যুক্তি অনুযায়ী ক্রিয়াই হিতসাধক বলিয়া জানিবে।

একটী ক্রিয়া করিলে যদ্যপি তাহাতে কোন উপকার না হয়, তবে অন্য প্রকার ক্রিয়া করা অতীব কর্ত্তব্য। কিন্তু পূর্ব্বক্রিয়ায় বেগ রহিত হইলে, তবে পশ্চাৎ অন্যবিধ কার্য্য করিবে, নচেৎ তুল্যরূপ দুই ক্রিয়ার সংযোগ অতীব অহিতজনক হইয়া উঠে। ভিন্নপ্রকার ক্রিয়ার সাঙ্কর্য্য দোষাবহ হয় না, যেমন ত্রিদোষজ জ্বরে উপবাস, বালুকাস্বেদ, নস্য, বমন, অবলেহ ও অঞ্জন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

শিক্ষিত চিকিৎসক কোন একমাত্র নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে চিকিৎসা করিবেন না। রোগাদির অবস্থানুসারে বিবেচনার সহিত বৈদ্য স্বয়ং চিকিৎসার উপযোগী ক্রিয়া সকল নির্ণয় করিয়া লইবেন। যে হেতু ক্ষেত্রভেদে দেশ, কাল ও বলের অবস্থানুসারে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কার্য্যও অহিতকর হয় এবং শাস্ত্রবিহিত নিষিদ্ধ কার্য্যও সময়ে সময়ে শুভদায়ক হইয়া থাকে জানিবে॥ ১৭॥

চিকিৎসায়াঃ ফলং।

ক্বচিদর্থঃ ক্বচিন্মৈত্রী ক্বচিদ্ধর্ম্ম ক্বচিদ্‌যশঃ।
কর্ম্মাভ্যাসঃ ক্বচিচ্চেতি চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা॥

আয়ুর্ব্বেদোদিতাং যুক্তিং কুর্ব্বাণা বিহিতাশ্চ যে।
পুণ্যায়ুর্ব্বৃদ্ধিসংযুক্তা নীরোগাশ্চ ভবন্তি তে॥
নৈব কুর্ব্বীত লোভেন চিকিৎসাপুণ্যবিক্রয়ং।
ঈশ্বরাণাং বসুমতাং লিপ্সেতার্থন্তু বৃত্তয়ে॥
চিকিৎসিতঃ শরীরং যো ন নিষ্ক্রীণাতি দুর্ম্মতিঃ।
স যৎ করোতি সুকৃতং সর্ব্বং তদ্ভিষগশ্নুতে॥
ন দেশো মনুজৈর্হীনো ন মনুষ্যা নিরাময়াঃ।
ততঃ সর্ব্বত্র বৈদ্যানাং সুসিদ্ধা এব বৃত্তয়ে॥ ২০॥

চিকিৎসার ফল।

চিকিৎসা কোন স্থলেই নিষ্ফলা হয় না, অর্থাৎ চিকিৎসা করিলে কোন স্থলে অর্থলাভ হয়, কোন স্থানে মিত্রতা জন্মে, কোন স্থলে ধর্ম্মসঞ্চয় হয়, কোন স্থলে যশোলাভ হয় এবং কোন স্থানে কার্য্যদক্ষতা (চিকিৎসা কার্য্যের অভ্যাস থাকা হেতু অভিজ্ঞতা) জন্মিয়া থাকে।

যে চিকিৎসকগণ উপকারের বশবর্ত্তী হইয়া, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বিধি অনুসারে চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের পুণ্য ও পরমায়ুঃ সম্বর্দ্ধিত হয় এবং সর্ব্বদা নীরোগ হইয়া জীবন যাপন করিতে পারেন।

চিকিৎসকগণ কদাচ অর্থের লোভ-পরায়ণ হইয়া, ধন গ্রহণপূর্ব্বক চিকিৎসা-রূপ পুণ্য বিক্রয় করিবেন না। যদ্যপি অর্থাভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হয়েন, তবে ভূস্বামী ও ধনিদিগের নিকট হইতে যাচ্ঞা দ্বারা ধন সংগ্রহ পূর্ব্বক সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

বৈদ্য কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়া যে দুর্ম্মতি শরীরক্রয়স্বরূপ অর্থপ্রদান দ্বারা চিকিৎসককে সন্তুষ্ট না করে, তাহার সমুদায় সৎকার্য্য (পুণ্য, ধর্ম্ম) বৈদ্য প্রাপ্ত হন।

যখন মনুষ্যবিহীন দেশ নাই এবং রোগ ভিন্ন মনুষ্য নাই, তখন বৈদ্যের বৃত্তি সর্ব্বত্রই সুসিদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা জানিবে। অতএব সামান্য অর্থ লইয়া চিকিৎসকের চিকিৎসা করিবার আবশ্যক নাই, অনায়াসেই বিস্তর

অর্থে চিকিৎসা রূপ উপকার করিয়া নিজের ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে পারেন; কারণ কোন না কোন দেশের সদাশয় লোক, সাধারণের উপকারী ধর্ম্মপরায়ণ চিকিৎসককে সংসার নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত কিছু না কিছু অর্থ প্রদানে করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না ॥ ২০ ॥

চিকিৎসায়া অঙ্গানি।

রোগী দূতো ভিষগ্দীর্ঘমায়ুর্দ্রব্যং সুসেবকঃ।
সদৌষধং চিকিৎসায়া ইত্যঙ্গানি বুধা জগুঃ ॥ ২১ ॥

চিকিৎসার অঙ্গ।

রোগী, দূত (রোগীর জন্য যে চিকিৎসককে ডাকিতে যায়, তাহাকে দূত বলে), চিকিৎসক, দীর্ঘ আয়ু, চিকিৎসার উপকরণ দ্রব্য, উত্তম পরিচারক (রোগীর শুশ্রূষাকারী ব্যক্তিকে পরিচারক বলে) ও উৎকৃষ্ট ঔষধ, এই কয়েকটীকে (৭ সাতটীকে) পণ্ডিতগণ চিকিৎসার অঙ্গ বলিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

রোগিণো লক্ষণং।

রোগো যস্যাস্তি রোগী স স চিকিৎস্যস্তু যাদৃশঃ।
যাদৃশশ্চাচিকিৎস্যোঽপি বক্ষ্যমাণো নিশম্যতাং ॥ ২২ ॥

রোগীর লক্ষণ।

যে ব্যক্তির রোগ জন্মিয়াছে, তাহাকে রোগী বলা যায়। আবার চিকিৎস্য ও অচিকিৎস্য ভেদে রোগী দুই প্রকার। পশ্চাৎ দুই প্রকার রোগীর লক্ষণ বলা যাইতেছে ॥ ২২ ॥

চিকিৎসনীয়ো রোগী।

নিজপ্রকৃতিবর্ণাভ্যাং যুক্তং সত্ত্বেন চক্ষুষা।
আয়ুষ্মান্ সত্ত্ববান্ সাধ্যো দ্রব্যবান্ মিত্রবানপি।
চিকিৎস্যো ভিষজা রোগী বৈদ্যবাক্যকৃদাস্তিকঃ ॥ ২৩ ॥

চিকিৎসনীয় রোগীর লক্ষণ।

যে রোগীর প্রকৃতি, বর্ণ ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহ বিকৃত না হইয়া

স্বভাবে আছে এবং যে রোগী সুখ ও দুঃখ জনক ক্রিয়াদিতে বিহ্বল হয় না যে রোগী দীর্ঘজীবী, সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, সাধ্যরোগযুক্ত, দ্রব্যবান্ (যখন যে দ্রব চিকিৎসার জন্ত প্রয়োজন, তৎক্ষণাৎ তাহা সংগ্রহ করিতে সক্ষম), মিত্রবা এবং যে ব্যক্তির বৈদ্যবাক্যে ও আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে বিশ্বাস আছে, তাহাকেই চিকিৎসা করিবে ॥ ২৩ ॥

অচিকিৎস্যো রোগী।

চণ্ডঃ সাহসিকো ভীরুঃ কৃতঘ্নো ব্যগ্র এব চ।
শোকাকুলো মুমূর্ষুশ্চ বিহীনঃ করণৈশ্চ যঃ ॥
বৈরী বৈদ্যবিদগ্ধশ্চ শ্রদ্ধাহীনশ্চ শঙ্কিতঃ।
ভিষজামবিধেয়াঃ সর্ব্বে নোপক্রম্যা ভিষগ্বিধাঃ ॥
এতানুপাচরণ্ বৈদ্যো বহূন্ দোষানবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪ ॥

অচিকিৎস্য রোগীর লক্ষণ।

যে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রোধশীল, অবিচারিত কার্য্যকারী, ভীরুস্বভাব, কৃতঘ্ন (বৈদ্য কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়াও অগ্রাহ্যকারক), ব্যাকুলচিত্ত, শোকাতুর, মুমূর্ষু, নেত্রাদি ইন্দ্রিয় শক্তি রহিত, শত্রু, বৈদ্যের প্রতি শঠতাকারী, চিকিৎসকের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন, বৈদ্যের প্রতি সন্দেহকারী, বৈদ্যের বাক্য অবহেলা করে এবং যে ব্যক্তি চিকিৎসা ব্যবসায়ী, চিকিৎসক কদাচ তাহাদিগকে চিকিৎসা করিবেন না। কারণ উহাদিগকে চিকিৎসা করিলে নানাপ্রকার দোষ ঘটিয়া থাকে। ফলতঃ যে রোগীর গৃহে চিকিৎসক সমাদৃত হয়েন না, সে রোগীর ব্যাধি বিনষ্ট হয় না ॥ ২৪ ॥

ব্যাধি-লক্ষণং।

রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা।
রোগা দুঃখস্য দাতারো জ্বর প্রভৃতয়ো হি তে ॥
তে চ স্বাভাবিকাঃ কেচিৎ কেচিদাগন্তবঃ স্মৃতাঃ।
মানসাঃ কেচিদাখ্যাতাঃ কথিতাঃ কেঽপি কায়িকাঃ ॥২৫

ব্যাধির লক্ষণ।

বাতাদি দোষত্রয়ের বৈষম্য ঘটিলে রোগ বলা যায় এবং সমতাকেই আরোগ্য বলে জানিবে। জ্বর, অতীসার, কাস প্রভৃতিকে রোগ বলে। ইহারা প্রাণিগণের পক্ষে বিশেষ ক্লেশদায়ক জানিবে। এই রোগ আবার, স্বাভাবিক, আগন্তুক, মানসিক ও কায়িক ভেদে ৪ চারি প্রকার।

যে সকল রোগ স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে স্বাভাবিক রোগ বলে। যথা ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু প্রভৃতিকে অথবা জন্ম হইতে উৎপন্ন জন্মান্ধতা, খঞ্জতা প্রভৃতিকে স্বাভাবিক বা সহজ রোগ বলে।

অভিঘাতাদি জনিত ভগ্ন, ভিন্ন প্রভৃতিকে কিংবা জন্মান্তরভাবী রোগকে আগন্তুক ব্যাধি বলা যায়।

মানসিক ব্যাধি, যথা—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, দীনতা, অভিমান, ক্রূরতা, শোক, বিষাদ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি এবং উন্মাদ, অপস্মার, মূর্চ্ছা, ভ্রম, মোহ, তমঃ ও সংন্যাস প্রভৃতি।

কায়িক ব্যাধি, যথা—জ্বর, অতীসার, পাণ্ডু, যক্ষ্মাদিকে কায়িক অর্থাৎ শারীরিক বা দৈহিক রোগ বলা যায় ॥ ২৫ ॥

পুনশ্চ ত্রিবিধা রোগাঃ।

কর্ম্মজাঃ কথিতাঃ কেচিদ্ দোষজাঃ সন্তি চাপরে।
কর্ম্মদোষোদ্ভবাশ্চান্যে ব্যাধয়স্ত্রিবিধা মতাঃ ॥ ২৬ ॥

কর্ম্মজভেদে তিনপ্রকার রোগ।

রোগ সকল আবার, কর্ম্মজ, দোষজ এবং কর্ম্মদোষজ ভেদে তিনপ্রকার জানিবে ॥ ২৬ ॥

কর্ম্মজো ব্যাধিঃ।

যথাশাস্ত্রন্তু নির্ণীতো যথাব্যাধিশ্চিকিৎসিতঃ।
ন শমং যাতি যো ব্যাধিঃ সজ্ঞেয়ঃ কর্ম্মজো বুধৈঃ ॥ ২৭ ॥

কর্ম্মজ ব্যাধি।

যে সকল ব্যাধি শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি চিকিৎসিত হইলেও উপশম প্রাপ্ত

হয় না, পণ্ডিতগণ তাহাকে কর্ম্মজ ব্যাধি বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ যে সকল ব্যাধি পূর্ব্বজন্মকৃত প্রবল দুষ্কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া, কেবল মাত্র ভোগদ্বারা বা প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়, সেই সকল রোগকে কর্ম্মজ ব্যাধি বলা যায় জানিবে ॥ ২৭ ॥

দোষজো ব্যাধিঃ।

মিথ্যাহার বিহার প্রকুপিত বাতপিত্ত
কফজা ব্যাধয়ো দোষজাঃ সন্তি ॥ ২৮ ॥

দোষজ ব্যাধি।

অনিয়মিত আহার বিহারাদি দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হওয়ায় যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে দোষজ ব্যাধি বলে জানিবে। ২৮।

কর্ম্মদোষোদ্ভবো ব্যাধিঃ।

স্বল্পদোষা গরীয়াংসস্তে জ্ঞেয়া কর্ম্মদোষজাঃ ॥ ২৯ ॥

কর্ম্মদোষজ ব্যাধি।

দোষ অল্প পরিমাণে দূষিত হইয়া যে সকল প্রবল ব্যাধি উৎপাদন করে, তাহাদিগকে কর্ম্মদোষজ ব্যাধি বলা যায়। প্রবলতম দুষ্কর্ম্মই এই রোগের মূল কারণ, যেহেতু বাতাদি দোষের অল্পতা থাকিলেও ব্যাধির প্রাবল্য দেখা যায় এবং সেই দুষ্কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেই ব্যাধিও প্রশমিত হইয়া যায়। আর অল্পদোষও ঐ সকল রোগের অন্যতম কারণ, যেহেতু অল্পদোষও রোগোৎপত্তি-কারক বলিয়া কথিত আছে। সুতরাং দোষ এবং কর্ম্ম, এই উভয় কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাদিগকে কর্ম্মদোষজ বলে ॥ ২৯ ॥

কর্ম্মজরোগাদি নিবারণোপায়ঃ।

কর্ম্মক্ষয়াৎ কর্ম্মকৃতা দোষজাঃ স্বস্বভেষজৈঃ।
কর্ম্মদোষোদ্ভবা যান্তি কর্ম্মদোষক্ষয়াৎ ক্ষয়ং ॥ ৩০ ॥

কর্ম্মজ রোগাদি নিবারণের উপায়।

দুষ্কর্ম্ম ক্ষয় হইলে দুষ্কর্ম্মজনিত রোগ সকল নিবারিত হয়। এবং উপযুক্ত

ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে দোষজ ব্যাধি সমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। আর দুষ্কর্ম্ম ও দোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মদোষজ ব্যাধি সকল নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৩০ ॥

উপদ্রবস্য লক্ষণং।

রোগারম্ভক দোষস্য প্রকোপাদুপজায়তে।
যোঽন্যো বিকারঃ স বুধৈরুপদ্রব ইহোদিতঃ ॥ ৩১ ॥

উপদ্রবের লক্ষণ।

রোগোৎপাদক দোষের প্রকোপ দ্বারা যে সকল বিকার উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে উপদ্রব বলা যায় জানিবে। ৩১।

অরিষ্ট লক্ষণং।

রোগিণাং মরণং যস্মাদবশ্যম্ভাবি লক্ষ্যতে।
তল্লক্ষণ মরিষ্টং স্যাদ্রিষ্টঞ্চাপি তদুচ্যতে ॥ ৩২ ॥

অরিষ্টের লক্ষণ।

যে চিহ্ন দ্বারা রোগীর মৃত্যু স্থির নিশ্চিত বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে অরিষ্ট বা রিষ্ট লক্ষণ বলা যায় জানিবে ॥ ৩২।

দূতস্য লক্ষণং।

যশ্চিকিৎসকমানেতুং যাতি দূতঃ স কথ্যতে।
স চ যাদৃক্ সমুচিত স্তাদৃগত্র নিগদ্যতে ॥
দূতাঃ সুজাতয়ো হ্যব্যঙ্গাঃ পটবো নির্ম্মলাম্বরাঃ।
সুখিনোঽশ্বরথারূঢ়াঃ শুভ্রপুষ্পফলৈর্যুতাঃ ॥
সজাতয়ঃ সুচেষ্টাশ্চ সজীবদেশসঙ্গতাঃ।
ভিষজং সময়ে প্রাপ্তা রোগিণঃ সুখহেতবঃ ॥ ৩৩ ॥

দূতের লক্ষণ।

যে ব্যক্তি রোগীর চিকিৎসা করিবার জন্য চিকিৎসককে আনিতে গমন করে, তাহাকে দূত বলা যায়। এই দূতের যে সকল লক্ষণ শুভ জনক, তাহা

বলা যাইতেছে। সুজাতি, অব্যঙ্গ (অঙ্গহীন নহে), কার্য্যদক্ষ, নির্ম্মল ব[illegible] পরিধানকারী, সুখী, শুভ্রবর্ণ পুষ্প বা ফল হস্তে লইয়া অশ্ব বা বৃষপৃ[illegible] আরোহণ পূর্ব্বক বৈদ্য আনয়ন করিতে গমনকারী, রোগীর স্বজাতি, রোগী[illegible] রোগ আরোগ্য করাইতে উদ্যোগী, রোগী জীব-নাড়ী আছে চিকিৎসককে এ[illegible] সংবাদ দেয় এবং চিকিৎসকের বাটী যাইয়া উপযুক্ত সময়ে তাঁহাকে প্রাপ্ত হ[illegible] এই দূতই রোগীর পক্ষে শুভদায়ক বলিয়া জানিবে ॥ ৩৩ ॥

ভেষজস্য লক্ষণং।

বৈদ্যো ব্যাধিং হরেদ্ যেন তদ্‌দ্রব্যং প্রোক্তমৌষধং।
তদ্ যাদৃশমবশ্যং স্যাদ্রোগঘ্নং তাদৃশং ব্রুবে ॥ ৩৪ ॥

ভেষজের লক্ষণ।

চিকিৎসক যে দ্রব্য দ্বারা ব্যাধি বিনাশ করেন, সেই দ্রব্যকে ভেষ[illegible] (ঔষধ) বলা যায়। যে প্রকার ঔষধ নিশ্চয়ই রোগ নাশক, তাহা নি[illegible] লিখিত হইতেছে ॥ ৩৪ ॥

ঔষধগ্রহণ-পরীভাষা।

প্রশস্তে দেশে সঞ্জাতং প্রশস্তেঽহনি চোদ্ধৃতং।
অল্পমাত্রং বহুগুণং গন্ধবর্ণরসান্বিতং ॥
দোষঘ্ন মগ্লানিকর মধিকং ন বিকারি যৎ।
সমীক্ষ্য কালে দত্তঞ্চ ভেষজং স্যাদ্‌গুণাবহং ॥
আগ্নেয়া বিন্ধ্যশৈলাদ্যাঃ সৌম্যো হিমগিরিঃ স্মৃতঃ।
অতস্তদৌষধানি স্যুরনুরূপাণি হেতুভিঃ ॥ ৩৫ ॥

ঔষধ গ্রহণের পরিভাষা বা বিধি।

প্রশস্ত স্থান সঞ্জাত, যথাবিহিত তিথি নক্ষত্রা[illegible] মাত্রায় প্রয়োগে বহুগুণপ্রদায়ী, যথোপযুক্ত গ[illegible] অগ্লানিকর, অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলেও[illegible] ঔষধ যথা সময়ে প্রযুক্ত হইলে, সুফলদা[illegible] [illegible] থাকে জানিবে।

তোমার অন্নদাতা ইচ্ছামাত্রেই তোমায় ত্যাগ করিতে পারেন। তাঁহার উপরি তোমার কোনপ্রকার প্রভুতার প্রসার নাই। তবে যে লোকে লোকের গলগ্রহ হয়, সে কেবল পশুভাব মাত্র। তাহাকে কখনই মনুষ্যত্ব বলা যাইতে পারে না ॥ ২৪ ॥

চেষ্টয়া বর্দ্ধতে হ্যায়ুর্নদী বেগেন বর্দ্ধতে।
দানেন বর্দ্ধতে বিদ্যা বিপরীতেষ্বন্যথা ভবেৎ ॥ ২৫ ॥

নদী বেগে বর্দ্ধিত হয়, পরমায়ু চেষ্টায় বর্দ্ধিত হয় এবং বিদ্যা দান দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। বেগ না থাকিলে নদী শুকাইয়া যায়, চেষ্টা না করিলে আয়ু জীর্ণ হইয়া থাকে এবং দান না করিলে, বিদ্যার ক্ষয় হয় ॥ ২৫ ॥

হৃদয়স্য মহারোধং সর্ব্বং পরবশং বিদুঃ।
প্রফুল্লাঃ পশ্য মাহেশি হৃষ্টপুষ্টাস্তথৈবচ।
অরণ্যচারিণঃ সর্ব্বে বদ্ধাস্তে প্রাণিনো যথা ॥ ২৬ ॥

পরাধীনতা জীবনের সাক্ষাৎ অবরোধ স্বরূপ। উহা প্রবৃত্তি সকলকে সঙ্কুচিত করিয়া থাকে। কোন মতেই হৃদয়কে বিকসিত হইতে দেয় না। উহা দ্বারা তেজ ও উৎসাহশক্তি যেমন প্রতিভাপরিশূন্য হয়, উৎকট রোগাদিতেও সেরূপ হয় না।

প্রিয়ে! হস্তী প্রভৃতি পশু সকল যখন অরণ্যে স্বাধীন অবস্থায় বিচরণ করে, তখন তাহারা যেরূপ প্রফুল্ল ও হৃষ্ট পুষ্ট থাকে, মনুষ্য কর্তৃক বন্দীদশায় নিপতিত হইলে, তাহাদের সে প্রফুল্লতা দূরীভূত হইয়া যায় এবং তাহারা মৃতের ন্যায় কেবল বিশ্রী ও বিবর্ণ হইয়া থাকে এরূপ নহে; প্রত্যুত তাহাদের পূর্ব্বোক্ত পরাক্রমের ভূয়সী হানি হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

অতো হি বিবুধা নিত্যং সর্ব্বং পরবশং মৃতম্।
আহুরেবং মহাদেবি দৃষ্টান্তং বহু দৃশ্যতে ॥ ২৭ ॥

এই কারণেই বহুদর্শী বহুজ্ঞানী পণ্ডিতগণ পরাধীনতাকে সাক্ষাৎ

মৃত্যু নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংসারে ইহার বহুতর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বিহঙ্গমাদি প্রাণিগণ স্বাধীন অবস্থায় থাকিলে যতকাল জীবিত রহে, পিঞ্জরাদিতে বদ্ধ থাকিলে তাহা অপেক্ষা স্বল্প কাল পরমায়ু ভোগ করে। তাহারা যে ঐরূপ অল্পজীবী ও অল্পবল হইবে, ইহা যেন তাহারা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারে। এইজন্য স্বতঃপরতঃ প্রাণপণে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। শত শত যত্ন করিলেও তাহাদের অন্তরের পরিতৃপ্তি জন্মে না। তাহারা যেন সর্ব্বদাই মরিয়া থাকে, আহার করিয়াও যেন আহার করিয়াছে, তাহাদের বোধ হয় না।

মনুষ্য যখন রাজদণ্ডাদিতে নিয়ন্ত্রিত হইয়া, কোনরূপ বন্দিদশায় পতিত হয়, তখন তাহার মনুষ্যভাব দূরীকৃত হইয়া, পশুভাব সমাগত হয়। স্বাধীন অবস্থায় থাকিলে, ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি নৈসর্গিক ভাব সকল যেরূপ বিধিবিহিত ক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়, পরাধীন অবস্থায় সেরূপ হয় না। যাহাদিগকে প্রভুর মুখাপেক্ষী হইয়া, স্বদীয় রোষ তোষের উপর নির্ভর করিয়া, জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহাদের ক্ষুধাতৃষ্ণাদি নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অনবরত দাসত্ব করিয়া, অথবা নিরবচ্ছিন্ন পরান্নে উদরপূর্ত্তি করিয়া, অথবা কাক ও কুক্কুরের ন্যায় উদয়াস্ত লোকের দ্বারে২ অন্ন ভিক্ষা করিয়া, কালসহকারে লোকের মতি গতি এরূপ বিকৃত হইয়া উঠে, যে, তাহাতে আর কোনপ্রকার অবমান বা গ্লানি বোধ হয় না। এইজন্য গলহস্তে তাড়িত হইয়া, পুনরায় আহূত হইবার নিমিত্ত সেই পাপ পুরুষগণ কতই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে! কাক ও কুক্কুরকে শতবার প্রহার বা সহস্র বার তাড়না করিলেও তাহাদের লজ্জা, ঘৃণা বা অবমান বোধ হয় না, ইহা সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইয়া থাকে॥ ২৭॥

অভ্যাসবেগাবিচ্ছিন্নে চিত্তে জ্ঞানং কুতো ভবেৎ।
লৌহে ন পাত্যতে রেখা কর্দ্দমেচ যথা প্রিয়ে॥ ২৮॥

যে চিত্ত অভ্যাসবশে এইরূপে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহাতে আর সত্যজ্ঞান প্রতিভাত হয় না। যেহেতু, তাহা লৌহের ন্যায়, অতিমাত্র কঠিন হইয়া উঠে। কর্দ্দমাদি তরল পদার্থে যেরূপ সহজে রেখাপাত হয়, লৌহে কখন সেরূপ হয় না॥ ২৮॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে লৌকিকসুখবিচারযোগো নাম তৃতীয়োধ্যায়ঃ।

চতুর্থাধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

তব বাগ্রচনা দেব স্বাদু স্বাদু পদে পদে।
শ্রূয়তেতো ময়া ব্যগ্রমমৃতাদতিরিচ্যতে॥ ১॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন, আপনার এই বচনরচনা অমৃত অপেক্ষাও মনোহারিণী। সেইজন্য পদে পদেই প্রাণ মন আত্মা সকলেরই নিরতিশয় প্রীতিজননী এবং সেইজন্য আমি অতিমাত্র উৎসুক হইয়া, একতান চিত্তে শ্রবণ করিতেছি॥ ১॥

লৌকিকং কিং সুখং দেব ক্ষণাদ্যল্লীয়তে পরম্।
পরব্রহ্ম সুখং সাক্ষাৎ অখণ্ডমিতি শুশ্রুমঃ॥ ২॥

আপনি যে লৌকিক সুখ কীর্ত্তন করিলেন, তাহা কি আবার সুখ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? কেননা, ক্ষণ মধ্যেই লয় পাইয়া থাকে।

লোকপরম্পরায় শুনিতে পাই, পরব্রহ্মই সাক্ষাৎ সুখ; যে সুখের কোন কালেই ক্ষয় নাই ॥ ২ ॥

অতো ব্রূহি মহাদেব পরব্রহ্মকথাং শুভাম্।
পাপাপশাতনীং নিত্যং তাপাপশাতনীস্তথা ॥ ৩ ॥
যাতনাশতদুঃখৌঘশোকাযুতনিকৃন্তনীম্।
ব্যামোহবলবেগস্য দুরন্তস্য নিপাতিনীম্ ॥ ৪ ॥

অতএব সকলমঙ্গলশালিনী পরব্রহ্মকথা কীর্ত্তন করুন। ঐ কথার আলোচনা করিলে, সমুদায় পাপ পরিহৃত হয়, সমুদায় তাপ অন্তর্হিত হয়, সমুদায় যাতনা নির্ব্বাপিত হয়, সমুদায় দুঃখ বিদলিত হয়, সমুদায় শোক শিথিলিত হয়, এবং অতি দারুণ ব্যামোহবলবেগ তৎক্ষণে নিরাকৃত হইয়া থাকে ॥ ৩-৪ ॥

মোহান্ধকারগুপ্তস্য পৌর্ণমাসীং কলামিব।
স্বর্গাপবর্গসাহস্রং ক্ষণাদেব বিধায়িনীম্ ॥ ৫ ॥

পৌর্ণমাসী শশিকলা যেমন রজনীর সুনিবিড় অন্ধকার ব্যপোহিত করে, ঐ কথা তেমনি দারুণ মোহভার বিগলিত করিয়া, অন্তরাত্মার অপূর্ব্ব বিকাস সমুদ্ভাবিত করিয়া থাকে।

অধিক কি, উহার আলোচনা করিলে, স্বর্গের পর সহস্র স্বর্গ ও অপবর্গের পর সহস্র অপবর্গ অধিকৃত হয় ॥ ৫ ॥

মুক্তৈর্মুমুক্ষুভিশ্চৈব প্রার্থনীয়ং পদে পদে।
ইতরেষু সদা রম্যাং সর্ব্বকালসুখাবহাম্ ॥ ৬ ॥

এইজন্য মুক্ত, মুমুক্ষু, ও বিষয়ী সকলেরই যেমন প্রাণ মনের প্রীতিদায়িনী, সেইরূপ সকলেরই সর্ব্বদা পরম প্রার্থনার সামগ্রী ॥ ৬ ॥

বাহ্যান্তস্তাপশান্তেশ্চ তদেব সাধনং পরম।
বিশ্রান্তিবহুলাং দেব আত্মারামাং মনোরমাম্॥ ৭॥

অয়ি ভূতভাবন! ঐ কথা যেমন সকল কালেই সুখ সমুদ্ভাবন করে, সেইরূপ বাহ্য ও আন্তরিক সর্ব্ববিধ তাপশান্তির অদ্বিতীয় সাধন। পথিক যেমন প্রখর রৌদ্রে অতিমাত্র তাপিত ও পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, কোন ছায়াময় প্রদেশে সমাগত ও তথায় উপবিষ্ট হইলে, সর্ব্বতোভাবে বিশ্রান্তি লাভ করে, সংসার রূপ সুদীর্ঘ পথশ্রমে অতিমাত্র ক্লান্ত ও অতিমাত্র বিভ্রান্ত এবং নানাবিধ তাপ, পরিতাপ ও সন্তাপপরম্পরায় সর্ব্বদাই অন্তরে বাহিরে নিরতিশয় দহ্যমান লোক সকল ঐ কথার আলোচনা করিলে, তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণশান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই কারণে উহা যেমন মনের অভিরাম, সেইরূপ আত্মারও পরম প্রীতিস্থান॥ ৭॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

আদাবেব পরং জ্যোতিরাসীচ্চসদসৎপরম্।
জ্যোতিষাং জ্যোতিরেবং তৎ সর্ব্বব্যাপি সনাতনম্।
তদেব পরমং ব্রহ্ম প্রাহুরেবং মনীষিণঃ॥ ৮॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

আদিতে একমাত্র পর জ্যোতিই ছিলেন। ঐ জ্যোতিই আত্মা অনাত্মা অথবা কার্য্য কারণ সকলেরই একমাত্র প্রকাশস্থান। সংসারে যাবতীয় জ্যোতিঃ পদার্থ আছে, ঐ জ্যোতি হইতেই তাহাদের আবির্ভাব হইয়াছে। এতদ্‌বিধায় চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা প্রভৃতি ঐ জ্যোতিরই অংশমাত্র। পণ্ডিতেরা ঐ জ্যোতিকেই পরব্রহ্ম নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংসারের সর্ব্বত্রই উহার ব্যাপ্তি বা বিদ্যমানতা লক্ষিত হয়। উহা যেমন তেমনি আছে; কোন কালে কোন রূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না॥ ৮॥

তদ্বিবেকস্ততো বুদ্ধিঃ সদসৎপরিদেবনা।
চেতনা তন্মহাপ্রাজ্ঞে প্রকাশঃ সর্ব্বব্যাপকঃ ॥ ৯ ॥

অয়ি মহাপ্রাজ্ঞে! ঐ জ্যোতিই সাক্ষাৎ বিবেক, সাক্ষাৎ বুদ্ধি, সাক্ষাৎ হিতাহিত জ্ঞান, সাক্ষাৎ চেতনা, এবং সাক্ষাৎ প্রকাশ রূপে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুতে অনুস্যূত রহিয়াছে ॥ ৯ ॥

তেনাবিষ্টো মহেশানি সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রজায়তে।
ন যত্রাস্তি গতির্ব্বায়োরশ্মীনাঞ্চ বিবস্বতঃ।
তত্রাপি তদ্বিশেদ্দেবি বুদ্ধিরূপেণ সর্ব্বদা ॥ ১০ ॥

অয়ি মহেশ্বরি! ঐ জ্যোতির অনুপ্রবেশ হইলে, লোকমাত্রেই সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকে। তখন আর এই চতুর্দ্দশ ভুবনের কোন বিষয়ই কোন রূপে অপরিজ্ঞাত থাকে না। লোকে মনে করিলেই, তখন হস্তামলকবৎ যাবতীয় বিষয় প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে সমর্থ হয়।

বলিতে কি, যেখানে বায়ুরও গমনাগমন নাই, অথবা যেখানে সূর্য্যের কিরণও প্রবেশ করিতে পারে না, ঐ জ্যোতি সেখানেও বুদ্ধিরূপে তৎক্ষণে সর্ব্বতোভাবে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

তস্যাভাবং মহেশানি মোহং প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
তৎকলাং বিকলাং বিদ্ধি জ্ঞানং বিজ্ঞানমেব চ ॥ ১১ ॥

মনীষিগণ নির্দ্দেশ করেন, ঐ জ্যোতির অভাবই সাক্ষাৎ মোহ। জ্ঞান ঐ জ্যোতির কলা বা অংশ এবং বিজ্ঞান উহার বিকলা বা চরম ভাগ ॥ ১১ ॥

তজ্জ্যোতির্বহুলো লোকে বিশ্বদর্শী ভবেদ্ ধ্রুবম্।
ভেকে সর্পে তথা চাথো জন্মান্ধে চ মনস্বিনি।
বৈলেয়ে বাথ সর্ব্বেস্মিংস্তজ্জ্যোতি রমতে পরম্ ॥ ১২ ॥

অন্তর্হৃদয়ে ঐ জ্যোতির বহুল সমাবেশ হইলে,লোকে নিশ্চয়ই সর্ব্বদর্শী হইয়া থাকে। অয়ি মনস্বিনি! ভেক, সর্প, মূষিক অথবা যাবতীয় গর্ত্তে-বাসী জীব এবং জন্মান্ধ এই সকলে ঐ জ্যোতির সর্ব্বথা সান্নিধ্য লক্ষিত হয়। মূষিক প্রভৃতি যে অন্ধকারাদিতে অনায়াসেই সঞ্চরণ ও আহার আহরণ এবং জন্মান্ধ ব্যক্তি, যে ইতস্ততঃ গমনাগমন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ইহাই এ বিষয়ের প্রমাণ ॥ ১২ ॥

মুদিতে নয়নে দেবি সর্ব্বং বৈ বিশ্বমণ্ডলম্।
ক্ষণাল্ললতি যোগীন্দ্রে তজ্জ্যোতিস্তত্র কারণম্।। ১৩ ॥

যোগীন্দ্র পুরুষ নেত্রদ্বয় নিমীলন করিবামাত্র সমুদয় বিশ্বমণ্ডল যে তৎক্ষণে তাঁহার প্রত্যক্ষ গোচরে উপনীত হয়, ঐ জ্যোতির অনুপ্রবেশই তাহার একমাত্র কারণ ॥ ১৩ ॥

তজ্জ্যোতিরন্তর্যমনে বাহ্যে চ যমনে তথা।
পরং বিদ্ধি মহেশানি সিদ্ধিস্তত্র ন দুর্ল্লভা ॥ ১৪ ॥

এই জ্যোতির সাহায্যে বাহ্য বিষয় যেরূপ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, অন্তর্বিষয়ও তদ্রূপ প্রত্যক্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে। অয়ি মহেশানি! এই জ্যোতিঃ সাধন করিলে, সিদ্ধিলাভ অনায়াসে সাধ্য হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

চিত্তং চেতয়তে লোকানভীষ্টে যোজয়ত্যলম্।
দেবান্ দ্যোতয়তে দেবি কার্য্যং সাধয়তীব তৎ ॥ ১৫ ॥

ঐ জ্যোতিই চিত্তে চেতনা সঞ্চারিত, লোক সকলকে স্ব স্ব অভীষ্টে সংযোজিত, দেবগণকে দেবভাবে আবিষ্ট ও যাবতীয় ব্যাপার সম্পাদিত করে ॥ ১৫ ॥

আত্মানং দর্শয়ত্যেব মনসা মন এব তু ॥ ১৬ ॥

ইহারই প্রভাবে আত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় এবং

ইহারই সহায়ে মন দ্বারা মন জানিতে পারা যায়। তথাহি, সিদ্ধপুরুষগণ দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ লোকের মনোমত কথা সকল যে তদাদিতদন্তক্রমে বলিয়া থাকেন, এই জ্যোতিঃসিদ্ধিই তাহার কারণ ॥ ১৬ ॥

ধর্ম্মে সত্যে তথা ন্যায়ে দয়ায়াং চ মনস্বিনি।
ক্ষমায়াং কোশলে চৈব তজ্জ্যোতী রমতে সদা।
তস্মাত্তেষাং মহাভাতিরনন্তায় বরাননে ॥ ১৭ ॥

অয়ি মনস্বিনি! ধর্ম্ম, সত্য, দয়া, ক্ষমা, ন্যায় ও অনুকম্পা ইত্যাদি সদ্‌গুণ সমুদায়ে এই জ্যোতির নিত্য সান্নিধ্য। সেইজন্য সংসারে তাহাদের ঐপ্রকার প্রকাশশীলতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহারা চিরকালই ঐরূপে প্রকাশিত হইবে ॥ ১৭ ॥

সচ্চিন্তনে সদা ন্যস্তে সদাচারে তথৈবহি।
জ্যোতিস্তৎ পরমাবিষ্টং সদা ভবতি শঙ্করি ॥ ১৮ ॥

যাহারা সর্ব্বদা সদ্‌বিষয়ের চিন্তা অথবা সদ্‌বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত, ঐ পর জ্যোতিঃ তাহাদের শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে ॥১৮॥

মুনীনাং মুখমালিন্যং দৃশ্যতে বা কদা প্রিয়ে।
চৌরে চ তস্করে দেবি বিরুদ্ধং পশ্য বর্ত্ততে ॥ ১৯ ॥

যাঁহারা সেই পরব্রহ্মের ধ্যানধারণায় সর্ব্বদাই সন্নিবিষ্ট, সেই ঋষিগণের বদনমণ্ডল কোনকালেই যে মলিন হয় না, ঐ জ্যোতির অনুপ্রবেশই তাহার একমাত্র হেতু। চোর ও তস্করগণ সর্ব্বদাই কুকার্য্যে প্রবৃত্ত ও সর্ব্বদাই অসৎ বিষয়ের আলোচনায় প্রতিনিষ্ঠ, সেইজন্য তাহাদের শরীরে উল্লিখিত পর জ্যোতির সমাবেশ নাই। এবং সেইজন্য তাহাদের মুখকান্তিরও মলিনিমা লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বিদ্যায়াং ব্যসনী যো বৈ জ্ঞানচর্চ্চাং তথা প্রিয়ে।
পূর্ণচন্দ্রে যথা তেষাং মুখশ্রীর্বর্ত্ততে তরাম্ ॥ ২০ ॥

যে ব্যক্তি বিশিষ্টরূপে অনুরাগ সহকারে বিদ্যানুশীলনে সংসক্ত এবং যে ব্যক্তি জ্ঞানালোচনায় সবিশেষ অনুরক্ত, তাহাদের মুখমণ্ডলে, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, অপূর্ব্ব শ্রী বিরাজমান হইয়া থাকে। ফলতঃ, সদ্‌বিষয়ের আলোচনায় কায়মনে সন্নিবিষ্ট হইলে, উল্লিখিত সনাতন জ্যোতির অনুপ্রবেশ হইয়া, ঐরূপ সর্ব্বলোকোত্তর সমৃদ্ধি লাভ সংঘটিত হয় ॥ ২০ ॥

যৎ করোতি সদা লোকো দানাধ্যয়নযাজনম্।
অশনং বসনং বাপি কুর্ব্বীত ব্রহ্মসাৎ প্রিয়ে ॥ ২১ ॥

লোকে যে সর্ব্বদা অশন, বসন, দান, অধ্যয়ন, যজন ও যাজন ইত্যাদি ব্যাপারপরম্পরার অনুষ্ঠান করে, তৎসমস্তই ব্রহ্মে অর্পণ করিবে ॥ ২১ ॥

অহং কিঞ্চিদিদং কিঞ্চিন্ন কিঞ্চিৎ সর্ব্বমেববা।
ইতি চিন্তাপরো নিত্যং বিষয়ে বীততাং ভজেৎ।
অত্রৈব ব্রহ্মভাবোস্তি ক্রমশঃ ক্রমশঃ শুভে ॥ ২২ ॥

এবং তৎসহকারে, আমি কিছুই নহি, এই সংসারও কিছুই নহে, সর্ব্বদাই একতান চিত্তে এইপ্রকার চিন্তা করিবে। কাল সহকারে অভ্যাসবশে হৃদয়ে এই চিন্তা বদ্ধমূল হইলে, বিষয়াসক্তি ক্রমশঃ তথা হইতে অপসারিত ও তৎসহায়ে উত্তরোত্তর ব্রহ্মভাবের আবির্ভাব হইবে ॥ ২২ ॥

নারিকেলে জলং যদ্বৎ ব্রহ্মাবেশো হি তত্তথা ॥ ২৩ ॥

নারিকেলে যেমন জলসঞ্চার হয়, ব্রহ্মভাবও তদ্রূপ হৃদয়ে আবিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

হৃদয়ে গলিতো রাগঃ সহসা সংভবিষ্যতি।
সূর্য্যোদয়ে যথা ধ্বান্তং স্বয়ং নির্যাতি শঙ্করি ॥ ২৪ ॥

সূর্য্যের উদয়মাত্রে অন্ধকার যেমন তৎক্ষণে স্বয়ং তিরোহিত হয়, পরব্রহ্মের গাঢ়তর আলোচনা বা অনবরত ধ্যানধারণাবশে মনঃ ক্রমশঃ তদ্ভাববিশিষ্ট হইলে, বিষয়াসক্তি সহসা তদ্রূপ বিগলিত হইয়া যায় ॥ ২৪ ॥

প্রকৃতিস্থিতিরেষাহি সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
কা চিন্তা সাধনে তস্য যদি চিত্তে ভবেদ্ধি তৎ ॥ ২৫ ॥

সমুদায় জগৎ ব্রহ্মময়। সুতরাং, ইহা প্রকৃতিসিদ্ধ, যদি মনের একাগ্রতা থাকে, তাহা হইলে বিনাচিন্তায় অনায়াসেই ব্রহ্মসাধন করা যাইতে পারে। ফলতঃ, মন গাঢ় সন্নিবিষ্ট হইয়া, যে বিষয়েরই আলোচনা করে, কালসহকারে অবশ্যই তন্ময়তা প্রাপ্ত হয় ॥ ২৫ ॥

দৃষ্টান্তং বহুলং লোকে পশ্যতামেব শঙ্করি ॥ ২৬ ॥

অয়ি শঙ্করি! এ বিষয়ে সংসারে বহুল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

সুপ্রসিদ্ধ নাচিকেতার বয়ঃক্রম যখন দশমবর্ষ মাত্রে পদার্পণ করিয়াছিল, তখন তিনি পরব্রহ্মে সর্ব্বতোভাবে সন্নিবিষ্ট হওয়াতে সর্ব্বাঙ্গীন সিদ্ধি তাঁহার অঙ্কগামিনী হইয়াছিল। এ বিষয়ে তাঁহার জননীমাত্র সহায় ছিলেন।

মহর্ষি শাতকর্ণি জন্মান্ধ ছিলেন। তাঁহার পিতা, মাতা বা বন্ধুবান্ধবাদিও অন্য কেহ অভিভাবকের নামগন্ধও ছিল না। বিমাতার বাক্যবাণে হৃদয় নিরতিশয় বিদ্ধ হওয়াতে, তিনি শান্তিলাভবাসনায় পরব্রহ্মের সাধনে গাঢ়তর সন্নিবিষ্ট হন। অবশেষে পঞ্চদশবর্ষ বয়সে কৃতমনোরথ হইয়াছিলেন। এইরূপে, অন্বেষণ করিলে, শত শত দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইতে পারে ॥ ২৬ ॥

দশমে বালকং দীক্ষাং কারয়েদ্বহুযত্নতঃ।
জ্ঞানং তদা বিকশতি যোগবৈরাগ্যশিক্ষয়া ॥ ২৭ ॥

দশমবর্ষে পদার্পণ করিলে, জ্ঞানের যখন প্রথম উন্মেষ হয়, তখন সবিশেষ যত্ন সহকারে যোগ ও বৈরাগ্য শিক্ষাদান পুরঃসর বালককে পরব্রহ্মসাধনে দীক্ষিত করিবে ॥ ২৭ ॥

শাস্ত্রাণি হ্যনুরূপাণি যুক্তিমার্গানুসারতঃ।
শিক্ষয়েৎ সহ দৃষ্টান্তৈঃ সাবধানং মহেশ্বরি ॥ ২৮ ॥

তৎকালে অবধান সহকারে বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক যুক্তিমার্গের অনুসরণক্রমে ব্রহ্মসাধনের উপযোগী বেদাদিশাস্ত্র সকলও শিক্ষা দিবে ॥ ২৮ ॥

জ্যোতিঃস্তোমং পরং সাক্ষাৎ তৎ সর্বং দৃশ্যতে প্রিয়ে।
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি হ্যানন্দায় চ কেবলম্ ॥ ২৯ ॥

প্রিয়ে! সেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎ জ্যোতিঃপুঞ্জ স্বরূপ। তুলনা বা উপমা দ্বারা যে জ্যোতির কোনপ্রকার নির্ব্বাচন করা যায় না। সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি ভুবনের যাবতীয় জ্যোতিঃ ঐ জ্যোতির নিকট সামান্য স্ফুলিঙ্গমাত্র। ঐ পরম জ্যোতির অনুপ্রবেশ হইলে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও প্রত্যেক পরমাণুর সহিত সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কোথায় আনন্দ আছে, শান্তি আছে, সুখ আছে, স্বস্তি আছে, এই জ্যোতিতে আদর্শে বিম্বের ন্যায়, তাহাও সুস্পষ্ট প্রতিনিবিষ্ট হইয়া থাকে। অথবা, কি করিলে, পাপতাপের শান্তি হয়, দুঃখ দারিদ্র বিদলিত হয়, বিষাদ অবসাদের অবসান হয়, এবং এই সংসার রূপ মহাকারায় বন্দী হইয়া, প্রাণান্তিক ও মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতে না হয়, ঐ জ্যোতির অনুপ্রবেশ সহকারে তাহাও বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। যাহারা স্বকীয় আত্মাকে সম্যক বিধানে সংশোধিত করিয়া, ঐ জ্যোতির সহিত তদাদিতদন্তভাবে সংমিলিত

করিতে পারে, তাহারা অন্তরে বাহিরে তদীয়দর্শনজনিত পরমানন্দ-সন্দোহ ভোগ করিয়া থাকে, যে আনন্দের কোন কালেই বিরাম বা বিচ্ছেদ নাই ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীশিবপোনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্র শ্রীশ্রীহরপার্বতীসংবাদে পরমানন্দনির্ণয়যোগো নাম চতুর্থোধ্যায়ঃ।

পঞ্চমাধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্বত্যুবাচ।

আশু সিদ্ধিং কথং দেব ক্ষীণানাং সর্বথা কলৌ।

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

কলিযুগের আবির্ভাব প্রযুক্ত লোকের আয়ু অহরহ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে; বুদ্ধিশুদ্ধিরও আর সেপ্রকার প্রতিভা বা প্রাখর্য্য নাই। অতএব যে উপায়ে আশু সিদ্ধি লাভ হইতে পারে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিতে আজ্ঞা হউক।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

যুক্তঃ প্রশ্নঃ কৃতো দেবি সিদ্ধিঃ স্যাদ্গুণসঙ্গতা ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

দেবি! তুমি উপযুক্ত অবসরে উপযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছ। যেখানে গুণ, সেইখানেই সিদ্ধি, জানিবে ॥ ১ ॥

শ্রীপার্বত্যুবাচ।

গুণং ব্রূহি মহাদেব স্বরূপাদিবিভেদতঃ।

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

মহাদেব! গুণ কাহাকে বলে, স্বরূপাদি বিভেদ সহকারে কীর্ত্তন করুন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

যেন তল্লীয়তে লোকস্তদ্‌গুণঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥ ২ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যাহা দ্বারা পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি হয়, তাহার নাম গুণ ॥ ২ ॥

শ্রীপার্বত্যুবাচ।

বিশেষেণ সমাচক্ষ্ব যদ্যস্তি করুণা ময়ি ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে, কোন্ কোন্ বস্তুকে গুণ বলে, বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করুন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি সত্যাদি গুণ উচ্যতে ॥ ৩ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

দেবি! শ্রবণ কর, বলিতেছি; সত্য প্রভৃতিকে গুণ বলে ॥ ৩ ॥

সত্যাৎ সিদ্ধিঃ সদা দেবি সহজাদ্বিশ্বভাবনাৎ।
সতশ্চ মহিমোদগ্রাৎ শিক্ষাজ্ঞানসমেধিতাৎ ॥ ৪ ॥

দেখ, সত্যপ্রভাবেই সমুদায় সংসার সর্ব্বদা পরিচালিত হইতেছে। যাহার অভাব নাই, তাহাই সত্য। সুতরাং লোকে সত্যসম্পন্ন হইলে, কোন কালেই তাহার কোনপ্রকার অভাব হয় না। এইরূপ অভাব না থাকাই প্রকৃতিসিদ্ধ। সত্যের পথও অতি সহজ। যে যে পদার্থে সত্যের অংশ আছে, তাহারই নিত্য মহিমা ও নিত্য উদয় লক্ষিত হইয়া থাকে। সূর্য্য ও চন্দ্র ইহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। কত কাল হইল, ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। তথাপি, ইহাদের ক্ষয় নাই, নিবৃত্তি নাই। একমাত্র সত্যাংশতাই ইহার কারণ। প্রত্যেক ব্যক্তির সিদ্ধির পথ তাহার নিজের হস্তে, এবিষয়ে অন্যের উপদেশ বা সাহায্য আবশ্যক হয় না॥ ৪॥

বিষয়াদ্বিগতা সিদ্ধিরভাবাদনৃতাত্তথা।
অসাধনান্মহোচ্চানাং পাতনাচ্ছৃণু পার্ব্বতি॥ ৫॥

যেখানে বিষয়ের অতিমাত্র চিন্তা বা অতিমাত্র পরিচর্য্যা, সুতরাং যেখানে সত্যের অতিমাত্র অভাব, সেই খানেই সিদ্ধি সুদূরপরাহত হইয়া থাকে। মিথ্যা, অন্ধকারের ন্যায়, অভাব পদার্থ; সুতরাং মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, কোন কালেই অভাবের হস্ত অতিক্রম করিতে পারা যায় না। মিথ্যার ব্যাপার সর্ব্বত্রই এইরূপ। নহুষ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সর্ব্বলোকপূজনীয় বরিষ্ঠ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াও, যে সিদ্ধ হইতে পারেন নাই, মিথ্যামাগপ্রবৃত্তিই তাহার একমাত্র কারণ॥ ৫॥

বৃথাকার্য্যাদ্ভবেৎ সিদ্ধিজন্তরে মনুজে তথা।

মিথ্যা মার্গের অনুসরণ করিলে, সিদ্ধিলাভ যেরূপ সুদূরপরাহত হয়, বৃথা কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, তদ্রূপ সিদ্ধিলাভ সুদুর্ঘট হইয়া উঠে। মানুষমাত্রেই বৃথা কার্য্যে প্রবৃত্ত। সেইজন্য সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কিং বৃথা কথ্যতে নাথ ব্রূহি তৎ স্বরূপেণ বৈ ॥ ৬ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

নাথ! বৃথা কার্য্য কাহাকে বলে, তাহার যথাযথ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন ॥ ৬ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

তদ্বৃথা হি বিজানীয়াদ্‌যদনিষ্টং নিরন্তরম্।

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যাহার অনুষ্ঠান বা অনুসরণ করিলে, নিরবচ্ছিন্ন অনিষ্টাপত্তি সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহাকে বৃথা কার্য্য বলে, জানিবে।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

বিশেষেণ সমাচক্ষ্ব শুশ্রূষা বর্দ্ধতে মম ॥ ৭ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

কোন্ কোন্ কার্য্য বৃথা কার্য্য, যাহাতে সকলে বিশেষ রূপে বুঝিতে পারে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করুন। আমার শ্রবণলালসা অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইতেছে ॥ ৭ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বাল্যাদৌ পশ্য দেবেশি বার্দ্ধক্যাদৌ তথা পুনঃ।
স্ত্রীদ্যূতমৃগয়ামদ্যবৃথাট্যাপরিভাষণম্।
অবিবেকপরং কার্য্যং তির্য্যগ্‌ভাবনিষেবণম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

মানুষের সকলই বৃথা কার্য্য। সে বাল্যকাল ধূলি প্রভৃতি ক্রীড়ায় বৃথা নষ্ট করে, যৌবনে স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতিতে সময়ের অপব্যবহার করে এবং বার্দ্ধক্যে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিয়া, পরমায়ু বৃথা শেষ করিয়া থাকে।

স্ত্রী, দ্যূত, মৃগয়া, মদ্য, বৃথা পর্য্যটন বৃথা ভাষণ, প্রয়োজন লক্ষ্য না করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্তি, ক্ষমতার অতীত অথবা সাধ্যের বহির্ভূত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ, অষ্ট প্রহর অন্নচিন্তা, যাহা না থাকিলে চলে না, তাহাতে মন না দিয়া যাহা না হইলে চলিতে পারে, তদ্বিষয়ে গাঢ়নিবেশ, হস্তী দিয়া গর্দ্দভক্রয়, কাককে আদর করিয়া, কোকিলের পরীহার, ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া বর্ত্তমানে প্রবৃত্তি, সাধু দৃষ্টান্তের অননুসরণ, একবার যে কর্ম্ম করিয়া পতন হইয়াছে, পুনরায় তাহাতে প্রবৃত্তি, আশার দাস হইয়া বনে বনে অথবা যেখানে সেখানে ভ্রমণ, সামান্য শাকান্নে উদরপূর্ত্তি হইলেও, সঘৃত পলান্নের জন্য প্রাণপণ যত্ন, ঈশ্বরের দ্বারে না যাইয়া ধনী প্রভৃতির দ্বারে ভ্রমণ, নানাপ্রকার গল্প ও জল্পনা, পারলৌকিক কথা পরিহার করিয়া, লৌকিক কথায় অভিনিবেশ, সুবর্ণ ফেলিয়া ধূলিমুষ্টি-সংগ্রহ, যেসকল দুঃখ বা ক্লেশ দূর করা অনায়াসে সাধ্য, তাহাতে সন্তোষ অবলম্বন; কাক ও কুক্কুরের ন্যায় উদয়াস্ত লোকের দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া পরিভ্রমণ, আত্মচ্ছিদ্রের অপবারণ না করিয়া পরচ্ছিদ্রের অনুসন্ধান ও আবিষ্করণ, ইত্যাদি ব্যাপার সমস্ত বৃথাকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

পঞ্জরে পঞ্জরে দেবি অস্থাবস্থৌ তথৈবচ।
মনুষ্যে পশ্য সুভগে ন ভেদশ্চাদ্ভুতং পরম্ ॥ ৯ ॥

দেবি! যাবতীয় জীবলোক তদাদিতদন্তক্রমে অনুসন্ধান করিয়া দেখ, ইহার অস্থিতে অস্থিতে ও পঞ্জরে পঞ্জরে ঐরূপ বৃথাকার্য্যের অনন্ত স্রোত অনন্ত আকারে প্রবাহিত হইতেছে। এমন ব্যক্তি নাই, যাহাতে কোন

না কোন রূপে বৃথাকার্য্যের অধিষ্ঠান বা আবেশ নাই। আশ্চর্য্যের ও আক্ষেপের বিষয়, এবিষয়ে পণ্ডিত মূর্খ প্রভেদ নাই। প্রত্যুত, পণ্ডিত ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ মূর্খ অপেক্ষা অধিকতর বৃথাকার্য্যে ও বৃথা বিষয়ে নিরত ও সমাবিষ্ট। যে স্থলে সামান্য কুটীর বা পর্ণশালা হইলেও, অনায়াসে চলিতে পারে, লোকে সে স্থলে বহু যত্ন ও বহু আয়াসে বহু ব্যয় সাধন পুরঃসর ইষ্টকের উপরি ইষ্টক ও প্রস্তরের উপরি প্রস্তর গ্রথিত করিয়া, অত্যুচ্চ অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না॥ ৯॥

দৃষ্টান্তং বাধতে নৈব সর্বসদ্ভাববর্জ্জিতম্।
জগৎ সর্ব্বং মহাঘোরং যৎপ্রভাবাৎ মহেশ্বরি॥ ১০॥

হয় ত, মুষ্টিমাত্র অন্নেই তাহার উদরপূর্ত্তি হইতে পারে। কিন্তু সে তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, অনেক সময় চৌর-দস্যু-তস্করতা করিতেও কোন মতেই পশ্চাৎপদ হয় না। কত লোক ঐরূপ করিয়া, বিপন্ন, অবসন্ন ও এক বারেই উৎসন্ন হইয়াছে। তথাপি, অন্যান্যের নিবৃত্তি নাই। ঐ দেখ, এক ব্যক্তি রত্নলোভে অপার গভীর অতলস্পর্শ সাগরে ঝম্পদানপূর্ব্বক তৎক্ষণে প্রাণ ত্যাগ করিল, অন্যান্যেরা দেখিয়াও নিবৃত্ত নহে। পরক্ষণেই বদ্ধকোটি হইয়া, তাহার অনুসরণপূর্ব্বক তদ্রূপ বা তাহা অপেক্ষাও অতীব শোচনীয় ফল লাভ করিতেছে। ইহা অপেক্ষা বৃথা কার্য্যের বিপরিণাম আর কি আছে বা হইতে পারে?

বৃথা কার্য্যের প্রাণপণ অনুসরণ বা অনুসন্ধান হইতেই অথবা যে দিন বৃথা কার্য্যের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছে, সেই দিন হইতেই সংসারে ভ্রাতৃভাব নষ্ট হইয়াছে, বন্ধুভাব তিরোহিত হইয়াছে, অন্ধভাব ও দস্যুভাব আবিষ্কৃত হইয়াছে, সত্যভাব ও শান্তভাব অন্তর্হিত হইয়াছে এবং মিথ্যা ভাব ও বিদ্রোহিভাব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তদবধি ভ্রাতা ভ্রাতাকে আর স্নেহ করে না, বন্ধু বন্ধুকে আর প্রীতি করে না এবং পুত্র পিতাকে আর ভক্তি বা শ্রদ্ধা করে না॥ ১১॥

অহোকষ্টমহোকষ্টমব্রহ্মণ্যপরং জগৎ।
সর্বং স্বার্থময়ঞ্চৈব কুতঃ সিদ্ধিশ্চ তিষ্ঠতি॥ ১২॥

ঐ দেখ, বৃথা কার্য্যের অনুসরণ বশতঃ প্রতারণা ও চৌর্য্যের দ্বার বর্দ্ধিত হইয়াছে, স্বর্গের কপাট রুদ্ধ ও নরকের অর্গল উদ্ঘাটিত হইয়াছে; মুক্তির পথ সুদূরপরাহত ও বন্ধের পথ সন্নিহিত হইয়াছে।

ঐ দেখ, প্রবল দুর্ব্বলের উপরি কতই অত্যাচার করিতেছে। অন্যান্যেরা শক্তি সত্বেও তাহার নিবারণ করিতেছে না; প্রত্যুত, প্রাণপণে পোষকতা করিতেছে। হায় কি কষ্ট! হায় কি কষ্ট! দয়া, মমতা, স্নেহ প্রভৃতি এক বারেই যেন অন্তর্হিত হইয়াছে! পিতা যে পুত্রকে স্নেহ করেন, সে কেবল স্বার্থের জন্য! এইরূপে একমাত্র স্বার্থের বিনিময়ে এই বিশাল বিশ্বকাণ্ড প্রবর্ত্তিত হইতেছে! যেখানে স্বার্থের দাসত্ব, সেখানে পরমার্থের অস্তিত্ব কোথায়? এবং যেখানে পরমার্থের অস্তিত্ব নাই, সেখানে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনাই বা কোথায়?

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীহরপার্বতীসংবাদে সিদ্ধিযোগো
নাম পঞ্চমোধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

বিশেষেণ সমাচক্ষ্ব সদসৎ যেন বুধ্যতে।

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

কোন্ বিষয় সৎ আর কোন্ বিষয়ই বা অসৎ তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করুন। তাহা হইলে, আমি বুঝিতে পারিব।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যাহাতে বিকাশ আছে, তাহার নাম সৎ, আর যাহাতে বিকাশ নাই, তাহার নাম অসৎ। ইহাই সৎ ও অসতের প্রকৃত অভিধান॥ ১॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

বিশেষেণ সমাচক্ষ্ব করুণা যদি তে ময়ি॥ ২॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

বিকাশ শব্দের অর্থ কি? যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে, বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করুন॥ ২॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি প্রকাশো ভাব উচ্যতে॥ ৩॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

দেবি! বলিতেছি শ্রবণ কর, বিকাশ শব্দের অর্থ প্রকাশ।

সূর্য্য, চন্দ্র, পুষ্পপ্রভৃতি পদার্থ সকলে বিকাস অর্থাৎ প্রকাশ আছে। সেইজন্য তাহাদের মহিমা, বহুমান, গৌরব ও সর্ব্বলোকপূজনীয়তার সীমা নাই। ফলতঃ, যেখানে বিকাস, সেইখানেই আদর, গৌরব ও বহুমান, সন্দেহ নাই। পুষ্প বিকসিত হইলে, তাহার সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠে। তখন মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ভ্রমর প্রভৃতি তির্য্যগ-জাতীয় জীব সকলও প্রাণপণে তাহার আনুগত্য করিয়া থাকে। মনুষ্য-লোকেও এইরূপ ঘটনার অভাব নাই। যে ব্যক্তি দান ধর্ম্মাদি বিকাস-

বিশিষ্ট সৎক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান করে, তাহার যশঃসৌরভে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত হইয়া থাকে।

যে স্থানে এই বিকাশের নিত্য আবির্ভাব, তাহারই নাম স্বর্গ॥ ৩॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কুত্র তল্লভ্যতে দেব লালসা বর্দ্ধতে মম।

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

নাথ! কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ঐরূপ বিকাশ বা প্রকাশ লাভ হইয়া থাকে? তাহা শুনিবার জন্য আমার লালসা বর্দ্ধিত হইতেছে।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি হিংসাদিগণ উচ্যতে॥ ৪॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

প্রিয়ে! শ্রবণ কর, বলিতেছি, কাহারও হিংসা করিবে না, দ্বেষ করিবে না, ঈর্ষা করিবে না, অসূয়া করিবে না, নিন্দা, গ্লানি বা কুৎসা করিবে না, মন্দ চিন্তা বা মন্দ চেষ্টা করিবে না; বিপ্রিয় বা বিদ্রোহ আচরণ করিবে না। তাহা হইলে, ঐরূপ বিকাশ বা প্রকাশ সম্পন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্বদা পরমার্থ চিন্তা করিবে; স্বার্থের ছন্দাংশেও পদার্পণ করিবে না; অর্থকে অনর্থ ভাবিয়া, পুরুষার্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইবে। তাহা হইলে, ঐরূপ বিকাশ সম্পন্ন হইয়া থাকে॥ ৪॥

প্রকাশে দৃশ্যতে ছায়া দর্পণে নির্ম্মলে যথা।
দিব্যযোগো মহাভাগে সহজঃ কথ্যতে হি তৎ।
ব্যাগ্নাসিকো বিনাস্বার্থং পাপপুরুষচেষ্টিতম্॥ ৫॥

বিকাশশীল পদার্থমাত্রেই স্বচ্ছ, নির্ম্মল ও প্রাতিফলিক ভাবে পরিণত হইয়া থাকে। দর্পণ ইহার দৃষ্টান্ত। শাস্ত্রকারেরা যথার্থই বলিয়াছেন, যে, স্বচ্ছ দর্পণে যেমন বস্তু সকলের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়, তদ্বৎ আত্ম পাপাদি মালিন্য ত্যাগ করিয়া, স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হইলে, পরমাত্মার মুগ্ধমোহন বিচিত্র ছবি তাহাতে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। ইহারই নাম দিব্যযোগ। এই দিব্য যোগের অনুষ্ঠান অতি সহজ ও ব্যক্তিমাত্রেরই অনায়াসসাধ্য। ইহার জন্য কোনরূপ কঠোর নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিতে হয় না। কোনরূপে কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা বা স্বার্থের অনুসন্ধান না করিয়া, যথাসাধ্য পরমার্থের সন্ধান দ্বারা প্রতিদিন অল্পে অল্পে মনকে নির্ম্মল করিতে পারিলে, ছয়মাস মধ্যেই হৃদয়দর্পণে পরমাত্মার দিব্য ছবি দর্শন করিতে ক্ষমতা জন্মে। এ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৫ ॥

ভোগায় নতু বৈকল্য বৈচিত্র্যং শৃণু পার্ব্বতি।
নিদর্শঃ কীটকে পশ্য মানুষেষু বিড়ম্বনা ॥ ৬ ॥

সর্ব্বদা, আপনি খাইব, আপনি পরিব ইত্যাদি চিন্তা করা না চেষ্টা করা নিতান্ত পাপপুরুষের কার্য্য, জানিবে। কেন না, সর্ব্ববিধাতা ঈশ্বর একজনের ভোগ করিবার জন্য এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করেন নাই। ঐ দেখ, একটী মিষ্টদ্রব্যের উপরি সহস্র সহস্র পিপীলিকা একত্রে সদ্ভাবে পতিত হইয়া, পরস্পর বিভাগক্রমে উদর পূরণ করিতেছে।

মনুষ্য,—দুরাচার ও দুর্ব্বুদ্ধি মনুষ্য কেবল এই সনাতন সাধু নিয়মের বিরোধী পক্ষ। সে একাকী মহাসমুদ্র গ্রাস করিতেও যত্নবান ও উদ্যোগ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। বিভবের পর বিভব ও বিষয়ের পর বিষয় হস্তগত হইলেও, তাহার পাপ উদর পূর্ণ হয় না। এ সকল দৈববিড়ম্বনা, সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

আনন্দঃ সাধনং লোকে কো দোষস্তত্র কথ্যতাম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

দেব! আমোদ বা আনন্দ হইতেই সংসারের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব মনুষ্য যদি আমোদ প্রমোদে আবৃত হয়, তাহাতে দোষ কি? ॥ ৭ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অনুর্দকো যতো লোকো মধুকীটকচেষ্টিতম্।
ন ভেদো দৃশ্যতে তত্র তির্য্যগাধিক্য মেবহি॥ ৮ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

প্রিয়ে! পরিণাম ভাবিয়া, আমোদে প্রবৃত্ত হইলেই, সর্ব্বথা সুখের বিষয় হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের পরিণামজ্ঞান নাই। ক্ষুদ্রবুদ্ধি মধুমক্ষিকা মধুলোভে অন্ধ হইয়া, মধুপূর্ণ কলসীতে যেমন পতিত ও পরিণামে উত্থানশক্তিরহিত হয়, মানুষও তেমন আমোদে অভিভূত ও আচ্ছন্ন হইয়া, পতিত দশা ভোগ করে। কি মূর্খ, কি বিদ্বান্, ব্যক্তিমাত্রেই কোন না কোনরূপে আমোদে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এ বিষয়ে মানুষও, পশুর অধম বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। যে ব্যাঘ্র একবার জালে পতিত হইয়া, যদি কোনরূপে পরিহার প্রাপ্ত হয়, সে পুনরায় জাল দেখিলে, চমকিত ও তথা হইতে পলায়িত হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত! সে যে কার্য্য করিয়া, ভ্রষ্ট ও পতিত হয়, পুনরায় সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সঙ্কুচিত হয় না॥ ৮ ॥

দুরাশা সর্ব্বনাশস্য মূলং বৈ বিদ্ধি পার্ব্বতি।
নরকান্নরকং যত্র নাস্তি কার্য্যা বিচারণা॥ ৯ ॥

একমাত্র দুরাশাই মানুষের যাবতীয় সর্ব্বনাশের মূল। সে জানিয়া শুনিয়াও, এই দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে এবং তন্নিবন্ধন বিবিধ নরকযন্ত্রণা ভোগ করে॥ ৯ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

লালসা বৰ্দ্ধতে মহ্যং কিমত্র বিহিতং বদ।

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

কিরূপ আমোদ বিশুদ্ধ বা বিধিবোধিত, কীর্ত্তন করুন। শুনিবার জন্য আমার লালসা বর্দ্ধিত হইতেছে।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সর্ব্বমৈশ্বরিকং শুদ্ধং সর্ব্বথা বিদ্ধি পার্ব্বতি॥ ৯॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

ঈশ্বরের উদ্দেশে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বিশুদ্ধ ও বিধিবোধিত। লোকে যে অনেক সময় আমোদেও আমোদ পায় না, ইহার কারণ কি? একমাত্র ঈশ্বরবিরোধিতাই সেই কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপ, যেখানেই অনীশ্বরত্ব; সেই খানেই বিবিধ বিঘ্নযোগ সংঘটিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই॥ ৯॥

চাঞ্চল্যং চৈত্তমেবঞ্চ পতনে কারণং বহু।
দার্ষ্টান্তিকং ত্বয়া ভদ্রে ভূরিশঃ পরিলক্ষ্যতাম্॥ ১০॥

মানুষের পতনের আর একটী গুরুতর কারণ আছে। তাহার মন নিতান্ত চঞ্চল, সর্ব্বদাই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবমান হইয়া থাকে। রজনীর গাঢ়তর অন্ধকারে যখন সমুদায় সংসার নিস্তব্ধ, তখনও তাহার মনের স্থিরতা নাই। সে এই চঞ্চলতা বশে সর্ব্বদাই নানাপ্রকার চিন্তার আবেশে নিতান্ত ব্যস্ত ও ব্যাকুল ভাবাপন্ন। অনেকে স্বপ্নসময়েও ঐরূপ চিন্তাবেশে সহসা চকিত ও কশাহতবৎ বিত্রত হইয়া উঠে। যাহার দশমুদ্রা হইলে

চলিতে পারে, সে শতমুদ্রার জন্য মনকে দুঃসাধ্য বিষয়েও নিয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এইজন্য সুখের দ্বার রুদ্ধ ও বিপদের দ্বার বিস্তৃত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

চতুর্ব্যূহং মহামৃত্যুং মোহস্য পরিচক্ষ্যতে।

পণ্ডিতেরা মৃত্যুকেই মৃত্যু বলেন না। তাঁহাদের মতে মোহ, ব্যামোহ, সংমোহ ও অতিমোহ এই চারিটীই সাক্ষাৎ মৃত্যু বলিয়া, পরিগণিত হইয়া থাকে।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

বিশেষেণ সমাচক্ষ্ব বোধায় খলু মাদৃশাম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

মোহ, ব্যামোহ, সংমোহ ও অতিমোহ এই সকলের প্রকৃত অর্থ কি? মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তিগণ যাহাতে অনায়াসে বুঝিতে পারে, এ রূপে অনুবাদ করুন ॥ ১১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সদসজ্জ্ঞানহানিশ্চ মোহস্য লক্ষণং পরম্।
ভবদ্ভূতভব্যচিন্তা দূরে যত্র বিবর্ত্ততে ॥ ১২ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যাহা মানুষের সদসৎজ্ঞান হরণ করে, তাহার নাম মোহ। সে এই মোহবশে ভূত ভবিষ্য ও বর্ত্তমান জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

কার্য্যাকার্য্যে ন বৈ বোধো বিপরীতস্য কল্পনা।
বুদ্ধিশ্চ কলুষা যত্র বর্ষাতোয়মিব প্রিয়ে ॥ ১৩ ॥

তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধ তিরোহিত ও দিগ্‌বিদিক্‌পরিবেদনা এক কালেই অন্তর্হিত হইয়া থাকে।

ভালকে মন্দ বলিয়া, প্রতিপাদন করা মোহের স্বভাব।

মদ্যপান করিলে, বুদ্ধিবৃত্তি বর্ষাকালীন সলিলের ন্যায়, যেরূপ কলুষিত হয়, মোহবশেও তদ্রূপ ঘটনার আবির্ভাব হইয়া থাকে॥ ১৩॥

ভবিষ্যজ্জ্ঞানহানিশ্চ ভবন্মাত্রাবলম্বনম্।
খং যথা মিহিকাচ্ছন্নং ন ভাতি চিত্তমেব তৎ॥ ১৪॥

বর্ত্তমানে যাহা হইতেছে, হউক, ভবিষ্যতে আমার প্রয়োজন কি? আমি যদি এই মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলে, ভবিষ্যৎ আমার কি করিবে? বাস্তবিক, মৃত্যুর অবধারিত সময় নাই, অতএব যাহা হইতেছে, তাহারই অনুসরণ করা প্রশস্ত কল্প, এইপ্রকার চিন্তা করা মোহের স্বভাব।

আকাশ কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইলে, যেমন সূর্য্য চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্ক সকল নিষ্প্রভ বা নিষ্প্রদীপ হয়, মোহের আবেশ হইলে, তেমন চিত্তবৃত্তির বিকস্বরতা বা প্রকাশশীলতায় অভাব হইয়া থাকে॥ ১৪॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

সর্ব্বথা গৌরবং দেব প্রীতিস্তে বচনে শুভে।
অর্থস্য নির্ণয়শ্চাত্র সর্বথা মঙ্গলং বহু।
সর্বত্র সেব্যতা তস্মাৎ পুনরেব সমাখ্যতাম্॥ ১৫॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

আপনার কথা সমস্ত অতীব মনোহর ও অতীব প্রীতিকর। উহাতে যেমন অর্থগৌরব, যুক্তিগৌরব ও তাৎপর্য্যগৌরব আছে, সেইরূপ ইহলোক

ও পরলোক উভয়লোকের শুভাবহতা, ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের উপযোগিতা এবং স্বার্থ ও পরমার্থ উভয় বিষয়েরই বিশিষ্টরূপে বিনির্ণয় আছে। এইজন্ত উহা সকল কালে, সকল দেশে সকল ব্যক্তিরই সুখসেব্য, সন্দেহ নাই। অতএব পুনরায় কীর্ত্তন করুন॥ ১৫॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ব্যামোহং শৃণু দেবেশি বিকৃতিঃ কুহুজং তমঃ।
কৃষ্ণানিশা ঘনো যত্র অধঃপাতেন সম্মিতম্॥ ১৬॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

অধুনা ব্যামোহস্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। মনুষ্য উৎকট বিকারগ্রস্ত হইলে, তাহার যেপ্রকার অবস্থা হয়, যাহার প্রভাবে তদ্রূপ অভিভাব ঘটিয়া থাকে, তাহার নাম ব্যামোহ। অমাবস্থার নিবিড় অন্ধকারের সহিত ব্যামোহের তুলনা হইয়া থাকে। তৎকালে সমুদায় আকাশ যেমন এককালেই আচ্ছন্ন হওয়াতে সূর্য্য চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্ক মাত্রেই তিরোহিত হয়, হৃদয়রূপ আকাশও তদ্রূপ প্রতিচ্ছন্ন হওয়াতে, সত্যধর্ম্মাদির প্রতিভা অন্তর্হিত হইয়া যায়।

ফলতঃ, ব্যামোহের আবির্ভাবে লোকে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হয়, কর্ণ থাকিতেও বধির হয়, হস্তপদ থাকিতেও অবশ হয়।

মনুষ্যকে সর্ব্বতোভাবে অবশ ও অভিভূত করিয়া, অধঃপাতিত করা ব্যামোহের স্বভাব॥ ১৬॥

মোহস্য চাতিশয্যং বা মহাপ্রাণবিনাশনম্।
অতঃ সমাধিনা সাধ্যং পূর্ব্বমেব মনীষিণা॥ ১৭॥

মোহের আতিশয্যকে ব্যামোহ বলে। ক্ষুদ্র রোগ যেমন চিকিৎসার অভাবে মহারোগে পরিণত ও দুশ্চিকিৎস্য হইয়া থাকে, মোহও তদ্রূপ

উপদেশ ও সংশিক্ষার অভাবে ক্রমশঃ প্রবল হইয়া, ব্যামোহরূপে পরিণত হয়। এইজন্য পণ্ডিতেরা মোহের উপক্রমেই সবিশেষ সাবধান হইয়া তাহারা প্রতিকারে সবিশেষ যত্নবান্ হইতে উপদেশ করেন ॥ ১৭ ॥

ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতরা লোকাঃ সহজাদ্ব্যাকুলা বহু।
তস্মাৎ পূর্ব্বং সদা দেবি সাবধানং সমাবসেৎ ॥ ১৮ ॥

লোক সকল অতিমাত্র ক্ষুদ্রপ্রাণ। তন্নিবন্ধন, অল্পেই রোগে, শোকে, মোহে ও ক্লেশ প্রভৃতিতে অতিশয় ব্যাকুল বা অভিভাবগ্রস্ত হইয়া থাকে। এইজন্য পূর্ব্ব হইতেই তাহার সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য ॥ ১৮ ॥

সংসারে দুস্তরে দেবি মোহস্য সাধনং বহু।
দুর্ভিভাব্যং সদা ক্ষুদ্রৈর্নাস্তি কার্য্য বিচারণা ॥ ১৯ ॥

সংসার অতি বিষমস্থান। এখানে মোহের নানাপ্রকার কারণ বা হেতু উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সকল হেতু অতিক্রম করা ক্ষুদ্রপ্রাণের কার্য্য নহে। এমন কি, মহাপ্রাণদিগকেও সময়ে সময়ে অভিভূত হইতে হয় ॥ ১৯ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

তৃতীয়ং ব্রূহি দেবেশ যদ্যস্তি করুণা ময়ি ॥ ২০ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

দেবেশ! যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে, সম্মোহ স্বরূপ কীর্ত্তন করুন ॥ ২০ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

মত্তস্য চ দশাং প্রাহুঃ পণ্ডিতাস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
সম্মোহং মাদকস্যেব সমমেব প্রচক্ষতে ॥ ২১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

পণ্ডিতেরা সচরাচর মত্তের অবস্থাকে সম্মোহশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মদিরা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য অতিমাত্র সেবন করিলে, যেপ্রকার প্রচ্ছন্নদশার সঞ্চার হয়, সম্মোহের আবির্ভাবে তদ্বৎ অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে। সম্মোহের আবির্ভাব হইলে, মানুষ গুরুলঘুজ্ঞানশূন্য হয়; লজ্জাবিহীন হয়, মানাপমানবোধপরিহৃত হয়, বাচ্যাবাচ্যজ্ঞানবিরহিত হয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধবহির্ভূত হয়, যত্রতত্র বিহারশীল হয়, যোনিবিচারপরিশূন্য হয়, অসামাজিক ও অবিবেকপরায়ণ হয় এবং এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ দোষাশ্রিত হইয়া থাকে। মানুষকে পদে পদেই স্খলিত, চলিত ও পাতিত করা এবং কোনমতেই উত্থিত বা উন্নত হইতে না দেওয়া, সম্মোহের লক্ষণ। মানুষ ইহার প্রভাবে বিপথে গমন করে, অমৃতকে বিষ বোধ করে, স্বর্গকে নরকজ্ঞান করে॥ ২১॥

দৃষ্টিরোধো বুদ্ধিরোধো যত্র বৈ নিত্যমেবহি।
দৃষ্টান্তং মহতাং পশ্য ক্ষুদ্রাণাং নাস্তি বাচ্যতা॥ ২২॥

ধূমপরিপূর্ণ গৃহে যেমন দৃষ্টি প্রতিবিদ্ধ হয় না, সম্মোহের আবির্ভাবে তদ্রূপ জ্ঞানদৃষ্টি রুদ্ধ হইয়া, বুদ্ধি তিরোহিত করে। ক্ষুদ্রগণের কথা আর কি বলিব; মহাত্মাগণও সম্মোহ বলে বুদ্ধিহীন ও জ্ঞানহীন হইয়া, অধঃপতনরূপ চরম অনিষ্টযোগ ভোগ করিয়া থাকে। মহারাজ নহুষ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এ বিষয়ের জাজ্বল্যমান নিদর্শন॥ ২২॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

সাম্প্রতং ব্রূহি মে নাথ চতুর্থং পূর্ব্বমেব হি।
জ্ঞাতং ময়া বিশেষেণ ভ্রংশপাতকরং মহাৎ॥ ২৩॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন

আমি আপনার প্রসাদে ও অনুগ্রহে সম্মোহের স্বরূপ সবিশেষ অবগত হইলাম। অধুনা, অতিমোহের স্বরূপাদি কীর্ত্তন করুন। আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, যাহা মানুষকে অতি উচ্চ হইতে অতি নিম্নে পাতিত করে, যাহা নিম্ন হইতে উচ্চে উঠিতে দেয় না, যাহা অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞানদৃষ্টি রুদ্ধ করিয়া, সৎপথ হইতে, পরমার্থ হইতে, অভীষ্ট হইতে, পরলোক হইতে, ফলতঃ, যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, উপকারী ও অর্থবহ, তাহা হইতে ভ্রষ্ট করে ও পাতিত করে, তাহারই প্রকৃত নাম সম্মোহ॥ ২৩॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

মালিন্যকরণং যত্র শোষসংকোচমেব চ।
রিপূণাং বর্দ্ধনং চৈব সর্ব্বনাশো হি দুঃসহঃ॥ ২৪॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

অধুনা অতিমোহের স্বরূপ কীর্ত্তন করিব। যাহার উদয়মাত্রে হৃদয়, অঙ্গারের ন্যায়, মলিন হয়, আত্মা মরুভূমির ন্যায়, অনুর্ব্বর হয়, অন্তঃকরণ শিশিরকালীন পদ্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হয়, এবং আশয়, সর্পগতির ন্যায়, কুটিল হয়, তাহার নাম অতিমোহ। যেখানে ক্রোধ অতিমাত্র বর্দ্ধিত, লোভ অতিমাত্র প্রসৃত, কাম অতিমাত্র উত্তেজিত, মদ অতিমাত্র উচ্ছ্রিত, মাৎসর্য্য অতিমাত্র সন্ধুক্ষিত, এবং ঈর্ষা, অসূয়া ও পরদ্রোহ অতিমাত্র উদ্দীপিত, সেই খানেই অতিমোহের আবির্ভাব, জানিবে। লোকে যে লোকের সর্ব্বনাশ করে, এই অতিমোহই তাহার কারণ॥ ২৪॥

ভয়াতিদর্পমানঞ্চ স্ময়োজ্ঞানং তথৈব চ।
ঔদ্ধত্যমতিগানশ্চ বিলয়ব্যাহতং তথা॥ ২৫॥

এই অতিমোহ হইতে সংসারে ভয় আসিয়াছে; সন্দেহ আসিয়াছে, মৃত্যু আসিয়াছে, অজ্ঞান আসিয়াছে, অতিদর্প ও অভিমান আসিয়াছে ॥ ২৫ ॥

দূষণং পীড়নং চৈব শোষণাদিসমন্বিতম্।
দৃষ্টান্তং বহুলং লোকে লক্ষ্যতে চ মহেশ্বরি ॥ ২৬ ॥

মানুষ যে মানুষের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, বৃত্তিচ্ছেদ করে, মর্ম্মপীড়ন করে, ধনহরণ করে, দারমোষণ করে, অর্থশোষণ করে, চরিত্রদূষণ করে, এবং পরলোকের ব্যাঘাত সাধন করে, এই অতিমোহই তাহার কারণ ॥ ২৬ ॥

কান্ত্যাদিগণহানিশ্চ মোক্ষাদিগণসঙ্গতা।
মৃত্যুমেব স্বয়ং চাহুরতিমোহং শ্রুতং প্রিয়ে ॥ ২৭ ॥

এই অতিমোহ, মোক্ষরূপ দিনমুখের নিবিড় কুজ্ঝটিকা, শান্তিরূপ মুক্তালতার খরধার অসি, ধর্ম্মরূপ মহাবৃক্ষের দুর্ভেদ্য বজ্র, এবং উন্নতিরূপ পদ্মিনীর আকস্মিক হিমপাত।

বলিতে কি, যেখানে এই অতিমোহের অবস্থিতি, সেখানে লক্ষ্মী বাস করেন না, কান্তি ও পুষ্টি বিরাজ করে না, ঐশ্বর্য্য ও শ্রী অধিষ্ঠান করে না, সৌভাগ্য ও সুখ বিহার করে না, এবং স্বর্গ ও অপবর্গও ত্রিসীমায় গমন করে না।

এইজন্য পণ্ডিতেরা এই অতিমোহকেই সাক্ষাৎ মৃত্যুনামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে মোহস্বরূপনির্ণয়-যোগোনাম ষষ্ঠোধ্যায়ঃ।

সপ্তমোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অনর্থভাষণঞ্চৈব পরদারাভিমর্ষণম্।
পরস্বহরণং দেবি পরপীড়নমেবচ।
এতানি সর্বথা বিদ্ধি পাতকানি মহান্তি বৈ॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

অনৃত ভাষণ, পরস্ত্রীগমন, পরস্বাপহরণ ও পরপীড়ন এই চারিটী মহাপাতক, জানিবে॥ ১॥

ন ব্রহ্ম নচ বৈশান্তির্যত্র তেষাং স্থিতিঃ প্রিয়ে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বুধস্তানি পরিত্যজেৎ॥ ২॥

যেখানে এই মহাপাতক সকলের অধিষ্ঠান, সেখানে ব্রহ্মলাভ বা শান্তিলাভ কোন মতেই সহজ নহে। এইজন্য, বুদ্ধিমান্ পুরুষ সর্ব্ব প্রযত্নে তাহাদের পরিহার করিবেন॥ ২॥

নিত্যোৎসর্বরতো ভূয়াৎ সদা সন্তুষ্টমানসঃ।
যতো বৈ শোকদুঃখানি পার্থিবানি ভবন্তি ন॥ ৩॥

পার্থিব শোক দুঃখ কিছুই নহে। এইজন্য সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত ও নিত্য উৎসব নিরত হইবে॥ ৩॥

চিন্তয়া শোকদুঃখানামস্থিতানাং সদা প্রিয়ে।
ব্রহ্মহানির্ব্বিজানীয়াৎ নাস্তি কার্য্যা বিচারণা॥ ৪॥

প্রিয়ে! নিশ্চয় জানিও, পার্থিব ক্ষণভঙ্গুর শোক দুঃখের সর্ব্বদা চিন্তা করিলে, পরব্রহ্ম লাভে বঞ্চিত হওয়া যায় ॥ ৪ ॥

কালোপাত্তানি বিত্তানি স্বার্থে নো যোজয়েদলম্।
পরলোকে পরং চিত্তং ভাবয়েৎ বহু যত্নতঃ ॥ ৫ ॥

সংসারে যত দিন থাকিবে, তাবৎ যথাকালে বিত্ত উপার্জ্জন পূর্ব্বক যাবৎ-প্রয়োজন আত্মার্থে নিয়োগ করিয়া, অবশিষ্ট অংশ পরকীয় প্রয়োজন পরিপূরণে সর্ব্বতোভাবে সন্নিহিত করিবে ॥ ৫ ॥

আত্মনিষ্ঠো ন্যায়শীলঃ সদা শান্তিপরায়ণঃ।
পরস্পরানুরক্তশ্চ ভ্রাতৃবৎ সংভবেত্তথা ॥ ৬ ॥

সর্ব্বদা আত্মনিষ্ঠ হইবে; ন্যায়বান্ হইবে; শান্তিপরায়ণ হইবে, এবং সহোদর ভ্রাতার ন্যায়, পরস্পর অনুরাগবিশিষ্ট হইবে ॥ ৬ ॥

বিদ্যায়াং ব্যসনী ভূয়াৎ কীর্ত্তিলাভসমুৎসুকঃ।
ঐহিকং নাহতং কৃত্বা পরলোকসুখেচ্ছুকঃ ॥ ৭ ॥

বিদ্যা উপার্জ্জনে বিশিষ্টরূপ অনুরাগ বিশিষ্ট হইবে; কীর্ত্তি উপার্জ্জনে সর্ব্বথা সমুৎসুক হইবে, এবং ইহলোকের অব্যাঘাতে পরলোকের সুখকামনা করিবে ॥ ৭ ॥

বিপদা নচ হীয়েত জীর্য্যেত নচ সম্পদা।
দর্পেণ নচ দীর্য্যেত বিক্রিয়েত ন কুত্রচিৎ ॥ ৮ ॥

বিপৎপাতে কখন অবসন্ন হইবে না; সম্পৎলাভে কখন মোহাচ্ছন্ন হইবে না; গর্ব্বভরে কখন দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইবে না; ফলতঃ, সংসারের কিছুতেই কখন বিকৃতভাবাপন্ন হইবে না ॥ ৮ ॥

অতিদানং ন বৈ কুর্য্যাদতিমানং মহেশ্বরি।
ন হিংসাং নচ বৈ দম্ভাং যত্র বৈ পতনং সদা ॥ ৯ ॥

কথন অতিদান করিবে না; কথন অতিমান করিবে না; কখন হিংসা করিবে না এবং কখন দম্ভ প্রকাশ করিবে না। কেননা, এই সমস্তই অধঃপতনের অদ্বিতীয় সাধন ॥ ৯ ॥

জুগুপ্সা পরিবাদশ্চ বৃথাট্যাপরিষেবণম্।
আত্মনাশকরং দেবি বৃথাজল্পস্তথৈবচ ॥ ১০ ॥

বিগর্হিত অনুষ্ঠান, পরনিন্দা, প্রয়োজন লক্ষ্য না করিয়া পর্য্যটন, ও বৃথা জল্পনা এই কয় মহাদোষের অনুসরণ করিলে, আত্মার অধঃপাত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

অমানী মানবাংশ্চৈব ভবিষ্যজ্ঞানতৎপরঃ।
ব্রহ্মবাদী ভবেচ্চৈব সর্ব্বথা শৃণু পার্বতি ॥ ১১ ॥

কথন অভিমান বা অহঙ্কারের বশীভূত হইবে না; সর্ব্বদা সকলের সম্মান রক্ষা করিবে; ভবিষ্যতে কি হইবে, তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভে সর্ব্বতোভাবে কায়মন অর্পণ করিবে; একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই; এই প্রকার তত্ত্বালোচনায় সর্ব্বদা স্বতঃ পরতঃ প্রবৃত্ত হইবে ॥ ১১ ॥

কুর্য্যাৎ ব্যর্থং ন বৈ দেবি পরমার্থপরায়ণঃ।
জ্ঞানবান্ দম্ভহীনশ্চ ভবেৎ সর্ব্বসমুৎসহঃ ॥ ১২ ॥

কখনও বৃথাকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না; যাহাতে ইহলোক ও পরলোক উভয়েরই সার্থক্য বা উপযোগিতা আছে, এরূপ বিষয়মাত্রের পরতন্ত্র হইবে; জ্ঞানবান্ হইবে; দম্ভহীন হইবে, এবং সর্ব্বতোভাবে উৎসাহবিশিষ্ট হইবে ॥ ১২ ॥

দানশীলো ভবেদ্দেবি পাত্রেষু চ মহেশ্বরি।
কার্পণ্যং ন ভজেন্নৈব কুর্য্যান্না শঠতাং ক্বচিৎ ॥ ১৩॥

দানশীল হইবে; আবার, যাহাকে তাহাকে দান করিবে না, পাত্র বুঝিয়া দান করিবে; কখনও কৃপণতা বা কোন বিষয়েই শঠতা করিবে না ॥ ১৩ ॥

গৃহী বৈ স্বস্তভাবশ্চ নতু সঙ্গপরায়ণঃ ॥ ১৪ ॥

গৃহী হইবে, আবার সন্ন্যাসী হইবে, কখনও কোন বিষয়ে আসক্তিপর হইবে না ॥ ১৪ ॥

নেদং তে নচ বৈ দেবি ত্বমেব নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥

এই সংসার তোমার নহে; তুমিও এই সংসারের নহ। সুতরাং ইহার কোন বিষয়ে কোন রূপে আগ্রহ বা অনুরাগ অথবা আসক্তি প্রকাশ বা প্রদর্শন করা বিধেয় নহে ॥ ১৫ ॥

গুরুসেবারতো নিত্যং ঔদ্ধত্যেন বিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৬ ॥

পিতা মাতাদি গুরুবর্গের কায়মনে সেবা করিবে; কখনও তাঁহাদের পরিচর্য্যায় সাধ্যানুসারে অমনোযোগী হইবে না। সর্ব্বতোভাবে ঔদ্ধত্য ত্যাগ করিবে ॥ ১৬ ॥

কূটসাক্ষ্যসমাচারং তথা দূষণমপ্যপি।
সর্ব্বথা বর্জ্জয়েদ্দেবি হ্যর্থলাভসমুৎসুকঃ ॥ ১৭ ॥

যদি পুরুষার্থলাভের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, স্ত্রীদূষণ, কন্যাদূষণ, সাক্ষ্যদূষণ ও চরিত্রদূষণ ইত্যাদি মহাপাতক সকলের ছলাংশেও প্রবৃত্ত হইবে না ॥ ১৭ ॥

ন মায়াং নচ পৈশুন্যং কুর্য্যাৎ কুত্র মহেশ্বরি ॥ ১৮ ॥

কখনও কোন বিষয়ে কোন রূপ ছলনা বা ক্রূরতা প্রকাশ করিবে না। কেননা, তদ্দারা পুরুষার্থ ভ্রষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানবিৎ ভবিতা দেবি তথা বিজ্ঞানসঙ্গতঃ ॥ ১৯ ॥

ঈশ্বর ও অনীশ্বর এই উভয় বিষয়েরই জ্ঞানালোচনায় সর্ব্বথা কায়মনে নিযুক্ত হইবে। কেননা, ঐরূপ জ্ঞানই মুক্তিলাভের অদ্বিতীয় সাধন, সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥

আহারে মৈথুনে স্বপ্নৌ বসনে বা মহেশ্বরি।
সজ্জাদৌ নাতিরেকশ্চ কর্ত্তব্যঃ খলু সর্ব্বথা ॥ ২০ ॥

আহার, স্ত্রীসঙ্গ, শয়ন, বসন, এবং বেশবিন্যাস প্রভৃতি কোন বিষয়ের কখন কোনরূপ অতিরিক্ত ব্যবহার করিবে না, প্রত্যুত সাধ্যানুসারে খর্ব্বীকৃত করিবে ॥ ২০ ॥

হৃষ্টবান্ ভবতে লোকো ধৃতিমাংশ্চ মনস্বিনি।

ঐরূপ আহার বিহারাদির অতিরেক পরিহার করিলে, লোক সর্ব্বদা আত্মপ্রসাদ ভোগ করিয়া থাকে। তাহার মন কখন ক্ষুব্ধ বা অবসন্ন হয় না ॥ ২১ ॥

সৎপথেন সদা বিত্তমর্জ্জয়ন্ জীবিকাং লভেৎ ॥ ২২ ॥

সর্ব্বদা সৎ পথে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, জীবিকানির্ব্বাহ করিবে ॥ ২২ ॥

অবশ্যমেব যাতব্যং ন স্থাতব্যং কদাচন।
ইতি কৃত্বা সদা ভদ্রে সাধয়েৎ সচ্চ সর্ব্বদা ॥ ২৩ ॥

এক দিন অবশ্যই যাইতে হইবে, কখনই থাকিতে পারিবে না, এই প্রকার চিন্তা করিয়া, সর্ব্বদা পরব্রহ্মের সাধনে একনিষ্ঠ হইবে ॥ ২৩ ॥

নীচবৃত্তিং তথা ভদ্রে নচরেৎ কুত্রচিৎ ক্বচিৎ ।। ২৪ ।।

অতিমাত্র ক্লেশ প্রভৃতি উপস্থিত হইলেও, নীচবৃত্তির অনুসরণ করিবে না ॥ ২৪ ॥

ন মদান্ধদৃশা পশ্যেৎ তথা কঞ্চন ভাবিনি ॥ ২৫ ।।

কাহারও প্রতি মদান্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না ॥ ২৫ ॥

অলোভনঃ পরদ্রব্যে পরদারে চ মাতৃবৎ ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু পশ্যেৎ সর্ব্বং মহেশ্বরি ॥ ২৬ ।।

পরদ্রব্যে কখন লোভ করিবে না, পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান এবং সকল প্রাণীকেই আত্মার ন্যায়, অবলোকন করিবে ॥ ২৬ ॥

পরোক্ষে কার্য্যহন্তা চ প্রত্যক্ষে প্রিয়ভাষকঃ ।
ন ভবেৎ সর্ব্বথা ভদ্রে আত্মভ্রংশকরং যতঃ ॥ ২৭ ।।

প্রত্যক্ষে প্রিয়বাক্যপ্রয়োগপূর্ব্বক চক্ষুতে ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ করিয়া পরোক্ষে কাহারও কার্য্যহানি করিবে না ॥ ২৭ ॥

মাতা পিতা ব্রহ্মদাতা মহান্তো গুরবঃ স্মৃতাঃ ।
তেষামাজ্ঞাকরো ভৃত্যো ভবেন্নৈ সর্ব্বথা প্রিয়ে ॥ ২৮ ।।

মাতা, পিতা, ব্রহ্মদাতা, ইহারা মহাগুরুপদবাচ্য। অতএব সর্ব্বদা তাঁহাদের আজ্ঞাকারী ভৃত্য হইবে ॥ ২৮ ॥

পরনিন্দা নিজোৎকর্ষব্যসনাযুক্তভাষণম্ ।
অযুক্তং কর্ম্ম দেবেশি সাক্ষান্নিরয়কারণম্ ॥ ২৯ ।।

পরের নিন্দা, আত্মশ্লাঘা, দ্যূতক্রীড়া ও মদ্যপানাদি অবৈধ অনুষ্ঠান, জুগুপ্সিত বাক্য ও অযুক্ত কার্য্য এই সকল সাক্ষাৎ নরকের হেতু। এই জন্য স্বতঃ পরতঃ তাহা বর্জ্জন করিবে॥ ২৯॥

পথিমধ্যে তৃণং লোষ্ট্রং পতিতং ন চ শঙ্করি।
গৃহ্নীয়াৎ কুত্রচিৎ সাধুরাত্মত্রাণায় সর্ব্বথা॥ ৩০॥

রাশীকৃত অর্থের কথা দূরে থাক, সামান্য তৃণ বা লোষ্ট্র পথিমধ্যে পড়িয়া থাকিলে, কদাচ তাহা গ্রহণ করিবে না। যিনি ঐরূপ ব্যবহার করেন, তিনিই সাধু ও তাঁহারই পরমার্থপ্রাপ্তি হইয়া থাকে॥ ৩০॥

অভেদবাদী সর্ব্বত্র ভবিতা ব্রহ্মসংধিয়া॥ ৩১॥

সংসারে একমাত্র ব্রহ্ম হইতেই সকলের আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব কাহারও সহিত কাহারও প্রভেদ নাই। সর্ব্বদাই এই প্রকার জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে। এবং সকলকেই তৎ সহকারে সমান জ্ঞান করিবে॥ ৩১॥

ধনী চেৎ দৈন্যমাপন্নো গৃহী বা পারলৌকিকঃ।
তেজস্বী বা ক্ষমাবাংশ্চ ভবেচ্চৈব মনস্বিনি॥ ৩২॥

ধন থাকিলে, ধনের কখন গৌরব করিবে না, সর্ব্বদা দরিদ্রের ন্যায়, ব্যবহার করিবে। গৃহী হইলে, কেবল বিষয়াদির বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে না, ঈশ্বরের দিকে সর্ব্বদাই মন রাখিবে এবং তেজ থাকিলে, সর্ব্বদাই ক্ষমাশীল হইবে॥ ৩২॥

আয়ুর্যৌবনভোগঞ্চ সর্ব্বং বৈ চপলাচলম্।
ইতি কৃত্বা মহেশানি ন সক্তো ভবিতা খলু॥ ৩৩॥

আয়ু, যৌবন ও ভোগ সমস্তই চপলার ন্যায়, চঞ্চলভাবাপন্ন। ইহা ভাবিয়া, তাহাতে কোন মতেই সংসক্ত হইবে না॥ ৩৩॥

এবং যঃ কুরুতে নিত্যং তস্য শান্তিঃ পদেপদে।
সৌভাগ্যমতুলং দেবি নাস্তি কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৪ ॥

আমি যাহা বলিলাম, যে ব্যক্তি নিত্য তদনুরূপ অনুষ্ঠান করে, তাহার শান্তি পদে পদে এবং তাহার অতুল সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীশিবোনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে সুভগযোগো
নাম সপ্তমোধ্যায়ঃ।

অষ্টমোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

আত্মা ন ম্রিয়তে দেবি জায়তে বা কদাচন।
ন ছিদ্যতে ভিদ্যতে বা দাহ্যতে ভজ্যতে তথা ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

আত্মার মৃত্যু নাই, জন্ম নাই, ছেদ নাই, ভেদ নাই, দাহ নাই ॥ ১ ॥

দেশে কালে ন বিচ্ছোন্নং রোগশোকৈর্ন লিপ্যতে।
মাতিস্থং ভজতে কুত্র ক্ষোভং বা পরমেশ্বরি ॥ ২ ॥

আত্মা সকল দেশে ও সকল কালেই সমান। যুগের পর যুগ কতই অতীত হইয়াছে এবং দেশের পর দেশ কতই গত হইয়াছে, আত্মার কোন রূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; যেমন তেমনি আছেন, চিরকালই তেমনি থাকিবেন।

মানুষ যেমন রোগে শোকে পতিত হয়, আত্মা কখন সেরূপ নহেন।

তিনি কখন ক্ষুব্ধ বা মলিন হন না ॥ ২ ॥

সর্ব্বভূতে যথা হ্যাত্মা আত্মন্যেব তথা প্রিয়ে ॥ ৩ ॥

আত্মা যেমন সর্ব্বভূতে বিরাজমান, সর্ব্বভূত তেমন আত্মাতে অধিষ্ঠিত। এইরূপে আত্মা সর্ব্বময় ॥ ৩ ॥

আত্মচিন্তাং বিনা দেবি সংসারে নাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪ ॥

সংসারে এই আত্মচিন্তাই সর্ব্বেসর্ব্বা, অর্থাৎ আত্মার চিন্তা করিলে, আর কোনরূপ জ্ঞান বা সম্পদের আবশ্যকতা হয় না ॥ ৪ ॥

নাপায়ো নচ বৈ ভ্রান্তির্ন মালিন্যং তথা প্রিয়ে ॥ ৫ ॥

আত্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে, কোন কালে কোনরূপ ভ্রমে পতিত হইতে হয় না; সর্ব্বপ্রকার কলঙ্কসম্পর্কপরিশূন্য ও এককালেই অপায়হীন হওয়া যায় ॥ ৫ ॥

উন্নতিশ্চ তথা বৃদ্ধিরুচ্ছ্রায়বৃংহিতঃ প্রিয়ে ॥ ৬ ॥

প্রিয়ে! যে ব্যক্তি আত্মার চিন্তা করে, সে উন্নতি, বৃদ্ধি ও উচ্ছ্রায়-ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

দুর্লভা যত্র বৈ দেবি প্রত্যক্‌চৈতন্যমেব হি ॥ ৭ ॥

দেবি! এই আত্মচিন্তা সহজে বা সহসা প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট। প্রত্যক্ চৈতন্য ইহার বিচরণস্থান ॥ ৭ ॥

সর্ব্বদুঃখহরা চৈব সর্ব্বচিন্তাবিনাশিনী।
চিরানুবন্ধদুঃস্বপ্নসংসারভ্রমশাতনী ॥ ৮ ॥

আত্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে, সমুদায় দুঃখ নিরাকৃত ও সমুদায় চিন্তা বিদূরিত হয় এবং চিরসঞ্চিত দুঃস্বপ্নরূপ সংসারভ্রম নিরস্ত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

সূর্য্যোদয়ে যথা ধ্বান্তং বিনষ্টং তৎক্ষণং প্রিয়ে।
আত্মচিন্তা তথানর্থং বিপত্তিং বিনিহন্তি বৈ ॥ ৯ ॥

সূর্য্যের উদয়মাত্র অন্ধকার যেমন তৎক্ষণে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, আত্ম-চিন্তার আবির্ভাবমাত্র সমুদায় অনর্থ ও সমুদায় বিপত্তি তদ্বৎ অন্তর্হিত হইয়া যায় ॥ ৯ ॥

শক্তিরস্যা হ্যনির্বাচ্যা যৎপ্রভাবাৎ সদা প্রিয়ে।
সঙ্কল্পস্য ব্যপোধানাৎ সুখং ভবতি সর্বশঃ ॥ ১০ ॥

এই আত্মচিন্তার শক্তি অনির্ব্বচনীয়। যাহার প্রভাবে সমুদায় সংকল্প নিরাকৃত হইয়া, অশেষ সুখ সমুদ্ভাবিত হয় ॥ ১০ ॥

আত্মা বৈ সর্বমেব স্যাদিতি জ্ঞানং যদা প্রিয়ে।
সংস্থিতিঃ কুত্র বা তিষ্ঠেৎ শিশিরে পদ্মিনী যথা ॥ ১১ ॥

শিশিরসময় সমাগত হইলে, পদ্মিনী যেমন কোনমতেই তিষ্ঠিতে পারে না, তদ্রূপ, আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই, এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে, মনুষ্যের অন্তঃকরণে এই দৃশ্যমান সংসার আর কোন রূপেই পদগ্রহণ করিতে পারে না ॥ ১১ ॥

তন্ময়ত্বং তদা চৈব সর্বচিন্তাবিনাশনম্ ।। ১২ ।।

তৎকালে তন্ময়তার আবির্ভাব প্রযুক্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়চিন্তার তিরোভাব হইয়া থাকে। সুতরাং, এই সংসার আর কিরূপে স্থিতি প্রাপ্ত হইতে পারে ॥ ১২ ॥

পরমেব পদং প্রাহুরাত্মচিন্তা মহেশ্বরি ॥ ১৩ ॥

পণ্ডিতেরা এই আত্মচিন্তাকেই পরম পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

সুখং শান্তিস্তথা স্বস্তির্যত্র বৈ বিদ্যতে সদা ॥
ন ক্ষুদ্রৈর্লভ্যতে দেবি মহতামপি দুর্ল্লভা ॥ ১৪ ॥

ক্ষুদ্রপ্রাণ বা ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ইহা প্রাপ্ত হইতে পারে না; মহাত্মা পুরুষগণও অতি কষ্টে ইহা লাভ করেন। সুখ, শান্তি ও স্বস্তি সর্ব্বদাই এই আত্মচিন্তায় বিরাজমান ॥ ১৪ ॥

অনুরূপং ফলং যত্র মহতাং নচ দুর্ল্লভম্ ॥ ১৫ ॥

এই আত্মচিন্তা অধিকার করিতে সমর্থ হইলে, অভয় ও অমৃত প্রভৃতি অনুরূপ ফল লাভ করা দুর্ঘট হয় না। মহাত্মা ব্যক্তিগণ অনায়াসেই তত্তৎ ফলভোগ করেন ॥ ১৫ ॥

সখ্যশ্চ বহবো হ্যস্যা বিজ্ঞানালোকসঙ্গতাঃ।
দ্যোতয়ন্তি হৃদং সর্বাঃ কুর্বন্তি শৈত্যসম্মিতম্॥ ১৬॥

এই আত্মচিন্তার অনেকগুলি সখী আছে। তাহারা বিজ্ঞানরূপ আলোকে অলঙ্কৃত। এবং অন্তঃকরণকে সেই আলোক দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বিকসিত ও পরমশীতলস্বরূপে পরিণত করিয়া থাকে॥ ১৬॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কিং তাসাং লক্ষণং দেব কিং নাম কথ্যতে বিভো॥ ১৭॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

তাহাদের লক্ষণ কি ও নামই বা কি?॥ ১৭॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

প্রাণচিন্তা নাম তস্যাঃ সখী হ্যেকা গরীয়সী।
সর্বদুঃখক্ষয়ো যত্র সর্বসৌভাগ্যমেবচ॥ ১৮॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

সেই সকল সখীর মধ্যে প্রাণচিন্তা নামে প্রধানা সখী সকল দুঃখ দূরীকৃত করিয়া, সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য সমুদ্ভাবিত করে॥ ১৮॥

চিরঞ্জীবী ভবেল্লোকো যস্যানুসরণাৎ প্রিয়ে॥ ১৯॥

এই প্রাণচিন্তার অনুসরণ করিলে, লোকমাত্রেই চিরঞ্জীবী হইয়া থাকে। আমিও ইহারই প্রভাবে এইরূপ চিরঞ্জীবী হইয়াছি॥ ১৯॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কিং নাম সা প্রাণচিন্তা শুশ্রূষা বর্দ্ধতে মম্॥ ২০॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

সেই প্রাণচিন্তা কাহাকে বলে, শুনিবার জন্য আমার সাতিশয় কৌতূহল হইতেছে॥ ২০॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ঊর্দ্ধাধোবাহিতৌ দেবি হৃদ্‌যন্ত্রস্থ মহেশ্বরি।
বায়ুদ্বয়ং তথা বিদ্ধি প্রাণাপানবুদাহৃতৌ॥ ২১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

অয়ি মহেশ্বরি! হৃদয়যন্ত্রের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে প্রবাহিত বায়ুদ্বয়ের নাম প্রাণ ও অপান॥ ২১॥

তয়োশ্চিন্তা মহেশানি সর্বজ্ঞানপ্রদায়িনী।
মোহজালব্যপোধানাম্মনঃ প্রসাদয়ত্যুত॥ ২২॥

অয়ি মহেশ্বরি! ঐ বায়ুদ্বয়ের চিন্তা করিলে, সর্ব্ববিধ জ্ঞান সমুৎপন্ন ও মোহজাল ব্যপোহিত এবং তৎপ্রভাবে মন সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া থাকে॥ ২২॥

প্রাণানাঞ্চ গতিং জ্ঞাত্বা জ্ঞানং বৈ জায়তে পরম্।
শাশ্বতঞ্চ সুখং বিদ্ধি নাস্তি কার্য্যা বিচারণা॥ ২৩॥

প্রাণবায়ুর গতি অবগত হইলে, পরমজ্ঞানপ্রতিপত্তি ও শাশ্বত সুখসংঘটন সম্পন্ন হইয়া থাকে॥ ২৩॥

বায়োরস্য গতিং বিদ্বান্ তত্ত্বজ্ঞানসমেধিতঃ।
গুণাশেষাং গতিং ছিত্ত্বা মৃত্যুপাশঞ্চ দুর্দ্দমম্।
জীবন্মুক্তো ভবেৎ সাধুর্ন জন্ম তস্য বিদ্যতে॥ ২৪॥

তত্ত্বজ্ঞান সহায়ে সমধিকশক্তিসম্পন্ন হইয়া, উল্লিখিত বায়ুর অশেষ গুণশালিনী গতি অবগত হইলে, দুর্দম মৃত্যুপাশ ছেদন করিয়া, জীবন্মুক্তি লাভে সমর্থ হওয়া যায়; পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না॥ ২৪॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে প্রাণচিন্তাযোগো নাম অষ্টমোধ্যায়ঃ।

নবমোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সাধুনাঞ্চ মনো যত্র কল্যাণং পরমং তথা।
কস্মাৎ শ্রেয়ো মহেশানি বিনা তৎ পরমং পদম্॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

দেবি! সাধুদিগের মনোবৃত্তি একমাত্র যাহার আশ্রিত, যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণপরম্পরা বিরাজমান; সেই পরমপদ ব্যতীত শ্রেয়ো লাভের উপায়ান্তর কোথায়?॥ ১॥

সুরাসুরৈঃ সেব্যমানে কিন্নরাদিসমন্বিতৈঃ।
গন্ধর্বৈঃ পরমানন্দং সর্ব্বদা চ বিরাজিতে।
তস্মিন্ স্বর্গে ন বৈ দেবি শুভস্য স্থিরসন্নিধিঃ॥ ২॥

দেবি! সুর, অসুর ও কিন্নর প্রভৃতি পরম সমাদরে যাহাতে অধিষ্ঠান ও গন্ধর্ব্বগণ পরম আনন্দে যাহাতে বিরাজ করে, এবং অমর রমণীরা যাহার একমাত্র পক্ষপাতিনী, সেই স্বর্গেও কখন স্থায়ী শুভলাভের সম্ভাবনা নাই॥ ২॥

বিচিত্রঞ্চ পুরং যত্র নগরাদি সুশোভনম্।
পর্বতা বিবিধা যত্র পাদপা বহুধা তথা॥
সাগরাঃ শতশো যত্র তস্মিন বৈ মর্ত্ত্যমণ্ডলে।
ন সুখং লভ্যতে দেবি সর্ব্বং স্থিরপদং তথা॥ ৩॥

যাহাতে বিচিত্র পুর ও বিচিত্র নগর সকল শোভা পাইতেছে, যাহাতে বিবিধ পর্ব্বত ও পাদপ সকল বিরাজমান হইতেছে এবং যাহাতে শতশত সাগর অধিষ্ঠিত আছে, সেই পৃথিবীতেও অবিচলিত সুখপ্রতিপত্তির সম্ভাবনা নাই॥ ৩॥

যত্র নাগা মণিধরাঃ শোভমানা নিরন্তরম্।
যত্র বৈ চাঙ্গনা দেবি হ্যসুরাণাং মনোহরাঃ॥

কমনীয়তরং চান্যং যত্র বাপি সুদুর্লভম্।
পাতালে নচ বৈ তস্মিন্ নলক্ষ্মীরনপায়িনী ॥ ৪ ॥

যেখানে মণিধর নাগনিকর নিরন্তর শোভমান হইতেছে, যেখানে পরমসুন্দরী অসুররমণীরা বিরাজ করিতেছে; এবং যেখানে অন্যান্য অতীবদুর্লভ ও অতীবকমনীয় দ্রব্য সকল প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই পাতালেও অনপায়িনী লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান নাই ॥ ৪ ॥

স্বর্গে মর্ত্ত্যে দৈত্যলোকে কুত্রাপি শৃণু শঙ্করি।
শোভা চ সুখসম্পত্তির্লক্ষ্যতে নৈব নিশ্চিতম্ ॥ ৫ ॥

এইরূপে স্বর্গ, মর্ত্ত বা দৈত্যলোক, ফলতঃ অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কুত্রাপি অবিনশ্বর শোভাবিভব লক্ষিত হয় না। সকলেরই ক্ষয় আছে, পতন আছে, হ্রাস আছে, বৃদ্ধি আছে। এ বিষয়ে ইন্দ্র চন্দ্রেরও পরিহার নাই ॥ ৫ ॥

আধিব্যাধিপ্রভৃতয় উৎপাতা বহুশঃ প্রিয়ে।
সুখস্বস্তি সদা লোকে হরন্তি চ দিবানিশম্ ॥ ৬ ॥

আধি ও ব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ উৎপাত সর্ব্বদা সংসারের সুখ ও স্বস্তি হরণ করিয়া থাকে। এমন লোক নাই, যাহার কোন না কোনরূপ অসুখ নাই ॥ ৬ ॥

তত্র বৈ বিবিধা দুঃখপ্রতিচ্ছন্না নিরন্তরম্।
অস্থায়িন্যস্তথাত্যন্তং ক্রিয়াশ্চ পরমেশ্বরি ॥ ৭ ॥

একে সংসার আধি ব্যাধিতে পরিপূর্ণ, তাহার উপরি আবার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখপরম্পরায় সর্ব্বদাই প্রতিচ্ছন্ন অত্যন্ত অস্থায়িনী ক্রিয়া সকলের আতিশয্য বশতঃ অবিনশ্বর শুভলাভের পথ কণ্টকবিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৭ ॥

চিন্তাদয়স্তথা দেবি ব্যাপারা মানসা বহু।
কুর্ব্বন্তি চঞ্চলং চিত্তং ক্লিষ্টনিশ্চেষ্টমেব হি ॥ ৮ ॥

বুদ্ধির বিকারস্বরূপ চিন্তাদি মানস ব্যাপার সকল মনকে নিতান্ত চঞ্চল এবং একান্ত ক্লিষ্ট ও নিশ্চেষ্ট করিয়া থাকে। সুতরাং সে সকলও কিরূপে অবিনাশী সুখপ্রতিপত্তির নিদান হইতে পারে? ॥ ৮ ॥

সংকল্পাশ্চ বিলোলা বৈ বুদ্ধিশৈথিল্যকারকাঃ।
প্রমাথিনস্তথা দেবি মনসঃ সর্ব্বথা খলু ॥ ৯ ॥

বিলোল সঙ্কল্প বিকল্প সকল মনকে স্বভাবতঃ মথিত, হৃদয়কে তরলিত ও বুদ্ধিকে শিথিলিত করিয়া থাকে। সুতরাং সে কললেও অখণ্ড সুখ-প্রতিপত্তির সম্ভাবনা কি? ॥ ৯ ॥

অসিধারা যথা সাক্ষাৎ বুদ্ধিং ছেদয়তি প্রিয়ে।
ইন্দ্রিয়াণাং তথা বৃত্তিরাগমাপায়শালিনী ॥ ১০ ॥

যাহা অসিধারার স্থায়, বুদ্ধিকে ছেদন করিয়া থাকে, সেই আগমাপায়-শালিনী ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও অবিনাশিনী সুখপ্রতিপত্তির জননী হইতে পারে না॥ ১০ ॥

তস্মাদ্বুধো নার্থয়তে বার্হস্পত্যাদিকং শুভে।
সজ্ঞানং দেবরূপত্বং ঐশ্বর্য্যং সর্ব্বপার্থিবম্। ১১ ॥

এইজন্য পণ্ডিত ব্যক্তি অখণ্ড মেদিনীর একাধিপত্য অথবা বার্হস্পত্য প্রভৃতি পরমজ্ঞানশালী দেবরূপত্ব ও প্রার্থনা করেন না। কেননা, তাহাতেও অবিনাশী সুখপ্রতিপত্তির সম্ভাবনা নাই॥ ১১ ॥

অনন্তত্বমেকরাজং পাতালতলসঞ্চিতম্।
ন বৈ প্রার্থয়তে বিদ্বান্ নশ্বরত্বধিয়া তথা॥ ১২॥

পাতালতলের একরাজ অনন্তত্বও অবিনশ্বর সুখ প্রতিপাদনে সমর্থ নহে। ইহাই ভাবিয়া বিদ্বান্ পুরুষ তাহাও কখন প্রার্থনা করেন না॥ ১২॥

শিবরূপং পরং সাক্ষাৎ সর্ব্বসম্পৎস্বরূপকম্।
পরমং পদমিত্যাহুঃ প্রার্থনীয়তরং বহু॥ ১৩॥

পণ্ডিতেরা যাহাকে সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ ও সর্ব্বসম্পৎস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই পরম পদই অতিমাত্র প্রার্থনীয়, জানিবে॥ ১৩॥

সাধূনাঞ্চ স্থিতির্যত্র মানসী সর্ব্বদা শুভে॥ ১৪॥

সাধুগণের মনোবৃত্তি সর্ব্বদা ঐ পরমপদেই স্থিতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহারা সংসারের আর কিছুতেই অভিলাষী নহেন॥ ১৪॥

মূর্খমেব বরং ব্রূয়াৎ পাণ্ডিত্যং নচ বৈ তথা।
প্রার্থনীয়ং পরং ভূয়াৎ পরমং পদমুত্তমম্॥ ১৫॥

লোকে বরং মূর্খ বলুক অথবা বরং পাণ্ডিত্য না হউক, তথাপি পরম পদ যেন পরম প্রার্থনীয় হয়॥ ১৫॥

বরং নো দক্ষতা দেবি বিচারে পরকীয়কে।
প্রার্থনীয়ং পরং ভূয়াৎ বুদ্ধেশ্চ সৌষ্ঠবাদিনা॥ ১৬॥

বুদ্ধিসৌষ্ঠবাদি সহায়ে পরকীয় কার্য্যবিচারে দক্ষতা না হউক, সেও শতগুণে বরং প্রশস্ত, তথাপি পরম পদ একান্ত প্রার্থনীয়॥ ১৬॥

লোক সকলের অনুরাগসংগ্রহে বরং ক্ষমতা না হউক, তথাপি পরমপদ পরম প্রার্থনীয় ॥ ১৭ ॥

চতুর্দ্দশসু বিদ্যাসু কঠিনাসু বরং প্রিয়ে।
ন পাণ্ডিত্যং পরং চৈব প্রার্থনীয়ং পরং পদম্ ॥ ১৭ ॥

অতীব কঠিন চতুর্দ্দশ বিদ্যাতে পাণ্ডিত্য না হউক, সেও শতগুণে বরং শ্রেষ্ঠ ; তথাপি পরমপদ পরম প্রার্থনীয় ॥ ১৭ ॥

সজ্জনানাং যত্র চিত্তং বিরামং লভতে তরাম্।
কো নো বাঞ্ছেৎ পরং দেবি পদমুত্তমমেবচ ॥ ১৮ ॥

সাধুগণের চিত্ত যাহাতে বিরাম লাভ করে, সেই পরমপদ কাহার না প্রার্থনীয় ? ॥ ১৮ ॥

কাম্যমস্তি হ্যতো কিঞ্চিৎ পৃথিব্যাং মৃত্যুসঙ্কুলে ॥ ১৯ ॥

মৃত্যুই যাহার স্বভাব, সেই পৃথিবীতে এই পরমপদ ভিন্ন অন্য কিছু কামনার সামগ্রী নাই ॥ ১৯ ॥

বরং নিরয়বাসো মে বরং স্বর্গচ্যুতং তথা।
ন শক্তঃ পরমং ত্যক্তুং পদমেব মনাক্ প্রিয়ে ॥ ২০ ॥

আমি বরং নরকে বাস করিতে পারি অথবা বরং স্বর্গভ্রষ্ট হইতেও স্বীকৃত আছি, তথাপি পরমপদত্যাগে সমর্থ নহি ॥ ২০ ॥

বরং মৌর্খ্যস্বরূপং মে মৃত্যুরতিভয়ঙ্করঃ।
সর্ব্বদুঃখাকরঃ শশ্বৎ পরমং নতু মে স্খলেৎ ॥ ২১ ॥

আমার সকল দুঃখের আকর স্বরূপ মূর্খতারূপ অতীব ভয়ঙ্কর মৃত্যু সংঘটিত হউক ; তথাপি যেন পরমপদভ্রংশ না হয় ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মাদয়ো যত্র লুব্ধাস্তৎ কেন পরিহার্য্যতে॥ ২২ ॥

ব্রহ্মাদি স্বয়ং মহেশ্বরগণও সতত যে পদের অতিমাত্র কামনা করেন কোন্ ব্যক্তি সেই পরমপদ পরিহারে সমর্থ হইয়া থাকে? ॥ ২২ ॥

সংসারানলদাহস্য সর্ব্বা যত্র নিরাকৃতিঃ।
সলিলে গাহমানস্যতপাশান্তির্যথা প্রিয়ে ॥ ২৩ ॥

সলিলে অবগাহন করিলে যেমন তৎক্ষণাৎ সকল তাপ শান্তি হয় সংসার রূপ অনল দগ্ধ ব্যক্তিগণ তদ্রূপ পরম পদের আশ্রয়গ্রহণমা নিরতিশয় নির্ব্বাণদশা ভোগ করে ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে বিশ্রান্তিযোগো নাম নবমোধ্যায়ঃ।

দশমঅধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ধনহীনং যথা চৌরো গৃহস্থং ন নিহন্তি বৈ।
বাসনাদিবিহীনঞ্চ মৃত্যুর্নো গ্রসতে তথা ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

চৌর যেমন ধনহীন গৃহস্থকে বিনাশ করে না, তদ্রূপ বাসনাদিদোষ বিহীন হইলে, মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ॥ ১ ॥

আধিব্যাধিঘুর্ণং বৃক্ষমিব যস্য কলেবরম্।
ন ভিনত্তি তথা দেবি মৃত্যুর্নো প্রসতে হি তম্॥ ২॥

আধি ব্যাধি, ঘুণের ন্যায়, যাহার দেহকে বৃক্ষের ন্যায়, আশ্রয় করিয়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলকে শাখা প্রশাখার ন্যায়, ভেদ না করে, তাহার মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণপ্রাপ্তি হইয়া থাকে॥ ২॥

আশা ভুজঙ্গিনী যস্য হৃদ্গর্ত্তে নো বিশিত্বা বৈ।
চিন্তাফণাং সারয়তি মৃত্যুর্নো প্রসতে হিতম্॥ ৩॥

আশা, ভুজঙ্গিনীর ন্যায়, যাহার হৃদয় রূপ গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া, মস্তকের উপরি চিন্তা রূপ ফণা বিস্তার করে না, তাহারই মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণপ্রাপ্তি হইয়া থাকে॥ ৩॥

দ্বেষং বিষং বিসৃজ্যৈব লোভঃ কালভুজঙ্গমঃ।
ন দংশতি মহেশানি মৃত্যুর্নো প্রসতে হি তম্॥ ৪॥

লোভ রূপ করাল কালভুজঙ্গম দ্বেষরূপ. বিষভার পরিহার পুরঃসর যাহাকে দংশন না করে, তাহারই মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণপ্রাপ্তি হইয়া থাকে॥ ৪॥

মদশ্চৈব মহেশানি যথৈবাজগরঃ প্রিয়ে।
অন্তর্ন দহতে যস্য তস্য মৃত্যুর্ন বিদ্যতে॥ ৫॥

মদ, অজগরের ন্যায়, প্রজ্বলিত বিষানল বিস্তার পূর্ব্বক যাহার অন্তর্দাহ না করে, সেই ব্যক্তিই জিতমৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৫॥

ন শোষয়েৎ শরীরাব্ধৌ রোষো হি বড়বানলঃ।
বিবেকং বারিবৎ যস্য তস্য মৃত্যুর্ন বিদ্যতে॥ ৬॥

রোষরূপ বড়বানল যাহার শরীরসাগরে প্রাদুর্ভূত হইয়া, বিবেক-বারি শোষণ পূর্ব্বক তৎসহকারে অন্তঃসত্ত্বা হরণ না করে, সেই ব্যক্তিই জিতমৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৬॥

তৈলযন্ত্রে তিলং যদ্বৎ অনঙ্গেন ন পীড্যতে।
তস্য মৃত্যুর্মহেশানি বিদ্যতে নৈব নৈব হি ॥ ৭ ॥

অনঙ্গের আক্রমণে যে ব্যক্তি, প্রচণ্ড তৈলযন্ত্রে তিলরাশির ন্যায়, নিপীড়িত না হয়, মৃত্যু কখন তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না ॥ ৭ ॥

পরমে পাবনে যত্র বিশ্রান্তিশ্চ পদে প্রিয়ে।
তত্র নৈব বিজানীয়াৎ প্রভাবো মরণস্য হি ॥ ৮ ॥

যেখানে একমাত্র পরমপাবন বিশুদ্ধ পদে বিশ্রান্তি; সেখানে মৃত্যু কখন কোন রূপে স্বকীয় প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয় না। এবিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥

চঞ্চলং নৈব চরতে মনো হি মর্কটো যথা।
তস্য মৃত্যুর্মহেশানি বিদ্যতে নৈব নৈব হি ॥ ৯ ॥

মন যাহার শরীরে মর্কটের ন্যায়, চঞ্চল হইয়া, বিচরণ না করে, তাহারই মৃত্যুরহস্তে পরিহারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

কামাদয়স্তথা দোষা অশেষব্যাধিহেতবঃ।
ন প্রভবন্তি মহাভাগে যস্য চিত্তং সমাহিতম্ ॥ ১০ ॥

কামাদি দোষ সমস্ত অশেষ ব্যাধি প্রসব করিয়া থাকে। যাহার মন সমাহিত, তাহার উপরি কোন প্রকার প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয় না ॥ ১০ ॥

ন মৃত্যুর্বিদ্যতে তস্য নিশ্চয়ং বিদ্ধি পার্ব্বতি।
যত্র ব্যাধিস্তত্র মৃত্যুঃ প্রকৃতিস্থিতিরেব হি॥ ১১॥

স্বভাবের নিয়মই এই, যেখানে ব্যাধি; সেইখানেই মৃত্যু। সুতরং উক্ত রূপে সমাহিত চিত্ত পুরুষের কোন কালেই মৃত্যু নাই॥ ১১॥

শোকমোহাদিকং দুঃখমতীব খলু দুঃসহম্।
আধিব্যাধিসমুদ্ভূতং হেতুর্ভ্রান্তেশ্চ সর্ব্বথা॥ ১২॥

শোক মোহ প্রভৃতি অতীব দুঃসহ দুঃখ সকল আধি ব্যাধি হইতেও সমুদ্ভূত হইয়া, মনোমার্গে বিচরণ পূর্ব্বক নিরতিশয় ভ্রম সমুদ্ভাবিত করে॥ ১২॥

চিত্তং সমাহিতং যস্য নচ বৈ প্রভবন্তি তম্॥ ১৩॥

যাহার চিত্ত সমাহিত, তাহার উপরি কোন প্রকার প্রভাববিস্তারে সমর্থ হয় না। সুতরাং, সে ব্যক্তি জিতমৃত্যু হইয়া থাকে। বাস্তবিক, শোক যেমন লোককে জর্জ্জরিত করিয়া, অকালে মৃত্যুকবলে নিপাতিত করে, এরূপ আর কিছুই নহে॥ ১৩॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে সমাধিযোগো
নাম দশমোধ্যায়ঃ।

একাদশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অন্তর্দ্ধানাদ্বিকল্পস্য যস্য চিত্তে ন বৈ প্রিয়ে।
উদয়োস্তমিতং বাপি তস্য মৃত্যুর্ন বিদ্যতে ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

বিকল্পের অন্তর্দ্ধান প্রযুক্ত যাহার মন কখন উদিত বা অস্তমিত হয় না, সেই ব্যক্তিই জিতমৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

সংস্মৃতির্বিস্মৃতির্নৈব জাগ্রৎসুপ্তিস্তথৈবচ।
প্রভবন্তি ন বৈ যস্য তস্য মৃত্যুর্ন বিদ্যতে ॥ ২ ॥

সংস্মৃতি, বিস্মৃতি, জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাসমূহ যাহার উপরি প্রভাববিস্তারে সমর্থ হয় না, তাহারও কখন মৃত্যু নাই ॥ ২ ॥

কামক্রোধাদয়শ্চৈব বিকারা ইতি শুশ্রুমঃ।
যতো বৈ প্রকৃতিং দেবি হরন্তি বলবত্তরাঃ ॥ ৩ ॥

পণ্ডিতেরা কাম ও ক্রোধ প্রভৃতিকে বিকার নামে অভিহিত করিয়াছেন। যেহেতু, ইহারা বলবান হইয়া, লোকের প্রকৃতি ভ্রষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

চিন্তা কুজ্ঝটিকা যেষাং প্রসবো দারুণঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥

চিন্তা রূপ কুজ্ঝটিকা এই কাম ক্রোধাদি বিকার হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া, হৃদয়কে [illegible] অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে ॥ ৪ ॥

ন বৈ যস্য প্রভবতি হৃদয়ে কিয়দণ্বপি।
মৃত্যুস্তস্য মহাভাগে বিদ্যতে নৈব নৈব হি॥ ৫॥

ঐ চিন্তারূপ কুজ্ঝটিকা যাহার হৃদয়কে অণুমাত্র আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না, তাহারও মৃত্যু নাই; ইহা স্থির সিদ্ধান্ত॥ ৫॥

দানে বা গ্রহণে চৈব ত্যাগে দেবি তথৈব হি।
প্রবৃত্তির্ন চ বৈ যস্য তস্য মৃত্যুঃ কুতো ভবেৎ॥ ৬॥

দান বা গ্রহণ অথবা ত্যাগ ইত্যাদি কোনরূপ সাংসারিক ব্যাপারেই যাহার প্রবৃত্তি নাই, সে ব্যক্তি অবশ্যই জিতমৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৬॥

রাগদ্বেষাদয়শ্চৈব কৃচ্ছ্রং বা শতশঃ প্রিয়ে।
ন প্রভূতং মহাদেবি তস্য সন্তাপনে খলু॥ ৭॥

প্রিয়ে! রাগ, দ্বেষ, অবিনয়, হেয়োপার্জ্জিত ধনাদি ও কৃচ্ছ্রসাধ্য কৃষি-গৃহাদি ও আর তাহার পরিতাপসমুদ্ভাবনে সমর্থ হয় না॥ ৭॥

ধর্ম্মজ্ঞানাদয়শ্চৈব সদ্গুণাঃ বিপুলৈস্তথা।
বিভবৈঃ সুখসৌভাগ্যৈঃ অনুযান্তি সদা হি তম্॥ ৮॥

তখন ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদি সদ্‌গুণ সমুদায় সুবিপুল বিভব ও সম্পূর্ণ সুখসৌভাগ্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া, স্বয়ংই তাহার অনুসরণ করে॥ ৮॥

ন চিন্তা নচ বৈ ক্লান্তির্নাশান্তির্বিদ্যতে তদা।
যৎ প্রাহুঃ পরমং লোকে হ্যমৃতং পরমেশ্বরি॥ ৯॥

তখন চিন্তা, বা ক্লান্তি অথবা অশান্তিও তাহার ত্রিসীমায় গমন

করে না। ঐরূপ অবস্থাকেই পণ্ডিতেরা অমৃতনামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

শ্রেয়স্কামস্ততো লোকো মনঃশুদ্ধিং বিধায় বৈ।
স্থাপয়েৎ পরমে দেবি পদে তস্মিন্ মহেশ্বরি ॥ ১০ ॥

অতএব পরমশ্রেয়োলাভের অভিলাষ থাকিলে, মনকে ভোগবাসনা-দৃষ্টি হইতে বিরত ও ভ্রান্তিশূন্য করিয়া, পরিণামে পরম সুখের সাধনভূত সত্যস্বরূপ নিরপায় পদে প্রতিষ্ঠিত করিবে ॥ ১০ ॥

ন বৈ মৃত্যুর্ন বৈ শ্রান্তির্ব্বিশ্রান্তিরতুলা যতঃ ॥ ১১ ॥

ঐ পদে মৃত্যু নাই, ক্লান্তি নাই। একমাত্র অতুল বিশ্রান্তি চিরকালই, বিরাজমান হইতেছে ॥ ১১ ॥

ভেদজ্ঞানে সদা দেবি পুরুষার্থবিধুরতা।
তত্র নো ধারয়েচ্চিত্তং মৃত্যুর্নৈব ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥

ভেদজ্ঞানের বশীভূত হইলে, পুরুষার্থলাভের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হইয়া থাকে। অতএব মনকে কোনমতেই ভেদজ্ঞানের ছন্দাংশেও গমন করিতে দিবে না। তাহা হইলে, নিশ্চয়ই অমৃতযোগভোগ হইবে। সন্দেহ নাই ॥ ১২ ॥

আহ্লাদস্বরূপে দেবি পথ্যরূপে তথৈব হি।
মধুরস্বরূপে চিত্তং যোজয়েৎ পরমে পদে ॥ ১৩ ॥

যাহা আদিতে পরম সুখ সমুদ্ভাবিত করে বলিয়া সাক্ষাৎ আহ্লাদস্বরূপ, যাহা মধ্যে ঐ সুখের পরিপাক বিধান করে বলিয়া মধুরস্বরূপ এবং যাহা অন্তে সমুদায় দুঃখ দূর করে বলিয়া পথ্যস্বরূপ, সেই জ্ঞানস্বরূপ পরম পদে মনকে সর্ব্বথা নিযোজিত করিবে ॥ ১৩ ॥

তদেব পরমং তত্ত্বং যত্র বুদ্ধের্বিকাসিতা।
অমৃতং লভতে হ্যাত্মা তত্র চিত্তং নিবেশয়েৎ ॥ ১৪ ॥

যাহার আশ্রয়মাত্র বুদ্ধি বিকসিত হয় ও আত্মা অমৃতস্বরূপ লাভ করে, তাহার নাম পরমতত্ত্ব। চিত্তকে ঐ তত্ত্বে সন্নিবেশিত করিবে ॥ ২৭ ॥

সৌভাগ্যঞ্চ মহৎ সাক্ষাৎ পণ্ডিতৈরুপদিশ্যতে।
তদেব পরমং তত্ত্বং তত্র চিত্তং নিবেশয়েৎ ॥ ২৭ ॥

পণ্ডিতেরা যাহাকে মূর্ত্তিমান্ মহাসৌভাগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারই নাম পরমতত্ত্ব। চিত্তকে ঐ তত্ত্বে সন্নিবেশিত করিবে ॥ ২৮ ॥

হিতমেকং পরং বস্তু মনসশ্চ মহেশ্বরি।
তদেব পরমং তত্ত্বং চিত্তং তত্র নিযোজয়েৎ ॥ ২৮ ॥

যাহা মনের একমাত্র হিতজনক, তাহারই নাম পরমতত্ত্ব। চিত্তকে ঐ তত্ত্বে সন্নিবেশিত করিবে ॥ ২৯ ॥

আদিমধ্যাবসানে তু সর্ব্বত্রৈব সমং হি যৎ।
তদেব পরমং তত্ত্বং চিত্তং তত্র নিবেশয়েৎ ॥ ২৯ ॥

যাহা আদি মধ্য অবসান সকল অবস্থাতেই সমান, তাহারই নাম পরমতত্ত্ব। চিত্তকে তাহাতে সন্নিবেশিত করিবে ॥ ৩০ ॥

সেব্যং শশ্বৎ সুখং সর্ব্বৈরনন্তরূপমেব হি।
তদেব পরমং তত্ত্বং চিত্তং তত্র নিবেশয়েৎ ॥ ৩০ ॥

যাহা সকল লোকের সেবনীয়; যাহার কোনকালে ক্ষয় নাই, যাহা

অনন্তস্বরূপ, সেই বস্তুকেই পরমতত্ত্ব নামে নির্দ্দেশ করে। চিত্তকে ঐ পরমতত্ত্বে নিয়োজিত করিবে॥ ৩১॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে অমৃতযোগো
নাম একাদশোধ্যায়ঃ।

দ্বাদশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

পুরা নৈব ভবিষ্যো নো নেদং কিঞ্চিন্মহেশ্বরি।
আত্মনো মায়কি শক্তির্মানসী ভ্রান্তিরেব হি॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

এই জগৎ পূর্ব্বে ছিল না, পরেও থাকিবে না। সুতরাং, ইহা কিছুই নহে। মনের ভ্রমমাত্র এবং পরমাত্মার মায়িক বিক্ষোভশক্তিমাত্র॥ ১॥

পুত্রশ্চৈব পিতা কস্মিন্ কালে মিত্রং ভবিষ্যতি।
শত্রুর্ব্বা পরমেশানি নাস্তি কার্য্যা বিচারণা॥ ২॥

পুত্রও কখন পিতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, মিত্রও কখন শত্রু হইয়া সমুদ্ভূত হয়, এ বিষয়ে কোনপ্রকার সংশয় নাই॥ ২॥

// পুরুষাশ্চ স্ত্রিয়ো হ্যাসন্ মায়াবিক্ষোভসংগ্রহাৎ ॥ ৩ ॥

আবার, পরমাত্মার মায়িক বিক্ষোভ প্রভাবে পুরুষও কখন স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

সত্যমেব কলিশ্চাসীৎ কলিঃ সত্যং তথাপ্রিয়ে।
দৃষ্টান্তং বহুলং লোকে পশ্যতাং খলু শঙ্করি ॥ ৪ ॥

সত্যও কলিযুগের ন্যায়, কলি ও সত্যযুগের ন্যায়, এবং ত্রেতাও দ্বাপর, সত্য ও কলিযুগের আচার ব্যবহার ও সন্নিবেশাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। দেখ, মহারাজ-নল সত্যযুগেও দ্যূতে প্রতারিত ও বিনাপরাধে-দণ্ডিত হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

ইতি কৃত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ৫ ॥

বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ঐরূপ চিন্তা করিয়া সর্ব্বতোভাবে একমাত্র বৈরাগ্যের অনুসরণ করেন ॥ ৫ ॥

আপাতরম্যা বিষয়াঃ পর্য্যন্তপরিতাপিনঃ।
ইতি কৃত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ৬ ॥

ধনজনাদি যাবতীয় বিষয়ই আপাততঃ যেরূপ মনপ্রাণের প্রীতি সমুৎপাদন করে, পরিণামে সেইরূপ সাতিশয় সন্তাপিত করিয়া থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঐরূপ চিন্তা করিয়া সর্ব্বতোভাবে একমাত্র বৈরাগ্যের অনুসরণ করেন ॥ ৬ ॥

কিমস্তি বিষয়ো লোকে যত্র নাস্তি ভয়ং বহু।
ইতি কৃত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ৭ ॥

সংসারে এরূপ কি বস্তু আছে, যাহাতে ভয়বাহুল্য নাই। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐরূপ চিন্তা করিয়া, সর্ব্বতোভাবে একমাত্র বৈরাগ্যের অনুসরণ করেন ॥ ৭ ॥

কুত্র চিন্নো ক্বচিৎ দেবি স্থায়িত্বং বিদ্যতে খলু।
ইতি কৃত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ৮ ॥

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কুত্রাপি কোনরূপ অবিনশ্বর বস্তু লক্ষিত হয় না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঐরূপ চিন্তা করিয়া সর্ব্বতোভাবে একমাত্র বৈরাগ্যের অনুসরণ করেন ॥ ৮ ॥

কল্যাণং লভতে নৈব ভদ্রং বা কুত্রচিৎ প্রিয়ে।
ইতি কৃত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ৯ ॥

সংসারের কোন বিষয়ই ভোগ করিয়া, কোনরূপ কল্যাণ বা ভদ্র-লাভের সম্ভাবনা নাই। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া, সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্যের অনুসরণ করেন ॥ ৯ ॥

মাতা ভবতি শত্রুশ্চ পিতা বাপি মনস্বিনি।
ইতি কৃত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ॥ ১০ ॥

সংসারে অনেক সময় মাতাও শত্রু হইয়া থাকে এবং পিতাও বিরুদ্ধপক্ষে অনেক সময় অভ্যুত্থান করেন। যাহার বুদ্ধি আছে, সে ব্যক্তি এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া, সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্যের অনুসরণ করে॥ ১০ ॥

আপদো বিপদো দেবি ভবন্তি হি হিতাদপি।

ইতি কৃত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ১১ ॥

আমরা যাহাকে নিতান্ত হিত বলিয়া কল্পনা করি, সময়ে সময়ে তাহা হইতেও আপদ ও বিপদ পরম্পরা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-গণ এই প্রকার পর্য্যালোচনা করিয়া সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্যের অনুসরণ করেন ॥ ১১ ॥

আশা কুজ্‌ঝটিকা চৈব হৃদয়ং ছাদয়ত্যলম্।

ইতি কৃত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ১২ ॥

আশা কুজ্‌ঝটিকা স্বরূপ। কুজ্‌ঝটিকায় যেরূপ সমস্ত সংসার আচ্ছন্ন হয়, আশাও সেইরূপ হৃদয়কে ঘোরায়িত করিয়া থাকে। যাহার কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে, সে ব্যক্তি এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া সর্ব্বতোভাবে বৈরা-গ্যের অনুসরণ করেন ॥ ১২ ॥

ধনেন লভ্যতে সৌখ্যং নৈব কিঞ্চিন্মহেশ্বরি।

ইতি মত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ১৩ ॥

ধনেও কখন কিছুমাত্র সুখ প্রতিপত্তির সম্ভাবনা নাই। কারণ, ধনীরও রোগ শোক ভোগ হইয়া থাকে। এবং রোগ হইলে, ধনীকেও ঔষধাদি সেবন করিতে হয় ॥ ১৩ ॥

অয়ং মাতা পিতা দেবি প্রত্যক্ষং দেবতা যথা।

বহুভক্তিযুতা চৈব শ্রদ্ধয়াচ সমন্বিতা ॥ ১৪ ॥

এই পিতা বা এই মাতা, সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায়। লোকে ইহাদিগকে কতই ভক্তি ও কতই শ্রদ্ধা করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

মৃত্যুর্ন ক্ষমতে দেবি তৃণবৎ গ্রসতে তথা।

ইতি কৃত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ১৫ ॥

লোকে এইরূপে প্রাণপণে ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিলেও, মৃত্যু কখন

পরিহার করে না। সামান্য তৃণকে যেমন, অসামান্যগৌরবসম্পন্ন সেই পিতা মাতাকেও তেমন গ্রাস করিয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই সকল সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া একমাত্র বৈরাগ্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

অয়ং বন্ধুস্তথা দেবি প্রণয়ো মূর্ত্তিমান্ খলু।
মৃত্যুর্ন ক্ষমতে তস্য তৃণবদগ্রাসতে সদা ॥ ১৬ ॥

এই বন্ধু, সাক্ষাৎ প্রণয়ের ন্যায়; লোকে কতই স্নেহ করে ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু মৃত্যু তাহাকেও পরিহার করে না। ঐ পথিমধ্যে পতিত সামান্য তৃণের ন্যায় গ্রাস করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

এবমেবং সদা মৃত্যু র্গ্রসতে বহুলং জগৎ।
ইতি কৃত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ১৭ ॥

এইরূপে মৃত্যু জগতের পর জগৎ কতই গ্রাস করিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া, সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্যের অনুসরণ করেন ॥ ১৭ ॥

অভ্রংলিহো মহামায়ে পর্ব্বতোয়ং বরাননে।
পতিষ্যতি ক্ষণদেব তৃণবন্ন চ সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

এই পর্ব্বত আকাশ স্পর্শ করিয়া, বিরাজমান হইতেছে। কিন্তু একদিন তৃণের ন্যায়, তৎক্ষণাৎ ভূমিসাৎ হইবে ॥ ১৮ ॥

এবমেবং সদা মৃত্যুর্গ্রসতে মহতাং বহু।
ইতি মত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ১৯ ॥

এইরূপে মৃত্যু সংসারের কত উচ্চশির অবনত করিয়া, ভূপাতিত করিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া বুদ্ধিমান্ পুরুষ সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্যের অনুসরণ করেন ॥ ১৯ ॥

কীটোঽয়ং পশ্যতাং ভদ্রে ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতরস্তথা।
মৃত্যুর্ন ক্ষমতে তস্য গ্রসতে চ বলান্বিতঃ ॥ ২০ ॥

মহাপ্রাণগণের কথা দূরে থাক, যাহা ক্ষুদ্র অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, মৃত্যু সেই কীটকেও ক্ষমা করে না। প্রত্যুত, বলপূর্ব্বক গ্রাস করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

এবমেবং সদা মৃত্যুর্গ্রসতে ক্ষুল্লকান্ বহু।
ইতি কৃত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ২১ ॥

এইরূপে মৃত্যু সংসারের কত ক্ষুদ্রতর বস্তুর বিনাশ করিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। এই সকল বিচার করিয়া, বুদ্ধিমান্ পুরুষ সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্যের অনুসরণ করেন ॥ ২১ ॥

কতিকন্যঃ কতিপুত্রাঃ কতিস্ত্রিয়স্তথৈব চ।
ভবন্তি মৃত্যুগাৎ দেবি গণনা কুত্র বিদ্যতে ॥ ২২ ॥

সংসারের কত কন্যা, কত পুত্র ও কত স্ত্রী মৃত্যুর অতলস্পর্শ উদর গহ্বরে পতিত হইয়াছে, তাহার গণনা নাই ॥ ২২ ॥

এবমেবং বিনশ্যন্তি পুত্রাদ্যাশ্চ কতি প্রিয়ে।
ইতি কৃত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ২৩ ॥

এইরূপে কত পুত্র, কত কন্যা ও কত স্ত্রী আবার মৃত্যুর কবলসাৎ হইবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া, সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন ॥ ২৩ ॥

উপাদেয়ং ভবেদ্ধেয়ং সাধবো হ্যমরা নহি।
ইতি কৃত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে সদা ॥ ২৪ ॥

সংসারের উপাদেয় বস্তুও কালে অতিমাত্র হেয় হইয়া থাকে। সাধুরও

আবার মৃত্যু ঘটনা হয়। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন ॥ ২৪ ॥

পূর্ণিমা ন সদা দেবি বসন্তশ্চ তথৈবহি।
গম্ভীরং কুহুজং বিদ্ধি তমো ঘোরং ভয়ানকম্ ॥ ২৫ ॥

পূর্ণিমার রজনীর সহিত অমাবস্যার ঘোর গভীর ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথিনীর তুলনা করিয়া দেখ। আবার, বসন্তের পর প্রচণ্ডদহন তুল্য অতীব দুঃসহ গ্রীষ্মের আবির্ভাব হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

ইদং বৈ মিশ্রিতং সর্ব্বং সুখং দুঃখং সদা প্রিয়ে।
ইতি মত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে সদা ॥ ২৬ ॥

এইরূপে সংসারে সুখ দুঃখ সর্ব্বদাই মিশ্রিত হইয়া আছে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া বুদ্ধিমান্ পুরুষ সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্যের অনুসরণ করেন ॥ ২৬ ॥

একং ন রমতে চিত্তং যৌবনং ন চবৈ সদা।
ইতি কৃত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ২৭ ॥

মন সর্ব্বদা এক বিষয় ভোগ করিয়া পরিতৃপ্তি অনুভব করে না; যৌবনও কখন চিরস্থায়ী হয় না। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া, বুদ্ধিমান্ পুরুষ সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্য আশ্রয় করেন ॥ ২৭ ॥

ন প্রাতঃর্ন চ বৈ সন্ধ্যা সমভাবং খলু প্রিয়ে।
ইতি মত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ২৮ ॥

মানুষের অতি দীর্ঘকালের কথা আর কি বলিব; তাহার প্রাতঃকাল যেরূপ, সায়ংকাল সেরূপে অতিবাহিত হয় না। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন ॥ ২৮ ॥

কল্যং কিং ভবিতা মহ্যম্ দূরে কুরু মনস্বিনি।
পরং ক্ষণং ন জানীত বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ২৯ ॥

কল্য আমার কি হইবে, সে কথা তুমি দূরে পরিহার কর; পরক্ষণে কি হইবে, তাহা কেহই জানে না। ইহা অপেক্ষা ভ্রষ্টতা আর কি হইতে পারে? এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া; বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্য আশ্রয় করেন ॥ ২৯ ॥

একং হস্তগতং দূরে ত্বপরং পশ্য পার্ব্বতি।
ইতি কৃত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ৩০ ॥

এক বিষয় হস্তগত হইলে, অপর বিষয় দূরগত হইয়া থাকে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া, বুদ্ধিমান্ পুরুষ সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্য আশ্রয় করেন ॥ ৩০ ॥

আশাভঙ্গো মনোভঙ্গ আত্মভঙ্গস্তথা খলু।
ইতি কৃত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ৩১ ॥

লোকে যাহা আশা করে, তাহা সিদ্ধ হয় না, যাহা মনে করে তাহাও সিদ্ধ হয় না; ইহার উপরি পদে পদেই তাহার আত্মভ্রংশ হইয়া থাকে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া; বুদ্ধিমান্ পুরুষ বৈরাগের আশ্রয় গ্রহণ করেন ॥ ৩১ ॥

বিদ্যা ন ফলতে দেবি জ্ঞানং চৈব মনস্বিনি।
ইতি কৃত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ৩২ ॥

লোকে নানাপ্রকার ক্লেশভার স্বীকার পুরঃসর যে বিদ্যা বা জ্ঞান উপার্জ্জন করে, তাহাও সকল সময়েই সফল হয় না। এই কারণে বুদ্ধিমান্ পুরুষ সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্যের অনুসরণ করেন ॥ ৩২ ॥

অয়ং গেহঃ সদা রম্যো বহুযত্নেন লালিতঃ।
অবশ্যং ত্যজ্যতে দেবি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ৩৩ ॥

লোকে যে বহু যত্ন সহকারে আপনার মনোগত করিয়া, গৃহ নির্ম্মাণ করে, তাহাও অবশ্য এক দিন ত্যাগ করিতে হয়। এই কারণে বুদ্ধিমান্ পুরুষ বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

মমতা যত্র বহুলা হ্যাঘাতে ক্ষুল্লকে তথা।
দেহোয়ং ন তু বৈ দেবি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ৩৪ ॥

অতি সামান্য মাত্র আঘাত লাগিলেও, যাহার উপরি অতীব অসামান্য মমতার সঞ্চার হয়, সেই দেহও একদিন অবশ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। বুদ্ধিমান পুরুষ এই প্রকার বিচার করিয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন ॥ ৩৪ ॥

ভয়ং শঙ্কা সদাপ্যস্মিন্ সংসারে চ মনস্বিনি।
নিদ্রাহারবিহারেষু পরীহারো নবৈ তথা ॥ ৩৫ ॥

অয়ি মনস্বিনি ! এই সংসারে নিদ্রা, আহার ও বিহার কোন বিষয়ই ভয় বা শঙ্কা শূন্য নহে। এ বিষয়ে রাজা প্রজা প্রভেদ নাই ॥ ৩৫ ॥

ইতি কৃত্বা মহেশানি বৈরাগ্যং ভজতে বুধঃ ॥ ৩৬ ॥

এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া বুদ্ধিমান্ পুরুষ সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্য আশ্রয় করেন ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে বৈরাগ্যযোগো নাম দ্বাদশোধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বিনা কর্ম্ম মহেশানি ন সিদ্ধিং লভতে নরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সদা কর্ম্মপরো ভবেৎ ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

কর্ম্ম বিনা লোকে কখন সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। এই জন্য সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রযত্নে কর্ম্মপরায়ণ হইবে ॥ ১ ॥

অহং বৈ হ্যভবং দেবি মহেশঃ কর্ম্মরূস্তথা ॥ ২ ॥

আমি যে মহেশ্বর হইয়াছি, একমাত্র কর্ম্মানুষ্ঠানই তাহার কারণ ॥ ২ ॥

বিনা কর্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি সূর্য্যচন্দ্রগ্রহাদয়ঃ ॥ ৩ ॥

সূর্য্য চন্দ্র গ্রহাদি কেহই কর্ম্ম বিনা থাকিতে পারে না ॥ ৩ ॥

উদয়ং ভজতে নিত্যং অস্তং চাপি মহেশ্বরি।
সূর্য্যোঽয়ং শশিনা সার্দ্ধং বহুনা ভাষিতেন কিম্ ॥ ৪ ॥

ঐ দেখ, সূর্য্য ও চন্দ্র প্রতিদিন নিয়মানুসারে উদয় ও অস্তগমন রূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

তেষাং কর্ম্মবলাত্তস্মাজ্জগতাং স্থিতিরিত্যপি ॥ ৫ ॥

তাহাদের ঐরূপ কর্ম্মযোগ প্রভাবেই জগতের ঈদৃশী স্থিতি বিহিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

নিত্যং বায়ুস্তথা দেবি যদি নৈব সুসঞ্চরেৎ।
তদা কথং ভবেল্লোকঃ স্থিতিমাংশ্চ মহেশ্বরি ॥ ৬ ॥

দেবি! ঐ দেখ, সমীরণ নিত্য যদি যথা নিয়মে এইরূপে সঞ্চরণ না করে, তাহা হইলে; লোকের জীবনধারণ দুঃসাধ্য ও স্থিতিলাভও অসম্ভব হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

অনলোয়ং সদা পশ্য প্রজ্বলংশ্চ তথৈ বহ্নি ॥ ৭ ॥

ঐ দেখ, অনলও সর্ব্বদা সেই ভাবে প্রজ্বলিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

পৃথিব্যা ধার্য্যতে নিত্যং সদাৎ ন চলিতং ক্বচিৎ ॥ ৮ ॥

ঐ দেখ, পৃথিবীও নিত্য সেই ভাবে সকলকে ধারণ করিতেছে। কখন কোনরূপে এই নিয়মের অতিবর্ত্তন করে না ॥ ৮ ॥

আকাশোয়ং তথা নিত্যং বহতে বহুভারকম্ ॥ ৯ ॥

ঐ দেখ, আকাশও প্রতি নিয়ত বহু ভার বহন করিতেছে ॥ ৯ ॥

এবমেবং সদা কর্ম্মবেষ্টিতং সকলং জগৎ ॥ ১০ ॥

এইরূপে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র কর্ম্মেরই আয়ত্ত বা পরতন্ত্র। এই কারণে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ম্মপরায়ণ হইবে ॥ ১০ ॥

কর্ম্মণা সুখমশ্নানি দুঃখঞ্চাপি তথা প্রিয়ে।
অনিচ্ছন্তোপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্ম্মবায়ুনা ॥ ১১ ॥

কর্ম্ম দ্বারাই সুখ লাভ হয়, আবার কর্ম্ম প্রভাবেই দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। লোকের ইচ্ছা না থাকিলেও তাহারা অতিমাত্র অনায়ত্ত হইয়া, কর্ম্মরূপ বায়ু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

কর্ম্মণা জন্ম বৈ নৃলোকে ম্রিয়তে চ পুনঃপুনঃ ॥ ১২ ॥

লোকে যে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ বা পুনঃ পুনঃ মৃত্যু ভোগ করে, একমাত্র কর্ম্মই তাহার কারণ ॥ ১২ ॥

কর্ম্মণা নীয়তে যত্র তত্র বৈ লভতে স্থিতিম্ ॥ ১৩ ॥

কর্ম্মবলে লোক সকল যেখানে নীয়মান হয়, সেই খানেই তাহাদের স্থিতি লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রঃ কর্ম্মবলাদ্দেবি শতযজ্ঞসমন্বিতাৎ।
প্রাপ্তবান্ স পদং দিব্যং তস্মাৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ১৪ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র শত যজ্ঞরূপ কর্ম্মবলে বর্ত্তমান পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই কারণে সতত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ১৪ ॥

প্রযান্ত্যায়ান্ত্যমুত্রেহ কর্ম্মশৃঙ্খলযন্ত্রিতাঃ।
যাবন্নক্ষীয়তে কর্ম্ম তাবন্মুক্তিঃ কুতো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

লোকে কর্ম্মরূপ শৃঙ্খলেই নিগড় সংযত হইয়া, ইহলোকে বারংবার যাতায়াত করিয়া থাকে। যত দিন না কর্ম্মের ক্ষয় হয়, তাবৎ মুক্তি লাভে সমর্থ হওয়া যায় না ॥ ১৫ ॥

দ্বিবিধং কর্ম্ম দেবেশি শুভঞ্চাশুভমেবহি ॥ ১৬ ॥

শুভ ও অশুভভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ ॥ ১৬ ॥

যত্র বৈ যাতনাস্তীব্রা ভবন্তি চ পদেপদে।
অশুভং কথ্যতে কর্ম্ম পণ্ডিতৈঃ কর্ম্মবেদিভিঃ ॥ ১৭ ॥

যাহার অনুষ্ঠান করিলে, বিবিধ তীব্র যাতনা পদে পদে ভোগ হইয়া থাকে, কর্ম্মবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে অশুভ কর্ম্ম বলিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শৃণু দেবি সমাহিতম্।
তাবন্ন জায়তে মুক্তিরন্যোপায় সহস্রকৈঃ ॥ ১৮ ॥

শুভ বা অশুভ যে কোন কর্ম্মই হউক, কর্ম্মের ক্ষয় না হইলে, কখনই মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায় না ॥ ১৮ ॥

নিষ্কামং ক্রিয়তে যাবৎ কর্ম্ম দেবি তদা খলু।
অজ্ঞানং ক্ষীয়তে জন্তোরাত্মা বৈ নির্ম্মলস্তথা॥ ১৯॥

সর্ব্বপ্রকারফলকামনাবিহীন হইয়া, কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেই, লোকের অজ্ঞান দূরীভূত ও তৎসহকারে আত্মার মালিন্য অন্তর্হিত হইয়া থাকে॥ ১৯॥

ইদমেব শুভং প্রাহুঃ পণ্ডিতাস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ২০॥

তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ এইরূপ কর্ম্মকেই শুভকর্ম্ম বলিয়াছেন॥ ২০॥

জ্ঞানং যদা ভবেদ্দেবি তদা বৈ ব্রহ্ম শাশ্বতম্।
লভতে নিশ্চয়ং মুক্তিং নাস্তি কার্য্যা বিচারণা॥ ২১॥

জ্ঞানের আবিষ্কার মাত্রেই জীব সনাতন ব্রহ্ম ও তৎসহকারে মুক্তি লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে কোনরূপ বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই॥ ২১॥

মায়াময়মিদং সর্ব্বং বিদিত্বৈবং সুখীভবেৎ।
সত্যমেকং পরব্রহ্ম তথৈব পরমেশ্বরি॥ ২২॥

এই দৃশ্যমান বিশ্ব একমাত্র মায়াবলেই কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা মিথ্যা। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। এইরূপ জ্ঞানের সঞ্চার হইলেই, সুখী হওয়া যায়॥ ২২॥

ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনস্য জপহোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
জায়ন্তে বিফলং দেবি কাণচক্ষুরিব প্রিয়ে॥ ২৩॥

যাহার ব্রহ্মজ্ঞান নাই, তাহার জপ হোমাদি ক্রিয়া সমস্ত, কাণ চক্ষুর ন্যায়, সর্ব্বথা বিফল হইয়া থাকে॥ ২৩॥

বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনম্।
একমেব পরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞাত্বা সুখী ভবেৎ॥ ২৪॥

বালকের ক্রীড়া যেমন কিছুই নহে, রূপনামাদি কল্পনাও তদ্বৎ সর্ব্বৈব মিথ্যা। একমাত্র ব্রহ্মই কেবল সত্য। ইহা জানিলেই সুখী হওয়া যায় ॥ ২৪ ॥

নিষ্কামো হি তদা দেবি কর্ম্মযোগং সমাচরেৎ ॥ ২৫ ॥

এই কারণে কামনাপরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বদা কর্ম্মযোগের অভ্যাস করিবে ॥ ২৫ ॥

ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাৎ উপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ ॥ ২৬ ॥

শত শত জপ, শত শত হোম অথবা শত শত উপবাস করিলেও, মুক্তিলাভ হয় না। আমিই ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হইলেই, জীব মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং ন যোগো ন চ পূজনম্ ॥ ২৭ ॥

সমুদায়ই ব্রহ্ম, এইপ্রকার জ্ঞান যোগ প্রাদুর্ভূত হইলে, যোগ বা পূজায় আর প্রয়োজন হয় না ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং বিনাকর্ম্ম ন লভ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সদা কর্ম্মপরো ভবেৎ ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর নাই। একমাত্র কর্ম্মবলেই উহা লব্ধ হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা কর্ম্মপরায়ণ হইবে ॥ ২৮ ॥

সত্যং বিজ্ঞানমানন্দমেকং ব্রহ্ম ন পশ্যতঃ।
কিং ব্রতৈর্নিয়মৈর্দেবি কিং দানৈর্বা মহেশ্বরি ॥ ২৯ ॥

সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, বিজ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে অবগত না

হইলে, ব্রত, নিয়ম বা দান কিছুতেই কোনরূপ ইষ্টাপত্তির সম্ভাবনা নাই ॥ ২৯ ॥

নক্ষত্রাণি তথা দেবি মহতামিতি শুশ্রুমঃ।
আত্মানঃ কর্ম্মণা লব্ধাস্তস্মাৎ কর্ম্ম প্রশস্যতে ॥ ৩০ ॥

দেবি! ঐ যে আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র সকল বিরাজ করিতেছে, শুনিতে পাই, উহারা মহাপুরুষগণের আত্মা। কর্ম্মবলেই ঐরূপ সর্ব্বলোক-প্রকাশক নক্ষত্রযোনি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

আত্মাপ্যেকঃ কথং রাজা কথং বৈ পরমেশ্বরি।
প্রজা লোকে বিজানীয়াৎ কর্ম্মণাং গতিরীদৃশী ॥ ৩১ ॥

আত্মা যদি একভিন্ন দ্বিতীয় নাই, তাহা হইলে, একজন রাজা আর অপরে তাহার প্রজা হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি? একমাত্র কর্ম্মবলেই ঐরূপ রাজা প্রজা ভেদ সংঘটিত হয় ॥ ৩১ ॥

একস্মিন্ পাদপে নিত্যং ফলভেদো যথা প্রিয়ে।
একস্মিন্নৌরসে তদ্বৎ প্রসবো ভেদভাগ্ ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

এক বৃক্ষে যেমন পৃথক্ পৃথক্ আকারের ফল ফলিয়া থাকে, সেইরূপ এক ঔরসে বিভিন্ন প্রকৃতির সন্তান সকল সমুৎপন্ন হয়। একমাত্র কর্ম্মই তাহার কারণ ॥ ৩২ ॥

শুভং কর্ম্ম শুভং ধত্তে হ্যশুভং সদৃশং খলু ॥ ৩২ ॥

শুভকর্ম্ম শুভফল প্রসব করে আর অশুভকর্ম্ম অশুভফল সমুদ্ভাবন করিয়া থাকে। লোকে যে সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করে, শুভকর্ম্মই তাহার অদ্বিতীয় হেতু রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ॥ ৩২ ॥

কর্ম্মযোগমিদং দেবি পরং যোগ উদাহৃতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধয়েৎ সততং বুধঃ ৩৩ ॥

দেবি! এই কর্ম্মযোগ সকল যোগের সার। এই জন্য বুদ্ধিমান্ পুরুষ সর্ব্ব প্রযত্নে ইহার সাধন করিবেন॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে কর্ম্মযোগো
নাম ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ।

চতুর্দশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

মন এব মহেশানি বন্ধমোক্ষস্য কারণম্।
ইতি বিদ্বান্ ভবেন্মুক্তো হ্যবিদ্বান্ বন্ধনং লভেৎ॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

অয়ি মহেশ্বরি! লোকের মনই বন্ধ ও মুক্তির কারণ। ইহা যিনি বিশেষ রূপে অবগত, তিনিই মুক্তিলাভ করেন; যে ব্যক্তি ইহা জানে না, তাহারই বন্ধন সংঘটিত হয়॥ ১॥

ইদং হেয়মিদং গ্রাহ্যমুপাদেয়মিদং পরম্।
ইদং লভ্যমিদং হানিরিদং বৈ বৃদ্ধিসাধনম্॥ ২॥

লোকে সতত মনেরই কল্পনাবশে আশাপাশে বদ্ধ হইয়া, ইহা হেয়, ইহা উপাদেয়, ইহা গ্রাহ্য, ইহা অগ্রাহ্য; ইহাতে লাভ হইবে, ইহাতে তাহার বিপরীত হইবে এবং ইহাতে বৃদ্ধি লাভের সম্ভাবনা, এইরূপ

নানাপ্রকার আকাশভাবনার আবিষ্কার করত সংসার মার্গে বিচরণ করে ॥ ২ ॥

হেয়ং নৈব তু কিঞ্চিদ্বৈ গ্রাহ্যং বা পরমেশ্বরি ॥ ৩ ॥

কিন্তু সংসারে হেয় বা গ্রাহ্য কিছুই নাই। কেন না, সমস্তই ব্রহ্মময় ॥ ৩ ॥

// একমেব পরং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ং নাস্তি বৈ কদা ॥ ৪ ॥

সেই ব্রহ্ম এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। ইহা যে ব্যক্তি অবগত; তাহার নিকট আবার হেয় উপাদেয় কি? ৪ ॥

উপাদেয়ং পরং ব্রহ্ম হেয়ং নৈব মহেশ্বরি।
ইতি বিদ্বান্ সদা মুক্তো যোগৈঃ কিং তস্য বৈ ভবেৎ ॥৫

সেই ব্রহ্ম অপেক্ষা উপাদেয় কিছুই নাই। তাহাতে কিছুমাত্র হেয়াংশতা নাই। ইহা যে ব্যক্তি অবগত, সে সকল কালেই মুক্ত হইয়া থাকে। তাহার আর অন্যবিধ যোগসাধনে আবশ্যকতা নাই ॥ ৫ ॥

ভুক্ত্বা বহুবিধা ভোগাঃ পরিতৃপ্তির্ন জায়তে।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ৬ ॥

পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ্য বিষয় ভোগ করিলেও, কাহারও কখন আশানিবৃত্তি হয় না। প্রত্যুত, ঘৃতাহুত অনলের ন্যায়, সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

দুর্জ্ঞানরূপিণী দেবি মহামোহময়ী তথা।
মায়া সাহসীমা বিদ্ধি সর্ব্বগ্রাসকরী পরম্ ॥ ৭ ॥

মায়ার সীমা নাই; দুজ্ঞান ও মহামোহ এই দ্বিবিধ উপাদানে মায়ার স্বরূপ সংঘটিত হইয়াছে। উহা সহজেই সমস্ত গ্রাস করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

মুহূর্ত্তদ্বয়মধ্যাত্তু ঘটযেদ্বহুবার্ষিকীম্।

দশান্তরাযোগশক্তিং স্বল্পপ্রাণাবসাদনী॥ ৮॥

এই মায়া মুহূর্ত্তদ্বয় মধ্যে বহুবর্ষব্যাপিনী অবস্থা, সংঘটিত ও ক্ষুদ্র-প্রাণদিগকে অবসাদিত করে॥ ৮॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

অনাহতং ধাবমানং মায়াচক্রং মহেশ্বর।

ভবিতা রুদ্ধবেগং হি কেনোপায়েন কথ্যতাম্॥ ৯॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

এই মায়াচক্র অনাহত বেগে ধাবমান হইতেছে। কি উপায়ে ইহার বেগ রোধ হইতে পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করুন॥ ৯॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

চিত্তমেব মহেশানি নাভিশ্চক্রস্য দুর্দ্দমম্।

পৌরুষেণ তথা বুদ্ধ্যা চক্রঞ্চ বিনিবর্ত্তিতম্॥ ১০॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

চিত্তই এই মায়াচক্রের নাভি। পৌরুষ প্রযত্নসহকৃত বুদ্ধি সহায়ে এই চক্র বিনিবর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ১০॥

রজ্জুনা চ যথা বদ্ধং ক্রীড়াচক্রস্য কীলকম্।

চিত্তং নিগৃহীতং তদ্বন্মায়া চক্রস্য রোধনম্॥ ১১॥

যেরূপ বালকদিগের ক্রীড়াচক্রের কীলক রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিলে, আর ঘুরিতে পারে না; তদ্রূপ নাভিস্বরূপ ঐ চিত্তকে নিগৃহীত করিলে, মায়াচক্রের গতিরোধ হইয়া থাকে॥ ১১॥

চিত্তে চ সংযতে দেবি আত্মা শান্তো ভবিষ্যতি॥ ১২॥

চিত্তকে নিগৃহীত করিলে, আত্মার শান্তি লাভ হইয়া থাকে॥ ১২॥

ন গৃহীতে তথা চিত্তে যত্নাতিশয়যোগতঃ।
সংসারব্যাধিরীশানি প্রশমং ন গমিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

চিত্তকে নিগৃহীত না করিলে, যত্নাতিশয় প্রদর্শন করিয়াও, সংসার রূপ উৎকট রোগের শান্তি করণে সমর্থ হওয়া যায় না ॥ ১৩ ॥

তীর্থং দানং তপস্ত্যক্ত্বা তস্মাদ্বৈ পরমেশ্বরি।
চিত্তস্য নিগ্রহে যত্নঃ প্রকর্ত্তব্যো বিধানতঃ ॥ ১৪ ॥

অতএব তীর্থ পর্য্যটন, দান বা তপস্যা ত্যাগ করিয়া, মনের নিগ্রহণে যথা বিধানে বিশিষ্ট রূপ যত্ন করিবে ॥ ১৪ ॥

ইদমেব পরং বিদ্ধি শ্রেয়সাং সাধনং প্রিয়ে ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ে! ঐরূপে মন নিগৃহীত করিলে, নিশ্চয়ই শ্রেয়ঃপ্রতিপত্তি সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে মনোনিগ্রহ-
যোগোনাম চতুর্দশোধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সংসারবিস্তৃতিশ্চিত্তমেব প্রাহুর্মনীষিণঃ।
তস্মাৎ চিত্তবিনাশে বৈ যত্নং কুর্য্যাদ্যথাবিধি ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

মনীষিগণ একমাত্র চিত্তকেই সংসারবিস্তৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্য চিত্তের বিনাশে যথা বিধানে যত্নপরায়ণ হইবে ॥ ১ ॥

কুম্ভনাশে যথা কুম্ভাকাশএব বিনশ্যতি।
তথা বৈ বিলয়ে দেবি মনসঃ সংস্থতিলয়ঃ ॥ ২ ॥

কুম্ভের বিনাশ হইলে, যেরূপ কুম্ভাকাশও বিনষ্ট হইয়া থাকে, মনের ভয় হইলে তদ্রূপ সংসারেরও শান্তি হয় ॥ ২ ॥

ত্যক্ত্বা তাং কল্পনাং দেবি ত্যক্ত্বা ভূতভবিষ্যকম্।
বর্ত্তমানং চরেৎ সাধু যদৃচ্ছাগতমেবতু ॥ ৩ ॥

সমুদায় কল্পনা পরিশূন্য হইয়া, ভূত ভবিষ্য পরিহার করিয়া, যদৃচ্ছা প্রাপ্ত বর্ত্তমান কার্য্যমাত্রের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৩ ॥

তদা চিত্তং লয়ং বিদ্ধি গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
যত্র চিত্তং তত্র কলা যত্র সা তত্র বৈ মনঃ ॥ ৪ ॥

ঐরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, মন নিঃসন্দেহই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেখানে চিত্ত, সেই খানেই কল্পনা এবং যেখানে কল্পনা, সেই খানেই চিত্ত ॥ ৪ ॥

আত্মা বৈ সাধনং দিব্যং দর্শনে পরমাত্মনঃ।
বিবেকে চ তথা দেবি ইতি চাত্মবিদাং মতম্ ॥ ৫ ॥

আত্মার সাহায্যেই পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারা যায় এবং আত্মাই আত্মবিবেকের অদ্বিতীয় সাধন বা একমাত্র উপায়যোগ বলিয়া, আত্মবিদ্ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিগণিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

তস্মাদ্ধ্যানাদ্গৃহ্য চিত্তং যত্নেন খলু পার্ব্বতি।
সতি শাস্ত্রে তথা সঙ্গে সর্ব্বথা চ প্রবর্ত্তয়েৎ ॥ ৬ ॥

উল্লিখিত কারণে মনকে বলপূর্ব্বক বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, যত্নপূর্ব্বক সৎশাস্ত্রে ও সৎসঙ্গে সর্ব্বতোভাবে প্রবর্ত্তিত করিবে॥ ৬॥

কল্পনাঞ্চ পরিত্যজ্য সর্ব্বাবস্থাং গতস্তথা।
অহন্তাং মমতাং চৈব আশাপাশেন রন্ত্রিতাম্॥ ৭॥

সকল অবস্থাতেই কল্পনা বিসর্জ্জন, আমি আমার ইত্যাকার বাসনা বন্ধন নিরসনও আশা পাশ দূরে পরিহরণ করিবে॥ ৭॥

ইষ্টানিষ্টে ন বৈ সক্তো নিষ্ঠাত্যন্তসমন্বিতঃ।
চিন্মাত্রে সজ্জয়েৎ চিত্তং বাহ্যভাববিবর্জ্জিতঃ॥ ৮॥

ইষ্ট বা অনিষ্ট যাহাই ঘটুক, তাহাতে কথন মন না দিয়া এবং বাহ্যভাব-বিবর্জ্জিত হইয়া, ঐকান্তিকনিষ্ঠাসহকারে মনকে চিন্মাত্রে সংনিবেশিত করিবে॥ ৮॥

বিসৃজ্য দ্বৈতভাবঞ্চ আত্মানং বৈ সমাশ্রয়েৎ।
অখণ্ডিতস্তদা ভূত্বা সংসারে স্থিতিমান্ ভবেৎ॥ ৯॥

যাবতীয় দ্বৈতভাব বিসর্জ্জন করিয়া, একমাত্র আত্মাকেই অবলম্বন করিবে। তাহা হইলেই, সংসারে অখণ্ডিত ভাবে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবে॥ ৯॥

তত্ত্বে বৈ লীনচিত্তানাং পরমে চ মহেশ্বরি।
হালাহলং তথা ঘোরং অমৃতায় ভবত্যুত॥ ১০॥

যাঁহারা পরব্রহ্মরূপ পরমতত্ত্বে সর্ব্বদাই মন অর্পিত করিয়া, অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের নিকট ঘোর হালাহল বিষও অমৃতস্বরূপ পরিগ্রহ করে॥ ১০॥

সুখং দুঃখং তথা শোকো হর্ষো বাপি মহেশ্বরি।
ন তেষাং ভেদনে শক্তং বহুনা ভাষিতেন কিম্॥ ১১॥

আমি আর অধিক কি বলিব, সুখ দুঃখ, শোক হর্ষ, কিছুতেই তাহাদের কোন প্রকার বিকার সমুদ্ভাবনে সমর্থ হয় না॥ ১১॥

পর্ব্বতা ইব দুর্ভেদ্যা ভবন্তি প্রভবন্তি তে।
অনলা ইব দুর্দ্ধর্ষা মৃত্যুনাপি মহেশ্বরি॥ ১২॥

তাঁহারা সর্ব্বদাই অসীম প্রভুশক্তি বিশিষ্ট ও পর্ব্বতের ন্যায় দুর্ভেদ্য এবং অগ্নির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া থাকেন॥ ১২॥

সম্বিন্মাত্রপরা যে বৈ সংসারভ্রান্তিসান্ন চ।
মহামোহৈঃ প্রতিচ্ছন্না নো ভবন্তি কদাচন॥ ১৩॥

যাহারা ঐরূপে সেই অনন্ত চিন্মাত্রেই চিত্তপ্রাণ অর্পিত করিয়াছেন, তাঁহারা কখন সংসার ভ্রমের বশতাপন্ন অথবা মহামোহেও কখন প্রতিচ্ছন্ন হন না॥ ১৩॥

আশামরীচিকা যেষাং মোহং ন জনয়েৎ প্রিয়ে।
সংসারস্য পরং পারং ত এব বিদ্ধি পার্ব্বতি॥ ১৪॥

আশারূপ মরীচিকা যাহাদের মোহ সমুৎপাদনে সমর্থ না হয়, তাহারাই, জানিবে, সংসারের পার গমন করিয়াছেন॥ ১৪॥

প্রকৃতিং পরিসংলক্ষ্য ধিষ্ঠিতঃ পরমে পদে।
স্বাদু রসায়নং পশ্যেৎ বিষাদপি ভয়ঙ্করম্॥ ১৫॥

যে ব্যক্তি সমুদায় সৃষ্ট বস্তুর অতিমাত্র ভঙ্গুর স্বভাব পরিজ্ঞাত হইয়া, আনন্দময় পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্বাদু রসায়নও তাহার নিকট বিষ অপেক্ষা ভয়ঙ্কর প্রতিভাত হইয়া থাকে॥ ১৫॥

আকাশকল্পনা তস্য ন যাতি পরমেশ্বরি।
যত্র শোকশতং নিত্যং যত্র দুঃখশতং তথা॥ ১৬॥

যাহা শতশত শোকের হেতু অথবা যাহা শতশত দুঃখের সেতু, সেই আকাশকল্পনাও তাহার ত্রিসীমায় গমন করিতে সমর্থ হয় না॥ ৩৩ ॥৭১॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে চিত্তনিরোধযোগো
নাম পঞ্চদশোধ্যায়ঃ।

ষোড়শোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ন বৈ দীপ্তির্ন বৈ কান্তির্ন বৈ শান্তিস্তথা সতি।
ন পুষ্টির্ন চ বৈ স্বস্তিরভাবে তস্য বর্ত্ততে॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

দীপ্তি, কান্তি, শান্তি, পুষ্টি, বা স্বস্তি এ সকলের কোনকালেই তাহার তাহার অভাব হয় না॥ ১॥

বিপদাং শতপূর্ণে চ সঙ্কটে পতিতঃ প্রিয়ে।
ন বৈ বিচলিতং যাতি ন বৈ প্রস্খলিতস্তথা॥ ২॥

শত শত বিপদপূর্ণ মহাসঙ্কটে পতিত হইলেও, তাহাকে কখন বিচলিত বা প্রস্খলিত করিতে পারে না॥ ২॥

আশাবায়ুবশাজ্জীবো বিবশো জায়তে সদা।
সদ্ভাবে তথা দেবি বঞ্চিতস্তু পদে পদে ॥ ৩ ॥

জীব আশারূপ বায়ুর বশবর্ত্তী হইলে, সর্ব্বদা বিবশ হইয়া থাকে এবং পদে পদেই ধর্ম্ম ও সত্য প্রভৃতি সদ্‌গুণযোগ পরিভ্রষ্ট হয় ॥ ৩॥

তামাশ্যাং যঃ পরিত্যজ্য পরমে স্থিতিমান্ ভবেৎ।
স্বয়ং ধাতা ন বৈ তস্য প্রভবায় ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি সেই আশাকে পরিত্যাগ করিয়া, পরব্রহ্মে স্থিতিমান্ হয়, স্বয়ং বিধাতাও তাঁহার উপরি প্রভুত্ব করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

প্রত্যগাত্মা মহাভাগে যস্য বৈ জ্ঞানগোচরে।
সর্ব্বেষাং স সদা বিদ্ধি পূজ্যশ্চৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

প্রত্যগাত্মা যাঁহার পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি সকলেরই পূজনীয়, এ বিষয়ে কোনরূপ সংশয় নাই ॥ ৫ ॥

মমতাপাশবন্ধেন যস্য চিত্তং ন জায়তে।
মোহস্য বশমাপন্নং স এব সাধুসত্তমঃ ॥ ৬ ॥

মমতারূপ পাশবন্ধনে যাঁহার চিত্ত মোহের বশবর্ত্তী না হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ সাধুসত্তম ॥ ৬ ॥

আশয়া জায়তে চ্ছন্নং কামেন ঘোরতা তথা।
তস্মাদাশাং তথা কামং সর্ব্বথা চ বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৭ ॥

আশা দ্বারা লোকের মতিচ্ছন্ন ঘটে এবং কামনা দ্বারা মোহের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব আশা ও কামনা উভয়ই ত্যাগ করিবে ॥ ৭ ॥

আত্মানং নো বিজানীতে নাম্না স পুরুষঃ স্মৃতঃ।
খরোথবা মহামায়ে সংশয়ো নাস্তি তত্র বৈ ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি আত্মাকে অবগত নহে, সে নামমাত্রে পুরুষ। এবং সাক্ষাৎ গর্দ্দভতুল্য, সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥

তত্ত্বং নৈব বিজানীতে খরাদ্ধেয়ো মহেশ্বরি।
কীটাদপি জঘন্যশ্চ ধিগ্‌ জন্ম তস্য পাপিনঃ ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞ নহে, সে আবার গর্দ্দভ অপেক্ষাও অতীব হেয় ও কীট অপেক্ষাও শতগুণে জঘন্য ভাবাপন্ন। সেই পাপাত্মার জন্মে ধিক ॥ ৯ ॥

আত্মজ্ঞাশ্চেতনাশ্চৈব জড়াস্তদিতরাঃ স্মৃতাঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তত্ত্বং পরিচরেৎ পুমান্‌ ॥ ১০ ॥

যাহারা আত্মাকে জানিয়াছে, তাহারাই চেতন; আর তদিতর ব্যক্তিরাই অচেতন জড়স্বরূপ। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মাকে অবগত হইবে ॥ ১০ ॥

চিত্তং বৈ স্থূলভাবেন যদাবিষ্টং ভবেৎ প্রিয়ে!
আত্মজ্ঞানং তদা দূরে নিশ্চয়ং বিদ্ধি পার্ব্বতি ॥ ১১ ॥

চিত্ত যখন স্থূলভাবে পরিণত হয়, তখন আত্মজ্ঞান দূরে পলায়ন করে ॥ ১১ ॥

তদা নৃত্যন্‌ মহেশানি সানন্দং মোহবেতালঃ ॥ ১২ ॥

আত্মজ্ঞান দূরে পলায়ন করিলে, মোহরূপ বেতাল আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

চিত্তাকাশস্তদা সম্বিদ্‌ সূর্য্য ভাতিবিবর্জ্জিতঃ।
জায়তে তমসাচ্ছন্নং নিশ্চয়ং বিদ্ধি পার্ব্বতি ॥ ১৩ ॥

তখন সম্বিৎরূপ সূর্য্যপ্রভাও চিত্তরূপ আকাশ হইতে এককালেই

অন্তর্হিত হয়। এবং তৎসহকারে অজ্ঞানরূপ গভীর অন্ধকার প্রবল হইয়া, তাহাকে এককালেই আচ্ছন্ন করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বিষয়াংস্তৎ পরিত্যজ্য সর্ব্বথা মনসং প্রিয়ে।
কৃশং কুর্য্যাৎ যদি শ্রেয়শ্চাত্মনঃ কাময়েৎ পুমান্ ॥ ১৪

অতএব যদি আত্মাকে সম্যগ্‌বিধানে বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা থাকে সর্ব্বতোভাবে বিষয়ভোগ ত্যাগ করিয়া, মনকে এককালেই কৃশ করিবে ॥ ১৪ ॥

দেহোয়ং নচ বৈ হ্যাত্মা পুত্রাদয়ো নচাত্মকাঃ।
এতেম্বাস্থা স্থূলভাবঃ পণ্ডিতৈঃ পরিচক্ষ্যতে ॥ ১৫ ॥

এই দেহ কখন আত্মা নহে এবং পুত্রাদি বিষয় সমস্তও কখন আত্মীয় নহে। ইহাদের প্রতি আস্থাবান্ ও স্নেহবান্ হইলেই, চিত্ত স্থূলভাবে পরিণত হয়। পণ্ডিতগণের এইরূপই উক্তি ॥ ১৫ ॥

অহঙ্কারঃ প্রমাদশ্চ পরমাত্মবিসর্জ্জনম্।
সাংসারিকে রম্যভাবে চাস্থা দ্বৈতবিকারকঃ ।।
ধনলোভঃ স্ত্রৈণবৃত্তিঃ স্ত্রীসঙ্গো হেয়সংগ্রহঃ।
আপাতরম্যে বিষয়ে চাসক্তিঃ সর্বথা প্রিয়ে।
দুরাশা হ্যাগমাপায়স্বভাবশ্চ মহেশ্বরি।
চিত্তস্য স্থূলতাং বিদ্ধি জনয়েন্নচ সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

অহঙ্কার, প্রমাদ, পরমাত্মপরাঙ্মুখতা, সাংসারিক রমণীয়তায় আস্থা, হেয়োপাদেয় প্রযত্ন, ধনলোভ, স্ত্রীসংসর্গ, স্ত্রৈণবৃত্তি, আপাতরম্য মণি প্রভৃতিতে আসক্তি, দুরাশা ও আগমাপায় স্বভাব এই সকলও চিত্তের স্থূলভাব সমাহিত করে ॥ ১৬ ॥

স্থূলচিত্তে মহেশানি ন চাত্মা ভাসতে তথা।
মৃত্তিকায়াং যথা বিম্বং সূর্য্যস্য নচ সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অয়ি মহেশ্বরি! চিত্ত স্থূলভাবে পরিণত হইলে, মৃত্তিকার ন্যায়, একবারেই অসার হইয়া উঠে। তখন, সূর্য্যকিরণ যেরূপ মৃত্তিকায় প্রতিফলিত হয় না, আত্মাও তদ্রূপ হৃদয়ে প্রতিভাত হন না ॥ ১৭ ॥

মলিনে সলিলে বিম্বং কথং বৈ পরিলক্ষ্যতে॥ ১৮ ॥

বাস্তবিক, কলুষিত সলিলে কখন বস্তুর প্রতিবিম্ব অনুবিদ্ধ হইতে পারে না। ইহা স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম ॥ ১৮ ॥

তস্মাৎ তত্ত্ববিচারেণ নিঃশঙ্কঃ সর্বথা পুমান্।
ছেদয়েৎ পাদপং চিত্তং যদি ভদ্রে মতিঃ প্রিয়ে ॥ ১৯ ॥

অতএব যদি কল্যাণলাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে, তত্ত্ববিচারপরায়ণ হইয়া, নিঃশঙ্কে চিত্তরূপ বিষবৃক্ষকে ছেদন করিবে ॥ ১৯ ॥

চিন্তা বৈ মঞ্জরী যত্র জরাদিফলসন্ততিঃ।
কামভোগাদিকং পুষ্পং আশা কাণ্ডং বিকল্পনা।
পত্রং বিদ্ধি বিচিত্রোয়ং অদ্রিবৎ দেহগহ্বরে।
বদ্ধমূলশ্চিরং দেবি শোকায় নতু সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥

চিন্তা ঐ বৃক্ষের মঞ্জরী, জরাদি উহার ফলভার, কামভোগাদি উহার বিকসিত পুষ্প, আশা উহার প্রকাণ্ড কাণ্ড, বিবিধ সঙ্কল্প উহার পত্র, ইহা অত্যাশ্চর্য্য অদ্রির ন্যায়, দেহরূপ ভয়াবহ গহ্বরে চিরকাল বদ্ধমূল হইয়া আছে। তজ্জন্য লোকে পুনঃ পুনঃ শোক ভোগ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥

পিশাচো বলবাংশ্চিত্তং সদা মোহস্য সাধকম্।
উৎসাদ্যতে নবৈ দেবি বিনা বৈরাগ্যসঙ্গতিম্ ॥

বিবেকং সাধুসঙ্গঞ্চ পৌরুষং চ মহেশ্বরি ॥ ২১ ॥

এই চিত্ত, বলবান্ পিশাচের ন্যায়, সর্ব্বদা লোকের নিরতিশয় মোহ সমুদ্ভাবিত করে। বিবেক, বৈরাগ্য, সাধুসঙ্গ ও পৌরুষপ্রযত্ন ব্যতিরেকে ইহাকে উৎসাদিত করা সাধ্যায়ত্ত নহে ॥ ২১ ॥

নোৎসাদিতে তথা চিত্তে আত্মসিদ্ধির্ন জায়তে।
শান্তির্যত্র সুখং যত্র নির্ব্বাণং যত্র বিদ্যতে ॥ ২২ ॥

চিত্ত পিশাচ উৎসাদিত না হইলে, আত্মসিদ্ধি সম্পন্ন হয় না। আত্মসিদ্ধি না হইলে, শান্তি, সুখ বা নির্ব্বাণ লাভেও সমর্থ হওয়া যায় না ॥ ২২ ॥

পৌরুষেণ যদা চিত্তং নষ্টং ভবতি মানিনি।
তদা বৈ বিজয়ী লোকো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৩ ॥

বাস্তবিক, পুরুষকার সহায়ে চিত্তকে বিনষ্ট করিতে পারিলে, লোকে সর্ব্ববিজয়ী হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ॥ ২৩ ॥

বিসৃজ্য কল্পনাং তস্মাৎ চিত্তমুৎসাদ্য ভাবিনি।
পাপান্মুক্তঃ ফলং চৈব লভেদ্ধীমান্ পরন্তথা ॥ ২৪ ॥

অতএব কল্পনাকলনাবিসর্জ্জনপূর্ব্বক চিত্তকে উৎসাদিত করিয়া, ধীমান পুরুষ পাপ হইতে বিমুক্ত ও পরম ফল প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৪ ॥

অস্ত্রেণাস্ত্রং যথা চিত্তং চিত্তেন পরমেন বৈ।
নিরস্য লভ্যতে দেবি শ্রীশ্চৈব হ্যনপায়িনী ॥ ২৫ ॥

অস্ত্রযোগ দ্বারা যেমন ঘোর অস্ত্র নিরাকৃত হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা মলিন চিত্তকে নিরস্ত করিয়া, অক্ষত শ্রীলাভে সমর্থ হওয়া যায় ॥ ২৫ ॥

অমলং চ যদা চিত্তং প্রশান্তং চ মহেশ্বরি।
তদা শঙ্কা বিগলিতা চোদ্বেগো বলবত্তরঃ ॥

সংসারপারগমনং লভতে পরমং শুভম্ ॥ ২৬ ॥

চিত্ত অমর ও প্রশান্ত হইলেই, নিঃশঙ্ক ও নিরুদ্বেগ হইয়া, সংসারপার প্রাপ্তিরূপ পরমশুভ সংযোগ লাভ করিতে পারা যায় ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে নিগ্রহযোগো
নাম ষোড়শোধ্যায়ঃ।

সপ্তদশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ভুক্তাশ্চ বহবো ভোগাঃ কিন্নু তৃপ্তিস্তদা মম।
ইতি মত্বা মহেশানি তত্র নো রতিমান্ বুধঃ ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

বহুবিধ ভোগ্য বস্তু যথাযথ সম্ভোগ করিলাম। কিন্তু তাহাতে কি আমার তৃপ্তির শেষ হইল ? এই প্রকার বিবেচনা করিয়া, বুদ্ধিমান্ পুরুষ তাহাতে আসক্তি ত্যাগ করিবেন ॥ ১ ॥

আসক্তিরিন্ধনং দেবি সংসারদহনস্তথা।
যত্র প্রাণা মৃগাঃ ক্ষুদ্রা দহ্যমানা ভবন্তি বৈ ॥ ২ ॥

সংসার সাক্ষাৎ প্রজ্বলিত বহ্নিস্বরূপ। আসক্তি ঐ অগ্নির ইন্ধন। লোকের প্রাণ, ক্ষুদ্রপ্রাণ হরিণের ন্যায়, ঐ অনলে দহ্যমান হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

ধূমরাশির্মহেশানি তস্য বৈ মোহসন্ততিঃ।
আত্মানং ছাদয়েদ্ঘোরং বহুনা ভাষিতেন কিম্॥ ৩॥

মানুষ যে মোহভারে আচ্ছন্ন হয়, তাহা সেই অগ্নির ধূমসমষ্টি। আমি আর অধিক কি বলিব, ঐ ধূমরাশিই আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে॥ ৩॥

অন্তর্দ্দাহস্তদা ভীরু জায়তেতিভয়াবহঃ।
মূঢ়ানাং দুঃসহো নিত্যং সাক্ষাৎমৃত্যুরুদাহৃতঃ॥ ৪॥

ঐ অগ্নি যে অতিমাত্র ভয়াবহ অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত করে, মূঢ়গণ তৎ-প্রভাবে একান্ত অসহমান হইয়া উঠে। পণ্ডিতেরা এই অন্তর্দ্দাহকেই সাক্ষাৎ মৃত্যুনামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ৪॥

আত্মন্যেব স্থিতো ভূত্বা তমগ্নিং পরিষাপয়েৎ।
অন্যথা বর্দ্ধতে নিত্যং হবিষা স্পৃষ্টবৎ প্রিয়ে॥ ৫॥

যে ব্যক্তি সমুদায় ত্যাগ করিয়া একমাত্র আত্মাতেই নির্ভর অবস্থিতি করে, সেই কেবল ঐ অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ হয়। অন্যথা, ঘৃতাহুতের ন্যায়, উহা নিত্য অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ৫॥

তিতিক্ষোপরতিস্তত্র বৈরাগ্যঞ্চ তথা প্রিয়ে।
ক্ষমা ত্যাগবিবেকৌ চ নির্ব্বাণসাধনং মতম্॥ ৬॥

তিতিক্ষা, উপরতি, বৈরাগ্য, বিবেক, ক্ষমা ও ত্যাগ এই কয়টী সহায় হইলে, ঐ অগ্নি নির্ব্বাণ করা যাইতে পারে॥ ৬॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে নিবৃত্তিযোগো
নাম সপ্তদশোধ্যায়ঃ।

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

স্তুতিং নিন্দাং সমং পশ্যেৎ ধূলিং বা কাঞ্চনং তথা।
তদা জ্ঞানং মহাভাগে প্রস্ফুরেৎ বলবত্তরম্॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

কেহ প্রশংসা করিলে, তাহাতে যেমন হর্ষিত হইবে না, কেহ নিন্দা করিলে, তাহাতে তেমন রুষ্ট হইবে না। পথিমধ্যে রাশীকৃত স্বর্ণ পড়িয়া থাকিলেও, সামান্য ধূলিমুষ্টির ন্যায়, তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিবে না। মানুষ এইরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইলেই, তাহার আত্মজ্ঞান প্রস্ফুরিত ও কালসহকারে তাহা বলবান্ হইয়া থাকে॥ ১॥

ইদং জ্ঞানং মহেশানি পরং জ্ঞানং বিগীয়তে।
যত্র ব্রহ্মকলা সাক্ষি বিদ্যতে ন চ সংশয়ঃ॥ ২॥

ঐরূপ জ্ঞানই চরমজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কেননা, দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায়, ঐরূপ জ্ঞান সহায়েই আত্মাতে সুনির্ম্মল ব্রহ্মমূর্ত্তি প্রতিরঞ্জিত হইয়া থাকে॥ ২॥

হৃদয়ং সততং দেবি বহুশঃ পরিদহ্যতে।
জ্ঞানযোগাৎ সদা তস্য নির্ব্বাণশান্তিমিষ্যতে॥ ৩॥

লোকের হৃদয় যে সতত নানাকারণে অতিমাত্র পরিদগ্ধ হইয়া থাকে, ঐরূপ জ্ঞানযোগ সহায়ে অবশ্যই তাহার এককালীন শান্তি লাভ হয়॥ ৩॥

মানুষা বিবশাঃ পশ্য কুত্র নৈব সুখং বিদুঃ।
অভাবাত্তস্য বৈ দেবি বহুনা ভাষিতেন কিম্‌॥ ৪॥

মানুষ যে সর্ব্বদাই অতিমাত্র অভিভূত এবং কুত্রাপি যে সুখের বার্ত্তা অবগত নহে, ঐরূপ জ্ঞানযোগের অভাবই তাহার একমাত্র হেতু। এবিষয়ে আর অধিক কি বলিব? ॥ ৪ ॥

শান্তিস্তস্য সুখং তস্য যস্য বৈ জ্ঞানমস্তি তৎ॥ ৫॥

যাহার ঐরূপ জ্ঞান আছে, তাহারই সুখ ও তাহারই শান্তি, সন্দেহ নাই॥ ৫ ॥

যৎ পদং পরমং দেবি হেয়োপাদেয়বিবর্জ্জিতম্‌।
তৎপদে বিদ্ধি সন্তোষং নির্ম্মলং নচ সংশয়ঃ॥ ৬॥

যাহাতে হেয়োপাদেয়ের সম্পর্ক নাই, তাহাকেই পরম পদ বলিয়া থাকে। সেই পরম পদে অধিষ্ঠিত না হইলে, কোনমতেই নির্ম্মল সন্তোষ লাভ করিতে পারা যায় না॥ ৬ ॥

আত্মশুদ্ধিঃ সদা দেবি তস্য বৈ সাধনং বিদুঃ॥ ৭॥

দেবি! একমাত্র আত্মশুদ্ধি দ্বারাই ঐ পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে শান্তিযোগো
নাম অষ্টাদশোধ্যায়ঃ।

উনবিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

আত্মশুদ্ধিঃ কথং দেব জায়তে লালসা মম।
বর্দ্ধতে বক্তুমর্হোসি যদি তে করুণা ময়ি॥ ১॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

কি উপায়ে আত্মশুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ থাকে; অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন; শুনিবার জন্য আমার অতিমাত্র কৌতূহল উদ্বুদ্ধী হইতেছে॥ ২॥

পরিবাদং ন বৈ কস্য কুর্য্যাদণ্বপি ভাবিনি।
সদা সন্তোষয়েল্লোকান্ নিয়তেনাপি কর্ম্মণা॥ ২॥

ভাবিনি! কখন কাহারও অনুমাত্র পরিবাদ করিবে না। সর্ব্বদাই নিয়মিত কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক সকলের সন্তোষ বিধান করিবে॥ ২॥

অক্রোধঃ সত্যবচনং দানং যজ্ঞঃ ক্ষমা ঘৃণা।
এতে ধর্ম্মপথং প্রাহুঃ সর্ব্বদা পরিসংচরেৎ॥ ৩॥

অক্রোধ, সত্য বাক্য, দান, যজ্ঞ, ক্ষমা ও ঘৃণা এই কয়টী সদ্‌গুণের নাম ধর্ম্মপথ। সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে এই পথ বিচরণ করিবে॥ ৩॥

মা হিংস্যাৎ প্রাণিনঃ কস্য জ্ঞানতোজ্ঞানতোপিবা।
মালিন্যজননং যত্র আত্মগ্লানিঃ পদে পদে॥ ৪॥

জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না। ঐ রূপ

হিংসা দ্বারাই পদে পদেই আত্মগ্লানি ও আত্মমালিন্য উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

জন্মি.মাত্র স্থিতিং বিদ্ধি ছায়াবন্তঙ্গুরামতি।
তস্মাৎ কস্য বিরুদ্ধে বৈ নাভ্যুত্থান সমাচরেৎ ॥ ৫ ॥

প্রাণিমাত্রেরই, ছায়ার ন্যায়, ক্ষণকালের জন্য অবস্থিতি জানিবে। অতএব কখনও কাহার বিরুদ্ধপক্ষে অভ্যুত্থান করিবে না ॥ ৫ ॥

অবিরোধে সদা শান্তির্বিরোধে চ বিপর্য্যয়ঃ।
তস্মান্ন চ চরেদ্রোধং মালিন্যজননং পরম্ ॥ ৬ ॥

কাহারও সহিত কখনও বিরোধ করিবে না। বিরোধ না করিলে, শান্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী এবং বিরোধ করিলে, শান্তিভঙ্গ ও আত্মমালিন্য একান্ত অপরিহার্য্য হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

মর্ম্মাঘাতং ন বৈ কুর্য্যাৎ কালে কস্যাপি পার্ব্বতি।
আশাভঙ্গং তথা দেবি আত্মনাশকরং পরম্ ॥ ৭ ॥

দেবি! কখন কাহার মর্ম্মে আঘাত বা আশা দিয়া কখন কাহারে বিমুখ করিবে না। তাহা হইলে, গুরুতর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অনিষ্টে নচ বৈ কস্য হৃষ্টবাংশ্চ ভবিষ্যতি।
যতোস্মিন্ বিধুরে লোকে তাদৃশ্যস্তু পদে পদে ॥ ৮ ॥

কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিলে, তাহাতে হৃষ্ট হইবে না। কেননা স্বভাবতঃ বিধুরভাবাপন্ন এই সংসারে তাদৃশ ঘটনা পদে পদেই লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব তোমারও একদিন তদনুরূপ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ॥ ৮ ॥

পরেষামুপকারায় সততং যত্নমাচরেৎ।
যথাসাধ্যং মহেশানি বিধিরেষ সনাতনঃ ॥ ৯ ॥

অয়ি মহেশ্বরি! পরের উপকারে যথাসাধ্য সতত যত্ন করিবে। ইহাই সনাতন ব্যবস্থা ॥ ৯ ॥

নাপকারে ভবেৎ দেবি স্বপ্নেঽপি বহুনা তু কিম্।
ইদমেব পরং প্রাহুঃ সৎপথং সর্ব্বসম্মতম্ ॥ ১০ ॥

আমি আর অধিক কি বলিব? স্বপ্নেও কখন কাহার কোন রূপে অপকার করিবে না। ইহারই নাম সর্ব্বসম্মত সৎপথ ॥ ১০ ॥

ইদং ধীমান্ সমাশ্রিত্য স্বর্গাপবর্গয়োঃ সরম্।
আত্মানং লভতে দেবি নাস্তি কার্য্যা বিচারণা ॥ ১১ ॥

ধীমান্ পুরুষ স্বর্গ ও অপবর্গের দ্বার স্বরূপ উল্লিখিত সৎপথ আশ্রয় করিয়া, পরমাত্মাকে লাভ করে, তদ্বিষয়ে কোন প্রকার বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই ॥ ১১ ॥

নাসিত্বমহমেবাস্মি বাসনা বা তথৈবচ।
এক্যা বৈ বিদ্যতে দেবি চিৎ সর্ব্বত্র তু সর্ব্বদা ॥ ১২ ॥

তুমিও নাই, আমিও নাই, বাসনাও নাই; একমাত্র চিৎই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজ আছেন ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে চিদ্‌তত্ত্বযোগো
নাম ঊনবিংশোধ্যায়ঃ।

বিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অহং কুত্র শরীরেস্মিন্ প্রাণিনাং কুত্র বা তথা।
কিং স্বরূপং রক্তমাংসং বোধো বাপি মহেশ্বরি ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

এই মাংসাস্থিময় দেহের অথবা প্রাণীগণের কোন্ স্থানে অহং আছে এবং সেই অহং বা কি? ইহা রক্ত মাংস অথবা বোধ ইহাদের মধ্যে কোন্ বস্তু? ১ ॥

নির্ণয়স্তস্য বৈ নাস্তি তস্মাৎ মিথ্যা সদাপরহম ॥ ২ ॥

এইরূপে যখন অহংএর নির্ণয় হয় না, তখন অহং সর্ব্বথা মিথ্যা একমাত্র চিত্তই সত্য। কেননা, চিত্তের বিশিষ্টরূপ নির্ণয় আছে ॥ ২ ॥

বিবেকো সর্ব্বদুঃখানাং যত্র শান্তির্হি নিশ্চিতম্।
তদাশ্রয়াৎ মহেশানি আত্মশুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৩ ॥

উল্লিখিত রূপ বিবেক আশ্রয় করিলে, নিশ্চয়ই সকল দুঃখের অবসান ও তৎসহকারে আত্মশুদ্ধি অধিগত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

যোগাশ্চ বহুধা সন্তি হঠরাজাদিভেদতঃ।
রাজযোগো যত্র দেবি সিদ্ধির্বৈ জায়তে স্থিরা ॥ ৪ ॥

হঠযোগ ও রাজযোগ ইত্যাদি বিভেদ ক্রমে যোগ বহুবিধ। তন্মধ্যে রাজযোগে নিশ্চয়ই আত্মশুদ্ধি সমাহিত ও অক্ষয় সিদ্ধি সমাগত হয় ॥ ৪ ॥

ন দুঃখং তত্র বৈ নিত্যং সুখং শান্তিশ্চ শাশ্বতম্।
ইতি বিদ্বান্ রাজযোগে জায়তেঽধিকৃতিঃ প্রিয়ে ॥ ৫ ॥

দুঃখ একবারেই নাই; একমাত্র চির শান্তিই সুখের সহিত সর্ব্বত্র বিরাজমান। এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হইলেই, রাজযোগে অধিকারী হওয়া যায় ॥ ৫ ॥

অহং দুঃখাতীতমহং চৈতন্যং শাশ্বতং ধ্রুবম্।
ইতি বিদ্বানাত্মশুদ্ধিং লভতে নচ সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥

আমি সর্ব্বদুঃখের অতীত ও সর্ব্বকাল বিরাজিত অখণ্ড চৈতন্য স্বরূপ। ইহা অবগত হইলেই, আত্মশুদ্ধি লাভে সমর্থ হওয়া যায় ॥ ৬ ॥

ন মায়াং কপটং কুর্য্যাৎ কুত্রচিৎ চ মহেশ্বরি।
আত্মশুদ্ধিমহাবিঘ্নং দ্বয়মাহুঃ মনীষিণঃ ॥ ৭ ॥

কুত্রাপি কখন কোনরূপে মায়া বা কপট প্রয়োগ করিবে না। মনীষিগণ এই উভয়কেই আত্মশুদ্ধির মহাবিঘ্ন নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

অহং মমেতি দেবেশি সর্ব্বং মিথ্যা ন সংশয়ঃ।
বিভন্বতি তথা নিত্যং বাসনা কেবলং প্রিয়ে ॥ ৮ ॥

দেবেশি! আমি, আমার, ইত্যাদি সমুদায়ই মিথ্যা। তাহাতে সংশয় নাই। একমাত্র বাসনাই উল্লিখিত ভাবাভাব প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

সা ব্যর্থভাবিনী মিথ্যাস্বরূপিণী সদা প্রিয়ে।
তস্মাৎ সাধুর্ন বৈ তস্যাং সংসক্তঃ শৃণু পার্ব্বতি ॥ ৯ ॥

ঐ বাসনা সর্ব্বথা ব্যর্থভাবিনী ও মিথ্যা স্বরূপিণী। এইজন্য সাধু পুরুষ তাহাতে সংসক্ত হয়েন না ॥ ৯ ॥

নাস্তিভাবং গতং সত্যং যত্র দেবি ন সংশয়ঃ।
নামমাত্রস্বরূপেয়ং পণ্ডিতৈঃ পরিকথ্যতে ॥ ১০ ॥

পণ্ডিতেরা এই বাসনাকে অত্যন্ত অসত্য ও নামমাত্র বলিয়া, কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

বিনাশে ন সুখং দুঃখং যস্যা বৈ হ্যনুভূয়তে।
অপেক্ষা নৈব দেবেশি কার্য্যাদৌ বিদ্যতে তথা ॥ ১১ ॥

এই বাসনা বিনষ্ট হইলে, আর কোনরূপ সুখদুঃখদৃষ্টি অনুভব বা কোনরূপ কার্য্যাদিরও অনুষ্ঠান করিতে হয় না ॥ ১১ ॥

বাসনাজড়িতো লোকঃ স্বেচ্ছয়া ভবতি প্রিয়ে।
তস্মাদ্দুঃখং সদা তেষাং অনন্তায় ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥

প্রিয়ে! লোকে যদৃচ্ছাক্রমে বাসনাজালে জড়িত হইয়া থাকে। সেইজন্য, তাহাদের অনন্ত দুঃখ ভোগ হয় ॥ ১২ ॥

ভূধরস্থো যথা পান্থঃ সমভূমিধিয়া প্রিয়ে।
শ্বভ্রে পতেৎ তথা বিদ্ধি বাসনা সর্ব্বনাশিনী ॥ ১৩ ॥

ভূধরশেখরবিহারী পথিক যেমন সমভূমি জ্ঞানে গর্ত্ত মধ্যে পতিত হয়, লোকে তেমনি বাসনাকে সুখের হেতু ভাবিয়া, আশ্রয় করত বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বাসনাবন্ধনং বিদ্ধি কল্পনাজনিতং তথা।
যস্য বৈ হরণে শান্তিপ্রতিপত্তিঃ পদে পদে ॥ ১৪ ॥

এই বাসনাবন্ধন কল্পনাকৃত জানিবে। যে কল্পনার পরিহার হইলে, পদে পদেই শান্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

চিত্তমেব সমস্তানাং ইন্দ্রিয়াণাং খলু প্রিয়ে।
প্রকাশকং ততো ভূত্বা যত্নবাংস্তন্নিসূদয়েৎ ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ে! একমাত্র মনই সমুদায় ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ ক্ষেত্র। এই কারণে যত্নবান্ হইয়া, তাহাকে নিগৃহীত করিবে॥ ১৫॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে শুদ্ধিযোগো নাম বিংশোধ্যায়ঃ।

একবিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি যোগতত্ত্বং মহেশ্বর।
যত্র বৈ লভতে শান্তিং নির্ব্বাণসম্মিতাং পরম্॥ ১॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

অধুনা যোগতত্ত্ব শ্রবণ করিবার জন্য আমার অতিমাত্র কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। যদ্দ্বারা লোকে নির্ব্বাণশান্তি লাভ করিয়া থাকে॥ ১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

আকৃষ্য বিষয়াৎ চিত্তং পরব্রহ্মণি ধার্য্যতে।
তন্ময়ত্বং সমায়াতি যত্র যোগ ইতি স্মৃতঃ॥ ২॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যাহা দ্বারা মনকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া, পরব্রহ্মে ধারণ করিলে, তন্ময়ত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহার নাম যোগ॥ ২॥

যোগস্তু দ্বিবিধঃ প্রোক্তো বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
সগুণো নিগুণো বাপি নির্ব্বিকল্পঃ বিকল্পকঃ ॥ ৩ ॥

যোগ দ্বিবিধ, বাহ্য যোগ ও আন্তর যোগ। বাহ্য যোগকে কেহ সগুণ বা সবিকল্প যোগ এবং অন্তরযোগকে কেহ নিগুর্ণ বা নির্ব্বিকল্প যোগ বলিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

সমাধির্ধারণা ধ্যানং অন্তর্যোগ উদাহৃতঃ।
ষট্‌কর্ম্মাদি বাহ্যযোগ আসনাদি তথৈব চ ॥ ৪ ॥

সমাধি, ধারণা ও ধ্যান ইত্যাদিকে অন্তর্যোগ এবং ষটকর্ম্ম ও আসনাদিকে বাহ্যযোগ বলিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

প্রত্যাহারাস্তথা দেবি আভ্যন্তর উদাহৃতঃ ॥ ৫ ॥

দেবি! প্রত্যাহারকেও আভ্যন্তর যোগশব্দে উল্লেখ করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

সমাধিনা ভবেন্মুক্তির্ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনি।
ষট্‌কর্ম্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেৎ দৃঢ়ম্ ॥ ৬ ॥

সমাধি দ্বারা মুক্তি, ধ্যান দ্বারা আত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন, ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা শোধন ও আসন দ্বারা দৃঢ়তা লাভ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মণ্যেব স্থিতির্যত্র তৎসমাধিরুদাহৃতঃ।
যোগানাং শ্রেষ্ঠযোগশ্চ নিশ্চয়ং বিদ্ধি পার্ব্বতি ॥ ৭ ॥

যে অবস্থায় জলে জলের ন্যায়, আত্মায় আত্মার মিলন হইয়া থাকে, তাহার নাম সমাধি। এই সমাধিই সকল যোগের শ্রেষ্ঠ যোগ ॥ ৭ ॥

মনসা জ্ঞায়তে যত্র স্বরূপমাত্মনঃ প্রিয়ে।
তদ্বৈ ধ্যানং মহেশানি যোগজ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্যতে ॥ ৮ ॥

যে অবস্থায় মন দ্বারা আত্মস্বরূপ বিদিত হওয়া যায়, তাহার নাম ধ্যান ॥ ৮ ॥

ধারণা প্রোচ্যতে যত্র মনসঃ স্থিতিরাত্মনি ॥ ৯ ॥

যে অবস্থায় মন আত্মাতে স্থির ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার নাম ধারণা ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে বিশ্বযোগো নাম একবিংশোধ্যায়ঃ।

দ্বাবিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ধৌতির্ব্বস্তিশ্চ নেতিশ্চ ত্রাটকং লৌলিকা তথা।
কপালভাতির্দেবেশি ষট কর্ম্মাণি বিদুঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥

ধৌতি, বস্তি. নেতি, ত্রাটক, লৌলিকা, কপাল ভাতি এই ছয়টীর নাম ষট্‌কর্ম্ম ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা।
ন ক্লেশং জনয়েৎ কুত্র যোগস্ত সাধনং পরম্ ॥ ২ ॥

কায়, মন বা বাক্য দ্বারা কখন কোন প্রাণীর কোন রূপ ক্লেশ

সমুৎপাদন করিবে না। এইরূপ অনুষ্ঠান যোগসিদ্ধির অন্যতম উপায় ॥ ২॥

ভবেদ্ভূতহিতে তদ্বৎ পরদ্রব্যেষু নিস্পৃহঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা যোগস্য সাধনং পরম্ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বদা ভূতগণের হিতানুষ্ঠান করিবে; কায়, মন বা বাক্য দ্বারাও পরদ্রব্যে স্পৃহা করিবে না। এইরূপ অনুষ্ঠানও যোগসিদ্ধির অন্যতর উপায় ॥ ৩ ॥

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাসু মৈথুনং ত্যজেৎ।
কায়েন মনসা বাচা যোগস্য লক্ষণং পরম্ ॥ ৪ ॥

সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকল অবস্থাতেই কায় মন বা বাক্য দ্বারা মৈথুন ত্যাগ করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠানও যোগসিদ্ধির অন্যতর উপায় ॥ ৪ ॥

সর্ব্বভূতে সমং তিষ্ঠেৎ শক্রমিত্রে চ পার্ব্বতি।
অনুগ্রহপরশ্চৈব তেষাং দুঃখে তথৈবচ ॥ ৫ ॥

শত্রু মিত্র জ্ঞান না করিয়া, সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিবে। এবং সকলের দুঃখেই অনুগ্রহবশংবদ হইবে ॥ ৫ ॥

ইদমেব পরং বিদ্ধি যোগস্য সাধনং প্রিয়ে ॥ ৬ ॥

ঐরূপ অনুষ্ঠানও যোগসিদ্ধির অন্যতর উপায় জানিবে ॥ ৬ ॥

প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা সমভাবং সদাচরেৎ।
কায়েন মনসা বাচা যোগস্য সাধনং পরম্ ॥ ৭ ॥

প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি সকল বিষয়েরই কায় মন বাক্যে সমভাবে সমাচরণ করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠানও যোগসিদ্ধির অন্যতর উপায় ॥ ৭ ॥

প্রিয়াপ্রিয়ে তথা দেবি সমভাবং সমাচরেৎ।
ইদং বৈ পরমং বিদ্ধি যোগস্য সাধনং পরম্ ॥ ৮ ॥

প্রিয় বা অপ্রিয়, যাহাই ঘটুক, হৃষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবে না। প্রত্যুত উভয়ই সমান জ্ঞান করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠানও যোগসিদ্ধির অন্যতর উপায় ॥ ৮ ॥

সন্তুষ্টঃ সর্ব্বদা দেবি ভবেদ্বৈ পরমেশ্বরি।
পূজয়েচ্চ যথাশক্তি মনসা ভক্তিসংযুজা।
বিষ্ণুং বা মহেশং বাপি যোগস্য সাধনং পরম্ ॥ ৯ ॥

সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিয়া, ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে মহেশ বা হৃষীকেশের আরাধনা করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠানও যোগসিদ্ধির অন্যতর উপায় ॥ ৯ ॥

দুষ্টবাদং পরিহরেন্মিথ্যাবাদং তথা প্রিয়ে।
আসক্তিং বিষয়ে চৈব যোগস্য সাধনং পরম্ ॥ ১০ ॥

দুষ্ট বাক্য ও মিথ্যা বাক্য পরিহার এবং বিষয়াসক্তি বিসর্জ্জন করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠানও যোগসাধনের অন্যতর উপায় ॥ ১০ ॥

ন্যায়েনোপার্জ্জয়েদ্বিত্তং শ্রদ্ধয়ার্থিনি যোজয়েৎ।
ইদমেব মহেশানি যোগস্য সাধনং পরম্ ॥ ১১ ॥

সর্ব্বদা সৎপথে ধন উপার্জ্জন করিয়া, শ্রদ্ধা সহকারে যাচককে দান করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠানও যোগসিদ্ধির অন্যতর উপায় ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে সাধনযোগো
নাম দ্বাবিংশোধ্যায়ঃ।

ত্রয়োবিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

গুরূপদেশমার্গেণ সর্ব্বদা সাধকঃ প্রিয়ে।
সাধয়েদাসনাদ্যঞ্চ অন্যথা নো ভবিষ্যতি ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

সাধক পুরুষ গুরুর উপদিষ্ট বিধির বশবর্ত্তী হইয়া, আসনাদি যোগাঙ্গ সকল সাধন করিবে। স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া, সাধন করিলে, সিদ্ধিলাভ সম্ভব নহে ॥ ১ ॥

বাহ্যযোগং হঠং প্রাহুরান্তরং রাজনামকম্।
বাহ্যযোগাদ্দেহপুষ্টিরান্তরাদাত্মনস্তথা ॥ ২ ॥

বাহ্য যোগকে হঠযোগ বলে এবং আন্তর যোগকে রাজযোগ বলিয়া থাকে। বাহযোগ দ্বারা দেহপুষ্টি ও অন্তর্যোগ দ্বারা আত্মপুষ্টি সমাহিত হয় ॥ ২ ॥

আত্মপুষ্টিঃ পরং পুষ্টিঃ দেহপুষ্টির্ন বৈ তথা।
পাশবং বৃত্তিমাহুস্তে কেবলং দেহপোষণম্ ॥ ৩ ॥

আত্মপুষ্টিকেই পরমপুষ্টি বলে, দেহপুষ্টি পুষ্টিমধ্যেই গণ্য নহে। পণ্ডিতেরা কেবল দেহপুষ্টিকে পশুবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

নির্ব্বাণং লভতে নৈব মানবো যদি শঙ্করি।
পশুনা সহিতং তস্য পক্ষিণা কিং ভিদা বদ ॥ ৪ ॥

মনুষ্য যদি নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ না করে, তাহা হইলে, পশু ও পক্ষীর সহিত তাহার প্রভেদ কি, বল ? ৪ ॥

আহারনিদ্রাং দেবেশি তস্মাৎ সংযম্য যত্নতঃ।
সাধয়েৎ পরমং মার্গং ব্রহ্মপ্রাপ্তির্যতো ভবেৎ ॥ ৮ ॥

অতএব আহার নিদ্রা যত্নপূর্ব্বক সংযত করিয়া, যদ্দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, সেই পরম মার্গের সাধনা করিবে ॥ ৫ ॥

পূরকং রেচকং কুম্ভং ত্রিবিধং মার্গমুত্তমম্।
গুরূপদেশবশ্যেন সাধ্যশ্চৈব যথাবিধি ॥ ৯ ॥

পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই ত্রিবিধ যোগপথ উৎকৃষ্ট। যথাবিধানে গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া, তাহার সাধনা করিবে ॥ ৬ ॥

স্বয়ং সাধ্যপ্রবৃত্তস্য বিঘ্নযোগঃ পদেপদে।
রোগাশ্চ বিবিধা নিত্যং নাস্তি কার্য্যা বিচারণা ॥১০॥

স্বয়ংপ্রবৃত্ত হইয়া, সাধন করিলে, পদে পদে বিবিধ বিঘ্ন ও নানাপ্রকার রোগ ভোগ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

জিতনিদ্রো জিতাহারো জিততন্দ্রস্তথৈবচ।
নির্লোভো নিস্পৃহশ্চৈব নিঃসঙ্গো যোগমাবসেৎ ॥ ১১ ॥

আহার, নিদ্রা ও তন্দ্রা জয় এবং লোভ, স্পৃহা ও সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে সর্ব্বযোগো
নাম ত্রয়োবিংশোধ্যায়ঃ।

চতুর্ব্বিংশোধ্যায়।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইন্দ্রিয়াণি বশে যস্য রিপবশ্চ বশে তথা।
স যোগী পণ্ডিতৈঃ প্রোক্তো নিশ্চয়ং বিদ্ধি পার্ব্বতি ॥১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

ইন্দ্রিয় সকল যাহার আয়ত্ত ও কামলোভাদি রিপুগণও যাহার বশীভূত, পার্ব্বতি! নিশ্চয় জানিও, পণ্ডিতেরা তাহাকেই যোগী শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ১ ॥

বিরতিঃ সেবিকা যস্য সর্ব্বশোকনিবারিণী।
স যোগী পণ্ডিতৈঃ প্রোক্তো নিশ্চয়ং বিদ্ধি পার্বতি ॥২॥

সর্ব্বশোকনিবারিণী বিরতি যাহার সেবিকা, পণ্ডিতেরা তাহাকেই যোগী বলিয়া থাকেন, নিশ্চয় জানিও ॥ ২ ॥

বাসনা ব্যাপিকা নৈব সর্ব্বলোকসমুদ্ভবা।
স যোগী পণ্ডিতৈঃ প্রোক্তো নিশ্চয়ং বিদ্ধি পার্ব্বতি ॥৩॥

যাহাতে সমুদায় লোকের উদ্ভব, সেই বাসনা যাহার ব্যাপিকা নহে, পণ্ডিতেরা তাহাকেই যোগী নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

কামনা ভুজগী যস্য হৃদয়ং নচ জারয়েৎ।
স যোগী পণ্ডিতৈঃ প্রোক্তো নিশ্চয়ং বিদ্ধি পার্ব্বতি ॥৪॥

কামনা, ভুজগীর ন্যায়, যাহার হৃদয়কে জর্জ্জরিত না করে, নিশ্চয় জানিও, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই যোগী নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

বিবিক্তেঽব্যগ্রমনাঃ স্থিরাসনস্তথা প্রিয়ে।
অনহঙ্কারঃ বসেদ্ধীমান্ যোগচর্য্যাসমুদ্যতঃ ॥ ৫ ॥

যোগচর্য্যায় সমুদ্যত ব্যক্তি নির্জ্জনে অনহঙ্কার হইয়া, স্থিরাসনে অব্যগ্র অন্তরে আসীন হইবেন ॥ ৫ ॥

আত্মচিন্তাং তদাহৃত্য লোকচিন্তাসমন্বিতাম্।
শূন্যে কৃত্বা মহেশানি চিদাত্মানং চিন্তয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৬ ॥

তৎকালে, আমি নাই; এই দৃশ্যমান বিশ্বও নাই, এই প্রকার ভাবনা করিয়া, চিদাত্ম চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৬ ॥

স্খলৎ চিত্তং তদা দৈবাৎ বলাদাহৃত্য যত্নতঃ।
ধারয়েৎ ধৈর্য্যতো দেবি ধ্যেয়ে তস্মিন্ পরাত্মনি ॥ ৭ ॥

দৈবাৎ মন স্খলিত হইলে, বল পূর্ব্বক তাহাকে নিগৃহীত করিয়া, যত্নপূর্ব্বক আপনার ধ্যানের বিষয়ীভূত ব্রহ্মে সন্নিবেশিত করিবে ॥ ৭ ॥

ক্রমশোঽভ্যসনাদ্দেবি মনো ন স্খলতে পুনঃ।
সমাধিসাধনং তত্র যত্র বৈ খলু পূর্ণতা ॥ ৮ ॥

ক্রমে ক্রমে অভ্যাস দৃঢ়ীভূত হইলে, মন আর স্খলিত হইবে না। তাহা হইলেই, সমাধি সাধন ও তৎসহকারে পরব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্তি হইবে ॥ ৮ ॥

নিরাকারে যদি ভবেৎ স্খলনং শৃণু পার্ব্বতি।
সাকারে ধারয়েচ্চিত্তং যত্নাদাহৃত্য সর্ব্বথা ॥ ৯ ॥

যদি নিরাকারে চিত্ত সন্নিবিষ্ট না হয়, তাহা হইলে যত্নসহকারে সর্ব্বথা তাহা সাকারে সন্নিবেশিত করিবে ॥ ৯ ॥

[illegible]পণং দেবং যত্র সূর্য্যবিলোচনম্।
[illegible]ং স্বর্ণলোকমহাশিরঃ ॥ ১০ ॥

পাতাল যাহার পাদদেশ, স্বর্গ যাহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য যাহার দুই লোচন, এবং এই অনন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ড যাহার মূর্ত্তি, সেই শঙ্করদেবে চিত্ত সন্নিবদ্ধ করিবে ॥ ১০ ॥

ধ্যায়েদন্তর্গৃহে দেবি বিরাজন্তং মহেশ্বরম্।
সর্ব্বসৌভাগ্যধাতারং বিধাতারং জগদ্গুরুম্ ॥ ১১ ॥

সেই মহেশ্বর আপনার অন্তর্গৃহে বিরাজ করিতেছেন, ধ্যান করিবেন। তিনি সকল সৌভাগ্যের প্রদাতা, সমুদায় জগতের বিধাতা ও গুরু ॥ ১১ ॥

অমৃতং তস্য বৈ হস্তো দক্ষিণো বিদ্ধি পার্ব্বতি।
অভয়ং তস্য বৈ হস্তো বামো বিদ্ধি তথৈবচ ॥ ১২ ॥

অমৃত তাঁহার দক্ষিণ হস্ত এবং অভয় তাঁহার বামহস্ত, জানিবে ॥ ১২ ॥

ক্ষেমঞ্চ হৃদয়ং বিদ্ধি স্তনং ধর্ম্মমিতি শ্রুতম্।
সত্যং ভালং মহেশানি এবমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ১৩ ॥

ক্ষেম তাঁহার হৃদয়, ধর্ম্ম তাঁহার স্তন, সত্য তাঁহার ভাল; মনীষিগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

আদি সত্যং মহেশানং ভয়ানাং ভয়মপ্যুত।
জীবনানাং চ জীবনং শরণানাং শরণ্যকম্ ॥
মহতাং মহত্তং চৈব পরাণাং পরমং তথা।
পাবনং পাবনানাঞ্চ ধ্যায়েৎ নিত্যং মহেশ্বরম্ ॥ ১৪ ॥

সেই মহেশ্বর সকলের আদি ও সত্যস্বরূপ। তিনি ভয় সকলেরও ভয়স্বরূপ, জীবন সকলেরও জীবনস্বরূপ, শরণ্য সকলেরও শরণ্যস্বরূপ।

সকলেরও পাবনস্বরূপ। এবং তিনি মহানের মহান্, ও পরমেরও পরম স্বরূপ। এইরূপে নিত্য তাঁহার ধ্যান করিবে॥ ১৪ ॥

আনন্দো পরমো যত্র দেবানামপি দুর্ল্লভঃ।
যৎপানাৎ সাধকো দেবি নিত্যতৃপ্তো ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

ঐরূপ ধ্যানবশে দেবগণেরও দুর্লভ আনন্দযোগ উপস্থিত হয়; যাহা পান করিয়া, সাধক এককালেই পূর্ণতৃপ্তি ভোগ করেন ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে তৃপ্তিযোগো নাম চতুর্ব্বিংশোধ্যায়ঃ।

পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অন্তঃসঙ্গবশাদ্দেবি জন্মমৃত্যু পুনঃ পুনঃ।
নরকানলদাহশ্চ মূঢ়ানাং জায়তে পরম্ ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

মূঢ়েরা অন্তঃসঙ্গ বশতঃ বারংবার জাতও উপরত এবং নরকানলে দগ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন সর্বত্র সর্ব্বদা প্রিয়ে।
অন্তঃসঙ্গাদ্বিযোজ্যৈব চিত্তং ব্রহ্মণি যোজয়েৎ ॥ ২ ॥

অতএব, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রযত্নে মনকে অন্তঃসঙ্গ হইতে বিযোজিত করিয়া, ব্রহ্মে সন্নিবিষ্ট করিবে ॥ ২ ॥

স্বর্গে বা মরলোকে বা হ্যধোলোকে তথৈবচ।
অন্তঃসঙ্গে ন বৈ দেবি ভবেদ্বদ্ধশ্চ কুত্রচিৎ ॥ ৩ ॥

কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত, কি পাতাল, কুত্রাপি কখন অন্তঃসঙ্গে বর্দ্ধ হইবে না ॥ ৩ ॥

সর্বথা নীরসং কৃত্বা নিঃসঙ্গঞ্চ তথা প্রিয়ে।
নিরাসক্তং সদাচিত্তং ব্যবহারপরো ভবেৎ ॥ ৪ ॥

মনকে সর্ব্বতোভাবে নীরস ও নিঃসঙ্গ করিয়া, আসক্তিশূন্য হইয়া, কার্য্যপরম্পরার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৪ ॥

জীবোজীবোভবেদ্দেবি নিঃসঙ্গঞ্চ যদা হি সঃ।
সঙ্গহীন স্ততো ভূত্বা আত্মনোব স্থিতো ভবেৎ ॥ ৫ ॥

জীব নিঃসঙ্গ হইলে, অজীব হইয়া থাকে। অতএব সঙ্গ পরিহার পুরঃসর আত্মাতে অবস্থিতি করিবে ॥ ৫ ॥

অসঙ্গে দুর্ভবের দেহভারেয়ং বাহ্যতে পরম্।
ক্লেশায় কেবলং দেবি সান্তি কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬ ॥

সঙ্গ পরিহার না করিলে, এই দুর্ভর দেহভার বহন করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে সঙ্গত্যাগযোগো নাম পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ।

ষড়্বিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

সঙ্গঃ কিং কেনবা বন্ধো মোক্ষশ্চৈব ভবিষ্যতি।
কথং ত্যাগশ্চ সঙ্গস্য লালসা বর্দ্ধতে মম ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

সঙ্গ শব্দের অর্থ কি? কিরূপ সঙ্গে বন্ধন ও কিরূপ সঙ্গে মুক্তি লাভ হয়? কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলেই বা সঙ্গত্যাগ হইয়া থাকে? ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

আত্মানং বৈ পরিত্যজ্য অনাত্মদেহসংগ্রহঃ।
যৎ তৎ সঙ্গঃ মহাদেবি বন্ধহেতুঃ পদেপদে ॥ ২ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া, অনাত্ম স্বরূপ দেহে যে বিশ্বাস, তাহারই নাম বন্ধহেতু সঙ্গ ॥ ২ ॥

আত্মতত্ত্বং ন বৈ স্মৃত্বানন্তং তৎ পরমেশ্বরি।
ক্ষুদ্রে যৎ বাসনা সঙ্গঃ বন্ধহেতুরুদাহৃতঃ ॥ ৩ ॥

অথবা, অনন্ত আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া, সামান্য সুখাদিতে যে বাসনা, তাহারই নাম বন্ধহেতু সঙ্গ ॥ ৩ ॥

অসদ্বুদ্ধ্যা জগৎ সর্ব্বং ত্যক্ত্বাসক্তিং তথৈবচ।
আত্মতত্ত্বে পরাসক্তিঃ সঙ্গোমোক্ষায় সংস্মৃতঃ ॥ ৪ ॥

সমুদায় জগৎকে অনিত্য জ্ঞান করিয়া, আসক্তিপরিশূন্য হইয়া, এক-মাত্র আত্মতত্ত্বে আসক্ত হওয়াই মোক্ষহেতু সঙ্গ ॥ ১১ ॥

বাসনা নরকো যত্র সঙ্গো দেবি প্রচক্ষ্যতে ॥ ১২ ॥

যাহা দ্বারা নরক সংঘটিত হয়, সেই বাসনার নাম সঙ্গ ॥ ১২ ॥

মনসা পরিহারস্তু ফলাদীনাং মহেশ্বরি।
অসঙ্গঃ পণ্ডিতৈঃ প্রোক্তং সুখায় শাশ্বতায় চ ॥ ১৩ ॥

মন দ্বারা কর্ম্মফলাদির এককালীন পরিহারকেই পণ্ডিতেরা অসঙ্গনামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐরূপ অসঙ্গে নিত্য সুখ বিরাজমান ॥ ১৩ ॥

জীবন্মুক্তিস্তথা ভদ্রে সঙ্গত্যাগস্য সাধনম্ ॥ ১৪ ॥

উহা দ্বারা যেমন জীবন্মুক্তি লাভ হয়, তদ্রূপ সঙ্গত্যাগও সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

সঙ্গস্তু দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ শুদ্ধাশুদ্ধবিভেদতঃ।
অশুদ্ধে পুনরাবৃত্তিঃ শুদ্ধে তস্যা ব্যপহ্নুতিঃ ॥ ১৫ ॥

সঙ্গ দ্বিবিধ; অশুদ্ধ সঙ্গ ও বিশুদ্ধ সঙ্গ। তন্মধ্যে জীব যাহার বশীভূত হইলে, পুনঃপুনঃ জন্মশতরূপ দৃঢ়পাশে নিগড় বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার নাম অশুদ্ধ সঙ্গ; আর যাহা দ্বারা ঐরূপ পুনরাবৃত্তির একবারেই অপবৃত্তি সংঘটিত হয়, তাহাকে শুদ্ধ সঙ্গ বলে ॥ ১৫ ॥

রসায়নস্বরূপোয়ং বিদ্যায়াঃ স্থানমেবচ।
ব্রহ্মজ্ঞানং যতো ভদ্রে জ্যোতিশ্চ পরমং ততঃ।
যস্মান্মুক্তিং লভেল্লোকো নিশ্চয়ং বিদ্ধি পার্ব্বতি ॥ ১৬ ॥

শুদ্ধ সঙ্গ রসায়নস্বরূপ। ইহা হইতে বিদ্যা অধিগত হয়। সেই

বিদ্যা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পরমজ্যোতি ও পরমজ্যোতি হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে॥ ১৬॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে সঙ্গবিচারযোগো
নাম ষড়্বিংশোধ্যায়ঃ।

সপ্তবিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

যাবচ্চ সংসৃতির্ভদ্রে তাবৎ ভদ্রং কুতো ভবেৎ।
ভোপিভোগং সমারুহ্য কস্য শান্তিশ্চ পার্বতি॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যতদিন সংসারে বাস করা যায়, তাবৎ ভদ্রতালাভের সম্ভাবনা কোথায়? সর্পের ফণদেশে আরোহণ করিয়া, কোন্ ব্যক্তিই বা নিরাপদ হইয়া থাকে?॥ ১॥

জ্ঞেয়স্য প্রতিপত্তিস্তু যাবন্নৈব ভবিষ্যতি।
চিত্তস্য লয়সংযোগো যাবদাত্যন্তিকো নহি॥
সংসারসাগরং ঘোরং যাবন্ন তরতে তরাম্।
আশাশতবিনাশশ্চ যাবন্নৈব ভবিষ্যতি॥
যাবন্ন জ্ঞানযোগেন বিকাসো বোধপদ্মনঃ।

যাবন্ন মমতা দেবি নিঃশেষং ব্যয়িতা ভবেৎ।
তাবন্ন লভতে লোকো ভদ্রং কিঞ্চিন্মনস্বিনি॥ ২॥

যাবৎ জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত না হয়, অথবা, যাবৎ চিত্তের আত্যন্তিক লয় না হয়, অথবা যাবৎ ঘোর সংসারসাগরের পারপ্রাপ্তি না হয়, কিম্বা যাবৎ আশাশত বিনষ্ট না হয়, অথবা যাবৎ সুবিমলজ্ঞানযোগ সহায়ে প্রবোধপদ্ম বিকসিত না হয়, কিংবা যাবৎ মমতার এককালীন উন্মূলন না হয়, তাবৎ কোন মতেই মঙ্গললাভের সম্ভাবনা নাই॥ ২॥

সংসৃতির্দ্দারুণা দেবি বিসূচী পরিকথ্যতে।
আত্মজ্ঞানং পরং যত্র ঔষধং সর্বশান্তিদম্॥ ৩॥

দেবি! এই সংসার দারুণ বিসূচীস্বরূপ। আত্মজ্ঞান ইহার সর্ব্বশান্তিপ্রদ পরমঔষধ॥ ৩॥

সুখদুঃখানি দেবেশি হস্তিনশ্চোদ্দমা যথা।
মথ্নন্তি কমলং বুদ্ধিং সততং শৃণু পার্বতি॥ ৪॥

হস্তী সকল যেমন উদ্দাম হইয়া, কমলদল দলন করে, সুখ দুঃখও সেইরূপ বুদ্ধি বিদলিত করিয়া থাকে॥ ৪॥

মূঢ়াশ্চ সহতে দুঃখং আত্মজ্ঞানী ন বৈ তথা॥ ৫॥

যাহারা মোহে আচ্ছন্ন, তাহারাই সুখদুঃখের ক্রীতদাস হইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে নিযন্ত্রিত হয়; কিন্তু আত্মজ্ঞানী কখন সেরূপ নহেন॥ ৫॥

পশ্য দেবি জগৎ সর্বং মত্তপ্রায়ং হি মানিনি।
পরেষামাত্মনশ্চৈব দুঃখাৎ দুঃখৈশ্চ সর্বদা॥ ৬॥

অয়ি মানিনি! ঐ দেখ, সমুদায় জগৎ আপনার ও অন্যের দুঃখের পর দুঃখঘটনায় মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে॥ ৬॥

সুখদুঃখস্বরূপেঽস্মিন্ গহ্বরে চাতলে ভঙ্কা।

পতিতান্ পশ্য দেবেশি সদৈব তু বিলুণ্ঠিতান্ ॥

সংসারভূধরাদ্ঘোরাৎ সঙ্কটাদপি সঙ্কটাৎ। ৭ ॥

ঐ দেখ! লোক সকল সংসাররূপ অতীব সঙ্কট পূর্ণ ঘোর পর্ব্বত হইতে সুখদুঃখ রূপ গভীর গহ্বরে পতিত হইয়া, নিরন্তর বিলুণ্ঠিত হইতেছে॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে নিত্যানিত্যবিচারযোগো নাম সপ্তবিংশোধ্যায়ঃ।

অষ্টাবিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ভবাদৃশানাং মহতাং মুখপদ্মবিনিঃসৃতা।

বাণীয়ং শ্রূয়মাণাপি জায়তেঽভিনবা পরম্ ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

আপনার ন্যায় মহাত্মাগণের মুখপদ্মবিনির্গত কথা সমস্ত যতই শুনা যায়, ততই অভিনব বোধ হইয়া থাকে। কোন মতেই তৃপ্তির শেষ লাভ করা যায় না॥ ১ ॥

ক্ষীণানাং দুর্ধিয়াং শম্ভো মোহকলিলচেতসম্।

মনুষ্যাণাং মহাদুঃখং বাধতে মাং দিবানিশম্ ॥ ২ ॥

মানুষ স্বভাবতঃ ক্ষীণ; তাহার বুদ্ধিশুদ্ধিরও সম্পর্ক নাই; তাহার

মনও মোহবশে নিতান্ত মলিনভাবাপন্ন হইয়াছে। এই কারণে তাহার দুঃখের অবধি নাই; দেখিয়া, আমার অন্তরাত্মা দিবানিশ নিযন্ত্রিত হইয়া থাকে॥ ২॥

আত্মজ্ঞানং ন বৈ যত্র তত্রাপি নিয়তং বধঃ।
মনুষ্যে পশ্য দেবেশ শান্তিঃ কস্যাপি বিদ্যতে॥ ৩॥

আপনি দেবগণেরও দেবতা। দেখুন, যেখানে আত্মজ্ঞান নাই, সেখানে নিয়তই মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ হইয়া থাকে। এইজন্য মনুষ্যলোকে শান্তির লেশমাত্র নাই॥ ৩॥

সুখং নিত্যং কাময়তাং দুঃখং বৈ জায়তেনিশম্।
ব্রহ্মচিন্তা যত্র নাস্তি স্যাদিত্থং নিয়তিস্তথা॥ ৪॥

লোকে সুখের কামনা করে; কিন্তু পদে পদেই দুঃখগ্রস্ত হইয়া থাকে। যেখানে ব্রহ্মচিন্তা নাই, সেখানে স্বভাবতই ঐরূপ শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হয়॥ ৪॥

অবশ্যং মৃত্যুরেব স্যাৎ কস্যাপি তত্র বৈ মতিঃ।
ভঙ্গুরং জীবিতং শম্ভো ভঙ্গুরং ক্রিয়তে তরাম্॥
সদা তামসমার্গেণ ধাবন্তিজ্ঞানবর্জ্জিতঃ॥ ৫॥

মৃত্যু অবশ্যই হইবে। কিন্তু কোন্ ব্যক্তির সেদিকে মন আছে? সকলেই আপনাকে অমর ভাবিয়া, স্বীয় ভঙ্গুর জীবনকে আরও ভঙ্গুর-ভাবাপন্ন করিয়া থাকে॥ ৫॥

ন চেতনা নাস্তি বোধো জড়চষ্টারতস্য চ॥ ৬॥

কাহারও হিতাহিত বিবেচনা নাই। এইজন্য সকলেই কুমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সকলেই জড়ের ন্যায়, ব্যবহারপরায়ণ। এইজন্য কাহারও চেতনা নাই, বোধ নাই॥ ৬॥

কাষ্ঠবল্লোষ্ট্রবচ্চৈব তস্মান্মতিরজায়ত ॥ ৭ ॥

উল্লিখিত কারণে লোকের মতি কাষ্ঠের ন্যায় ও লোষ্ট্রের ন্যায় নিতান্ত স্তব্ধভাবাপন্ন হইয়াছে। সৎ বিষয় আর তাহাতে প্রতিফলিত হয় না ॥ ৭ ॥

ব্যাধবাগুরবদ্ধানাং হরিণানাং দশা যথা।
অথবা পিঞ্জরে বদ্ধা যথা গন্না বিহঙ্গমাঃ ॥ ৮ ॥

ব্যাধবাগুরায় বদ্ধ হইলে, হরিণের যেরূপ অবস্থা হয়, অথবা পিঞ্জরে বদ্ধ হইলে, বিহঙ্গমগণ যেরূপ অবসন্ন হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

অগ্নিগেহং সমাপন্নেপ্যথবা চাসুখং যথা।
রোগশয্যানিষণ্ণানাং যথাশান্তিরজায়ত ॥ ৯ ॥

কিংবা, দহ্যমান-গৃহস্থিত ব্যক্তিগণের যেরূপ অসুখ অনুভূত হয়; অথবা রোগশয্যায় শয়ান হইলে, যেপ্রকার অশান্তি সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

মনুষ্যে পশ্য দেবেশ তদ্বস্থাবাতিশায়িতম্।
ধনিনো গ্লানিমাপন্না দরিদ্রা ইব শঙ্কর ॥ ১০ ॥

ঐ দেখুন, মনুষ্যমাত্রেই তদ্বৎ বা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখুন, ধনী সকল দরিদ্রের ন্যায়, ম্লানভাবাপন্ন ॥ ১০ ॥

প্রাসাদেপ্যধিকং দুঃখং কুটীরাচ্চ মহেশ্বর।
ঘৃতান্নং ব্যাধিনা গ্রস্তং শাকমিশ্রাৎ সহস্রশঃ ॥ ১১ ॥

কুটীর অপেক্ষা প্রাসাদ যেন অধিকতর দুঃখে অভিভূত এবং

শাকান্ন অপেক্ষা ঘৃতান্নও যেন সহস্র সহস্র ব্যাধিতে আচ্ছন্ন, বোধ হয় ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে অনিত্যবিচারযোগো নাম অষ্টাবিংশোধ্যায়ঃ।

ঊনত্রিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

কিং করোমি ক গচ্ছামি অদ্য কিং ভবিতা মম।
ইতি চিন্তা মহাঘোরা রাক্ষসীব গৃহে গৃহে ॥
ধাবত্যহর্নিশং দেব পর্য্যায়েণ যথাতথা ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

কি করি, কোথা যাই, অদ্য আমার কি হইবে; এইপ্রকার অতীব ভয়ঙ্করী ভাবনা রাক্ষসীর ন্যায়, গৃহে গৃহে দিবারাত্র যেখানে সেখানে পর্য্যায়ক্রমে বিচরণ করিতেছে ॥ ১ ॥

মৃত্যুগ্রসতি সর্ব্বেষামায়ুর্যাতি দিনে দিনে।
কালঃ ক্রীড়তি বৈ নিত্যং তথাপি মানুষোবশঃ ॥ ২ ॥

মৃত্যু দিন দিন লোকদিগকে গ্রাস করিতেছে; লোকের পরমায়ু দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে, এবং কাল নিত্য ক্রীড়া করিতেছে। তথাপি, মানুষের চেতনা নাই ॥ ২ ॥

ক্ষীণে জনে মহত্যাশা মায়াবৎ বর্দ্ধতেনিশম্।
ন সিদ্ধির্লভ্যতে কুত্র বঞ্চনাচ পদে পদে ॥ ৩ ॥

লোকে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে ; কিন্তু তাহার আশা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে। কেহই কোন বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে পারে না ; প্রত্যুত, পদে পদেই বিড়াম্বিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

কোঽয়ং কস্য ন জানাতি সম্বন্ধঃ শতশঃ স্থিতঃ।
শত্রুমিত্রকৃতো ভেদো দুঃখাদ্দুঃখতরং নয়েৎ ॥ ৪ ॥

কে কাহার, তাহা কেহই অবগত নহে ; অথচ, শতদিগকে শত সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া থাকে। এইরূপে শত্রুমিত্রপ্রভেদ কল্পনা করিয়া, দুঃখ হইতে অধিকতর দুঃখে নীয়মান হয় ॥ ৪ ॥

বিবাদো বহুধা সিদ্ধো ন চাত্মপরসংস্থিতিঃ।
আত্মানং বঞ্চয়েন্মূঢ়ঃ কার্পণ্যবশমীযিবান্ ॥ ৫ ॥

ঐরূপ ভেদজ্ঞান হইতেই বহুবিধ বিবাদের আবির্ভাব হইয়াছে। কাহারও আত্মপরজ্ঞান নাই। বলিতে কি, লোকে মোহবশত কৃপণতার বশবর্ত্তী হইয়া, আত্মাকেও বঞ্চনা করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

ন দত্বা ন স্বয়ং ভুঙ্‌ক্ত্বা সঞ্চয়ং কুরুতে জনঃ।
আশাপাশবশো নিত্যং ন জানে কিং ভবিষ্যতি ॥ ৬॥

ঐ দেখুন, দান বা স্বয়ং ভোগ না করিয়া, কেবল সঞ্চয় করিতেছে। আশাপাশে বদ্ধ হওয়াতে, তাহার পরিণামজ্ঞান শূন্য হইয়াছে ॥ ৬ ॥

অনুতাপং পরং গচ্ছেন্মৃত্যুনা গ্রস্যতে যদা ॥ ৭ ॥

কিন্তু যখন মৃত্যু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে, তখন তাহার নিরতিশয় অনুতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

চক্ষুঃকর্ণবিশিষ্টানাং জ্ঞানিনাং বত যাতনা।
ইয়মেব মহাদেব বাধতে মাং দিবানিশম্ ॥ ৮ ॥

মানুষের চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, সে পশুর ন্যায় অজ্ঞান নহে। তথাপি তাহার এইপ্রকার যাতনা দর্শন করিয়া, আমার অহরহ দুর্ব্বিষহ অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইতেছে ॥ ৮ ॥

শাস্ত্রং চ বহুলং তত্র বিপুলা চ বসুন্ধরা।
কালো নিরবধিস্তত্র ধাত্রাপি দানশৌণ্ডকঃ।
সর্ব্বং সুসঙ্গতং তত্র ততঃ কিং মানুষেষ্বসুখম্ ॥ ৯ ॥

শাস্ত্র সকলের অভাব নাই; পৃথিবীরও সীমা নাই; কালেরও অবধি নাই; বিধাতারও বদান্যতা বা দানশীলতার ইয়ত্তা নাই। এইরূপে যাহা কিছু অবশ্য প্রয়োজনীয় সকলদিকে সকল অংশেই তাহার সমুচিত সমাবেশ আছে, তবে কেন মানুষ অসুখী হইয়া থাকে? ॥ ৯ ॥

কেচিদ্রুগ্নাঃ শোকমূঢ়াঃ কেচিদ্ভগ্নাস্তথৈবচ।
কেচিৎ ক্ষুণ্ণা বিষণ্ণাশ্চ ধনরাশৌ সমাস্থিতাঃ ॥ ১০ ॥

ঐ দেখুন, কেহ রুগ্ন, কেহ শোকজনিত মোহে আচ্ছন্ন; কাহারও উৎসাহ প্রভৃতির লেশ নাই, মন যেন একবারেই ভগ্ন হইয়াগিয়াছে; কেহ ধনরাশির উপরি অবস্থান করিয়াও, ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ ভাবাপন্ন ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে অনিত্যবিচারযোগো
নাম ঊনত্রিংশোধ্যায়ঃ।

ত্রিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

স এব তপতে ভানুঃ স চন্দ্রঃ শোভতে তথা।
স বায়ুর্বহতে নিত্যং ততঃ কিং মানুষেস্বসুখম্ ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

সেই সূর্য্য সেই রূপেই তাপদান করিতেছেন, সেই চন্দ্র সেই রূপেই শোভা পাইতেছেন; সেই বায়ু সেই রূপেই প্রবাহিত হইতেছে; তবে কেন মানুষ অসুখী হইয়া থাকে? ॥ ১ ॥

প্রভবোপি ন বৈ স্বস্থা দাসবদ্ভৃত্যবত্তথা।
কেচিৎ ক্ষুধাতুরা দেব ভ্রমন্তি কাকবৎ সদা ॥ ২ ॥

ঐ দেখুন, ভৃত্যেরাও যেমন, দাসেরাও যেমন, প্রভুরাও তেমন সর্ব্বদাই অপ্রকৃতিস্থ; কাহারও শান্তির লেশ নাই। ঐ দেখুন, কেহ কেহ ক্ষুধাতুর হইয়া, কাকের ন্যায়, সর্ব্বদা দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে ॥ ২ ॥

বীক্ষন্তি চ ন বীক্ষন্তি হ্যন্নাদা দুর্দ্ধিয়ো ভৃশম্ ॥ ৩ ॥

কিন্তু যাহাদের অন্ন আছে, সেই সকল দুর্বুদ্ধি তাহাদিগকে দেখিয়াও দেখিতেছে না ॥ ৩ ॥

স্বার্থসন্ধাননিপুণাঃ পরার্থবিঘ্নকারকাঃ।
ক্রূরাঃ পিশুনশীলাশ্চ দয়াহীনাস্তথৈবচ ॥
পরলোকপরিভ্রষ্টা নাস্তিবাদপরায়ণাঃ।

লোলুপাঃ কুটিলা দেব পরানিষ্টপরাঃ ক্রূরা।
ঐহিকা মত্তচিত্তাশ্চ প্রমত্তাশ্চ প্রলাপিনঃ ॥
বর্দ্ধন্তি বহুশো নিত্যং বন্যাবচ্চ মহেশ্বরি ॥ ৪ ॥

যাহারা পরের অনিষ্ট করিয়া, স্বকীয় অভীষ্ট সাধনে সবিশেষ দক্ষতা বিশিষ্ট; যাহারা ক্রূর, পিশুনস্বভাব ও দয়াহীন; যাহাদের পরলোকজ্ঞান নাই; যাহারা সর্ব্বদাই কেবল, নাই নাই, বলিয়া থাকে, যাহারা লোভের অতিমাত্র বশীভূত, কুটিল ও পরের অনিষ্ট সাধনে স্বতঃ পরতঃ সমুদ্যত; যাহারা পার্থিব বিষয়সুখেই একমাত্র সংসক্ত; যাহাদের চিত্তবৃত্তি মত্তভাবাপন্ন; যাহারা প্রমাদগ্রস্ত ও যাহা মুখে আইসে, তাহাই বলিয়া থাকে, তাদৃশ লোক সকলেরই সংখ্যা, বন্যার জলের ন্যায়, দিন দিন বর্দ্ধমান হইতেছে ॥ ৪ ॥

সাধুতা ক্ষীণতাং যাতি ধর্ম্মো যাতি রসাতলম্।
পাতালে লীয়তে সত্যং তত্ত্বং তস্যাপ্যধো গতম্ ৫ ॥

সাধুতার ক্রমশঃই ক্ষীণতা হইতেছে; ধর্ম্ম রসাতলে গমন করিতেছে, সত্য পাতালে লীন হইতেছে, এবং তত্ত্ব তাহারও অধোভাগে গমন করিতেছে ॥ ৫ ॥

ধিগ্ ধিক্ পশ্য মহাদেব শান্তিশ্চ নাথবর্জ্জিতা।
অতঃ কিন্নু ভবেদ্দুঃখং বিধবা চ সরস্বতী ॥ ৬ ॥

ধিক্! ধিক্! ঐ দেখুন, শান্তি অনাথা হইয়াছে; সরস্বতী বিধবা হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? ॥ ৬ ॥

লক্ষ্মীর্নীচগতা নিত্যং স্পর্দ্ধতে বিদ্যয়া সহ।
পাপং হি পরমং প্রাপ্তং পুণ্যং ক্ষীণতরং তথা ॥ ৭ ॥

লক্ষ্মী দিন দিন নীচগামিনী হইতেছেন; সরস্বতীর সহিত তাঁহার আর

সম্ভাব নাই। পাপ যাবপর নাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পুণ্য দিন দিন অতিমাত্র ক্ষীণ হইতেছে ॥ ৭ ॥

যাচ্ঞা চ বর্দ্ধতে নিত্যং ভিক্ষা চৈব পদে পদে।
প্রার্থনা চাটুবৃত্তিশ্চ শ্ববৃত্তিশ্চ মহেশ্বর ॥ ৮ ॥

যাচকের ও ভিক্ষুকের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রার্থনা, চাটু কাবিতা ও শ্ববৃত্তিসেবারও অতিমাত্র আধিক্য সংঘটিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

পরস্কন্ধং সমারুহ্য ভোক্তুং বাঞ্ছতি সর্ব্বশঃ।
স্বাধীনে বিভবে দেব ন মতিঃ সুখশাশ্বতে ॥ ৯ ॥

সকলেই পরের স্কন্ধে নির্ভর করিয়া, উদরপূরণে প্রবৃত্ত, যাহাতে সুখের কোন কালেই ক্ষয় নাই, তাদৃশ স্বাধীনবিভবে কাহারই আর প্রবৃত্ত নাই ॥ ৯ ॥

শ্বাপদা লুণ্ঠন্তি বনং রাত্রৌ তে পশবঃ স্মৃতাঃ।
দিবায়াং লুঠতি গ্রামং নরঃ কিমভিধীয়তে ॥ ১০ ॥

শ্বাপদ সকল রাত্রিতে অরণ্য লুণ্ঠন করে, এইজন্য তাহাদিগকে পশু বলিয়া থাকে; কিন্তু যে মনুষ্য দিবার প্রখর আলোকে গ্রাম লুণ্ঠন করে, তাহাকে কি বলা যাইতে পারে? ॥ ১০ ॥

গ্রসত্যয়ং ক্ষুদ্রবুদ্ধির্মীনোজ্ঞাত্বা সদামিষম্।
বড়িশেন সমাবদ্ধং বদ্ধো ভবতি তৎক্ষণম্ ॥ ১১ ॥

মৎস্যজাতির বুদ্ধি নাই; সেইজন্য, সে না জানিয়াই, বড়িশবিদ্ধ আমিষ গ্রাস করিয়া, বদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

জ্ঞানজীবঃ কথং লোকস্তব সৃষ্টৌ মহেশ্বর।
জানন্ শ্রবন্ সদা মূঢ়ঃ কিংস্বিদ্‌বদ্ধো ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥

কিন্তু আপনার সৃষ্টির মধ্যে জ্ঞানজীব মনুষ্য জানিয়া শুনিয়াও কিজন্য বা কিরূপে মোহে আচ্ছন্ন ও বদ্ধ হইয়া থাকে? ॥ ১২ ॥

ঈশ্বরাভিমুখো ভূত্বা ধর্ম্মাভিমুখ এব তু।
সৎপথানুগতাং বৃত্তিং সেবন্ স সুখমর্হতি ॥ ১৩ ॥

মানুষ যদি ঈশ্বরাভিমুখীন ও ধর্ম্মাভিমুখীন হইয়া, সৎপথানুগত বৃত্তির পরিচর্য্যা করে, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই সুখ লাভ হয় ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে বিশ্বযোগো নাম ত্রিংশোধ্যায়ঃ।

একত্রিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

পুনরেব সমাচক্ষ্ব কথং শান্তির্ভবিষ্যতি।
অহন্যহনি দগ্ধানাং সংসারদহনৈঃ পরম্ ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

পুনরায় কীর্ত্তন করুন, কি উপায়ে শান্তি লাভ হইতে পারে। ঐ দেখুন, সংসাররূপ অনলে লোক সকল দিন দিন দগ্ধ হইতেছে। তাহাদের অন্তর্দ্দাহের সীমা নাই ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সাধু প্রোক্তং ত্বয়া ভদ্রে মনুজানাং মহান্ধতা।
বিষয়াজ্জায়তে নিত্যং বিষয়াদ্বর্দ্ধতে পুনঃ ॥ ২ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

ভদ্রে! তুমি সর্ব্বথা সমীচীন বাক্যই প্রয়োগ করিলে। মানুষমাত্রেই মহান্ধ। বিষয় হইতেই তাহাদের ঐরূপ মহান্ধতা প্রাদুর্ভূত ও বিষয় হইতেই তাহা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ২ ॥

অর্থ এবহি লোকেস্মিন্ লোভমোহবিবর্দ্ধনঃ।
কার্পণ্যং দর্পমুদ্বেগো ভয়মানৌ মহেশ্বরি ॥
অর্থাৎ সর্ব্বাণি জাতানি দুঃখান্যেতানি দেহিনাম্ ॥ ৩॥

ইহলোকে একমাত্র অর্থ হইতেই লোভমোহ বর্দ্ধিত এবং কৃপণতা, দর্প, উদ্বেগ, ভয় ও অভিমান ইত্যাদি যাবতীয় দুঃখ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

অর্থস্যোৎপাদনে দুঃখং রক্ষণে বর্দ্ধনে তথা।
ক্ষয়ে চ বিপুলং দেবি হন্যতে হ্যর্থকারণাৎ ॥ ৪ ॥

অর্থের উৎপাদনে দুঃখ, রক্ষণে দুঃখ, বর্দ্ধনে দুঃখ, ক্ষয়ে দুঃখ এবং অর্থের জন্য পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

অনিত্যং জীবিতং দেবি রূপযৌবনসম্পদঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রিয়সংবাসো মুহ্যেৎ তত্র ন পণ্ডিতঃ ॥ ৫ ॥

জীবন, যৌবন, রূপ, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য ও প্রিয় সহবাস কিছুই চিরস্থায়ী নহে। এইজন্য জ্ঞানী পুরুষ তাহাতে মুগ্ধ হন না ॥ ৫ ॥

সঞ্চয়াজ্জায়তে ক্লেশো বিবাদো বহুধা নৃণাম্।
উপদ্রবশতান্যেব তস্মাৎ মা সঞ্চয়ী ভবেৎ ॥ ৬ ॥

সঞ্চয় হইতে বহুবিধ ক্লেশ ও নানাপ্রকার বিবাদের উদ্ভব এবং অন্যান্য শত শত উপদ্রব প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এইজন্য সঞ্চয় করিবে না ॥ ৬ ॥

জীবেত যাবতা দেবি তাবতা সঞ্চয়ী ভবেৎ।
অতিরেকে ভবেৎ ক্লেশো বিষ্মর্ত্তানি পদে পদে ॥ ৭ ॥

যে পরিমাণে জীবন ধারণ হইতে পারে, তদনুরূপে সঞ্চয়ী হইবে। তাহার অতিরিক্ত সঞ্চয় করিবে না। কেননা, তাহাতে পদে পদেই ক্লেশ ঘটিয়া থাকে এবং বিবিধ বিঘ্নও সমুদ্ভূত হয়॥ ৭॥

তস্মাৎ সর্ব্বে হ্যনীহার্থা ভবেয়ুরিতি বৈ বিধিঃ।
প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য বরং ন স্পর্শ ইষ্যতে॥ ৮॥

এইজন্য ব্যক্তিমাত্রেরই অনীহার্থ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাই একমাত্র বিধি। বাস্তবিক, পঙ্ক মর্দ্দিত করিয়া, পাদ প্রক্ষালন করা অপেক্ষা পঙ্কস্পর্শ না করাই প্রশস্ত কল্প॥ ৮॥

অহোকষ্টমহোকষ্টমব্রাহ্মণ্যপরং জগৎ।
অর্থস্য দাসভূতেন সহতে বিপুলং ভয়ম্॥ ৯॥

হায় কি কষ্ট!—হায়, কি কষ্ট! সমুদায় জগৎ একমাত্র অর্থেরই দাসত্ব করিতেছে; পরব্রহ্মে আর কাহারই দৃষ্টি নাই। এইজন্য তাহাদের ভয়াবহ বিপদ্‌পরম্পরারও সীমা নাই॥ ৯॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে সর্ব্ব-যোগো নাম একত্রিংশোধ্যায়ঃ।

দ্বাত্রিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

পিপাসা বর্দ্ধতে নিত্যং তত্রাপি চ পদে পদে।
জননী ঘোরতমসামিতি প্রাজ্ঞা বিদুঃ প্রিয়ে॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

পদে পদে ঐরূপ বিপদে পতিত হইলেও, কাহারই ধনপিপাসার নিবৃত্তি নাই। প্রাজ্ঞ পুরুষগণ এই পিপাসাকেই ঘোর অজ্ঞানান্ধকারের একমাত্র উদ্ভবক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ১॥

সর্ব্বত্র হ্যাপদস্তস্য যস্য নাস্তি মনীষিতা।
সর্ব্বত্র বাপদস্তস্য পিপাসা যস্য বিদ্যতে॥ ২॥

যেরূপ মনের উপরি প্রভুত্ব না থাকিলে, পৃথিবীর যাবতীয় আপদ আক্রমণ করে, সেইরূপ বিষয়পিপাসার বশবর্ত্তী হইলে, কোনরূপ বিপদেরই অভাব হয় না॥ ২॥

ঘোরে বৈ নরকে মৃত্যুঃ শতশশ্চ বরং প্রিয়ে।
পিপাসাজনিতাৎ ক্লেশাৎ সুদুঃসহাৎ পদে পদে॥ ৩॥

পিপাসার বশবর্ত্তী হইলে, পদে পদে যে অতি দুঃসহ ক্লেশ অনুভূত হয়, তাহা অপেক্ষা ঘোর নরকে শত শতবার মৃত্যু হওয়া শতগুণে প্রশস্ত॥ ৩॥

হৃদয়ে জায়তে ছিদ্রং ঘুণনিষ্কুশিতে যথা।
ন স্নেহাদিস্থিতিস্তত্র পিপাসাভিভূতস্য চ॥ ৪॥

ঘুণনিষ্কুশিত বংশাদিতে যেমন ছিদ্র সমুৎপন্ন হয়, পিপাসায় অভিভূত হইলে, তেমন হৃদয় ছিদ্রিত হইয়া থাকে। ঐরূপ ছিদ্রিত হৃদয়ে স্নেহ প্রভৃতি কোন মতেই স্থান প্রাপ্ত হয় না॥ ৪॥

দুঃস্বপ্নং জায়তে রাত্রৌ দিবায়াং নচ বৈ স্থিতিঃ।
রণে বনে তথা নিত্যং ধাবতঃ সঙ্কটে প্রিয়ে॥ ৫॥

লোকে পিপাসার দাস হইয়া, রণে, বনে ও তৎসদৃশ বিবিধ সঙ্কটে

সর্ব্বদা ধাবমান হইয়া থাকে। রাত্রিতে তাহার বিবিধ দুঃস্বপ্ন দর্শন ও দিবসেও বিরাম লাভ অসম্ভব হইয়া উঠে॥ ৫॥

বলবান্ জায়তে তস্য লোভবেগো দুরাত্মনঃ।
চৌরদস্যুতস্করতাং দধতোপি ন কুণ্ঠতঃ॥ ৬॥

তৎকালে সেই দুরাত্মার লোভবেগ অতিমাত্র প্রবল হওয়াতে, চোর, দস্যু বা তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিতেও তাহার মন কোন মতেই কুণ্ঠিত হয় না॥ ৬॥

আশা বৈতরণী লোকে তস্যাঃ পারে প্রতিষ্ঠিতঃ।
স্বর্গো যত্র সুখং নিত্যং শান্তির্যত্র চ শাশ্বতী॥ ৭॥

আশা বৈতরণী নদীস্বরূপ; যাহার পারে নিত্য সুখের অধিষ্ঠান ও নিত্য শান্তির উদ্ভবস্থান স্বর্গলোক প্রতিষ্ঠিত আছে॥ ৭॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে শান্তিযোগো
নাম দ্বাত্রিংশোধ্যায়ঃ।

ত্রয়স্ত্রিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অসন্তোষপরো মূঢ়ো দুঃখেন চাধিগম্যতে।
ইতি কৃত্বা মহেশানি সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

মূর্খেরা অসন্তোষের বশবর্ত্তী হইয়া, নিত্য দুঃখ ভোগ করে। এই কারণে পণ্ডিতেরা সন্তোষ অবলম্বন করেন ॥ ১ ॥

আশায়া নাস্তি বৈ পারং সন্তোষঃ পরমং সুখম্।
তস্মাৎ সন্তোষমীশানি পরং পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ২ ॥

আশার পার নাই; সন্তোষই পরম সুখ। এই কারণে পণ্ডিতেরা সন্তোষকেই শ্রেষ্ঠস্বরূপে দর্শন করেন ॥ ২ ॥

সন্তোষঃ পরমং রত্নং হৃদ্‌ভাণ্ডারবিভূষণম্।
দরিদ্রো যস্য বৈ নাস্তি ধনী যস্য চ বিদ্যতে ॥ ৩ ॥

সন্তোষ হৃদয়ভাণ্ডারের ভূষণস্বরূপ পরম রত্নস্বরূপ। উহা যাহার নাই, সেই ব্যক্তিই দরিদ্র এবং যাহার আছে, সেই ব্যক্তিই ধনী ॥ ৩ ॥

ন ধনং ধনমিত্যাহুঃ সন্তোষং ধনমুত্তমম্।
পণ্ডিতাঃ শৃণু মাহেশি সংশয়ো নাস্তি তত্র বৈ ॥ ৪ ॥

পণ্ডিতেরা ধনকে ধন বলেন না, সন্তোষকেই ধনশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই বাক্য সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত, সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥

অসন্তুষ্টাঃ সদা নষ্টাঃ সন্তুষ্টাঃ সুখশাশ্বতাঃ।
ইতি বিদ্ধি মহাপ্রাজ্ঞে সুখদুঃখস্য লক্ষণম্ ॥ ৫ ॥

যেখানে অসন্তোষ, সেইখানেই বিনাশ এবং যেখানে সন্তোষ, সেইখানেই সুখের নিত্য অধিষ্ঠান। তুমি পরমজ্ঞানী। অতএব, ইহাই সুখ দুঃখের লক্ষণ, জানিবে ॥ ৫ ॥

দেবতাভিমুখী তস্য সন্তোষে যস্য বৈ মনঃ।
দেবতা বিমুখী তস্যাসন্তোষে যস্য বৈ মনঃ ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি সদা সন্তুষ্ট, দেবতা তাহার প্রতি নিত্য প্রসন্ন, যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট নহে, দেবতাও তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে সন্তোষযোগো
নাম ত্রয়স্ত্রিংশোধ্যায়ঃ।

চতুস্ত্রিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বুদ্ধির্যত্র সুখং তত্র নান্যথা মম ভাষিতম্।
ন তত্র শ্রেয়সাং হানিঃ সৌভাগ্যঞ্চ পদে পদে ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যেখানে বুদ্ধি, সেই খানেই সুখ, সেইখানেই পদে পদে সৌভাগ্য এবং সেই খানেই নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণসমৃদ্ধি বিরাজমান। আমার এই কথার কখন অন্যথা হয় না ॥ ১ ॥

অবোধোপহতপ্রায়ঃ তস্মাদ্দুঃখময়ং প্রিয়ে।
ন জানীত ন মন্যেত দৈবায়ং যাতনা পরম্ ॥ ২ ॥

লোকমাত্রেই প্রায় অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, কিছুই জানে না এবং কিছুই মানে না। সেইজন্য একমাত্র দুঃখেরই আধিপত্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম দৈবী যাতনা ॥ ২ ॥

জ্ঞানং যত্র ধৃতিস্তত্র বিদুষামিতি সম্মতম্।
ন তত্রাভীষ্টযোগস্য বিঘ্নযোগঃ কচিৎ প্রিয়ে ॥ ৩ ॥

যেখানে জ্ঞান, সেই খানেই আত্মপ্রসাদ, বিদ্বান ব্যক্তিগণের ইহাই মতবাদ। সেখানে কখন কোনরূপে অভীষ্টপ্রতিপত্তির ব্যাঘাত হয় না॥ ৩॥

বিজ্ঞানং যত্র কল্যাণি তত্র সিদ্ধিঃ পদে পদে।
ন তত্র ভদ্রহানিঃ স্যাৎ বিদুষামিতি সম্মতম্॥ ৪॥

কল্যাণি! যেখানে বিজ্ঞান, সেই খানেই পদে পদে সিদ্ধিলাভ সংঘটিত হইয়া থাকে। সেখানে কোন মতেই কল্যাণপ্রতিপত্তির অসম্ভাবনা নাই। বিদ্বান্গণের ইহাই মতবাদ॥ ৪॥

ন জ্ঞানং নচ বিজ্ঞানং ক্ষুদ্রবোধরতঃ সদা।
ন সিদ্ধির্নচ বৈ ঋদ্ধিস্তস্মাদ্দুঃখং পদে পদে॥ ৫॥

মানুষের জ্ঞান নাই, বিজ্ঞান নাই, সে সর্ব্বদাই ক্ষুদ্র বুদ্ধির পরতন্ত্র। সেইজন্য তাহার সিদ্ধি নাই, সমৃদ্ধি নাই; পদে পদেই দুঃখসংঘটনা হইয়া থাকে॥ ৫॥

যস্য বুদ্ধির্মহাদেবি শ্রুতিস্মৃতিসমন্বিতা।
ন তস্য সীদতে হ্যাত্মা সৌভাগ্যসুখবৃংহিতঃ॥ ৬॥

যাহার বুদ্ধি শ্রুতি স্মৃতির অনুগামিনী, তাহারা আত্মা কখন অবসন্ন হয় না; প্রত্যুত সৌভাগ্যসুখসম্পন্ন হইয়া থাকে॥ ৬॥

শ্রেয়সাং সঙ্গতিস্তত্র বিবেকো বিদ্যতে প্রিয়ে।
ইতি বিদ্ধি মহাপ্রাজ্ঞে সর্ব্বসৌভাগ্যসাধনম্॥ ৭॥

যেখানে বিবেক, সেই খানেই মুক্তি। অয়ি মহাপ্রাজ্ঞে! ইহাই সৌভাগ্যের সাধন জানিবে॥ ৭॥

অবিবেকপরং সর্ব্বং শ্রুতিস্মৃতিবিনাকৃতম্।
শ্রেয়োবিনাকৃতং তস্মাৎ সৌভাগ্যেন বিনাকৃতম্॥ ৮॥

সমস্ত সংসার শ্রুতি স্মৃতির বহির্ভূত ও বিবেকবিবর্জ্জিত; এইজন্য শ্রেয়োবিবর্জ্জিত ও সেইজন্য সৌভাগ্যবর্জ্জিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে শ্রেয়োযোগো নাম চতুস্ত্রিংশোধ্যায়ঃ।

পঞ্চত্রিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ফলন্তি সময়ে বৃক্ষা বর্ষন্তি বারিদাঃ প্রিয়ে।
বহন্তি মরুতো নিত্যং সর্ব্বে বৈ স্থিতিশালিনঃ ॥ ১ ॥

বৃক্ষ সকল যথাকালে ফলপ্রসব করে; মেঘ সকল যথাকালে জল দান করে এবং মরুৎ সকল যথাকালে সঞ্চরণ করে। এইরূপে সকলেই স্বকীয় পদমর্য্যাদার অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ১ ॥

ইদং হি স্থিতিশালিত্বং সুখস্যাপি নিদর্শনম্।
স্থিতিহীনে কুতো দেবি মানুষে সুখসংস্থিতিঃ ॥ ২ ॥

এইরূপ স্থিতিশালিত্বই সুখের নিদর্শন। কিন্তু মানুষের স্থিতি নাই; সেইজন্য তাহার সুখেরও সম্পর্ক নাই ॥ ২ ॥

অদাতা বংশদোষেণ কর্ম্মদোষাদ্দরিদ্রতা।
উন্মাদো মাতৃদোষেণ পিতৃদোষেণ মূর্খতা ॥ ৩ ॥

লোকে বংশদোষে অদাতা, কর্ম্মদোষে দরিদ্র, মাতৃদোষে উন্মাদগ্রস্ত ও পিতৃদোষে মূর্খ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

অদাতা চ দরিদ্রশ্চ মূর্খোন্মত্তৌ তথা প্রিয়ে।
দিবসে দিবসে পশ্য বর্দ্ধতে বর্দ্ধতে তরাম্ ॥ ৪ ॥

ঐ দেখ, অদাতা, দরিদ্র, মূর্খ, ও উন্মাদগ্রস্তের সংখ্যা দিন দিন বার্দ্ধত হইতেছে ॥ ৪ ॥

তৃষ্ণাবেগবশাল্লোকো মনোরথশতাকুলঃ।
ধাবত্যহর্নিশং পশ্য মত্তবদ্ভ্রষ্টবৎ প্রিয়ে ॥ ৫ ॥

লোকে বাসনাবেগবশে শতশত মনোরথকল্পনায় হতজ্ঞান ও হতবুদ্ধি হইয়া, মত্তের ন্যায়, ভ্রষ্টের ন্যায়, ঐ দেখ, অহর্নিশ ধাবমান হইতেছে ॥ ৫ ॥

কল্পনাজালজড়িতশ্চিন্তাপাশসুসংযতঃ।
ভাবনাবেগবিধ্বস্তঃ কিংকরোমি দুরাত্মবান্ ॥
ইতি চিন্তাপরো দেবি হতচিত্তো হতাশয়ঃ ॥ ৬ ॥

লোকমাত্রেই কল্পনাজালে জড়িত, চিন্তাপাশে নিগড় বদ্ধ এবং তন্নিবন্ধন ভাবনাবেগে বিনষ্টপ্রায় হইয়া, হায় হতভাগ্য আমি কি করিব, এই প্রকার চিন্তার ঐকান্তিক অনুসরণ প্রযুক্ত একবারেই হতচিত্ত ও হতাশয় হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৬ ॥

আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
মাতৃবৎ পরদারেষু সম্পৎসু তৃণবত্তথা।
শত্রুবৎ পরিবারেষু বন্ধবৎ প্রিয়বস্তুষু।
স পণ্ডিতঃ পশ্যতি যো মৃত্যুবদ্বিভবেষু চ ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি সকল প্রাণীতে আত্মবৎ, পরদ্রব্যে লোষ্ট্রবৎ, পরস্ত্রীতে মাতৃবৎ, সম্পদ সকলে তৃণবৎ, পরিবারে শত্রুবৎ, প্রিয় বস্তুসমূহে বন্ধবৎ, এবং বিভবে মৃত্যুবৎ দৃষ্টি স্থাপন করে, তাহাকেই পণ্ডিত বলিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অনর্থলপনাদ্দেবি তথৈবচ বৃথাটনাৎ।
ক্ষীয়তেঽনুদিনং চায়ুর্ন তত্র সংশয়ঃ ক্বচিৎ॥ ৮॥

অনর্থ লপন ও বৃথা পর্য্যটন এই দ্বিবিধ মহাদোষের অনুসরণ প্রবৃত্ত লোকের আয়ু দিন দিন ক্ষীণ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই॥ ৮॥

কামনাপ্রভবং দুঃখং বাসনাপ্রভবং বধম্।
কল্পনাপ্রভবং বন্ধং বদন্তি জ্ঞানকোবিদাঃ॥ ৯॥

জ্ঞানকোবিদ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন, কামনা হইতে দুঃখের, বাসনা হইতে আত্মভ্রংশের ও কল্পনা হইতে বন্ধের উদ্ভব হইয়াছে॥ ৯॥

সুখং সুপ্তে সুখং ভুঙ্‌ক্তে সুখং জাগর্ত্তি সুন্দরি।
কামনা বাসনা যস্য কল্পনা ন প্রভুস্তথা॥ ১০॥

কামনা, বাসনা বা কল্পনা যাহার উপরি প্রভুত্ব না করে, সেই ব্যক্তিই সুখে শয়ন করে, সুখে ভোগ করে ও সুখে জাগরণ করিয়া থাকে॥ ১০॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে মহাবিজ্ঞানযোগো-নাম পঞ্চত্রিংশোধ্যায়ঃ।

ষট্‌ত্রিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সর্ব্বং দেবি পরিত্যজ্য ভোগাদি রামণীয়কম্।
স যোগী কথ্যতে লোকে মামেকং শরণং গতঃ॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যে ব্যক্তি ভোগাদি পরম রমণীয় বস্তুজাত ত্যাগ করিয়া, একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হয়, তাহাকেই যোগী বলিয়া থাকে ॥ ১ ॥

আসক্তিঞ্চ পরিত্যজ্য ব্রহ্মনিষ্ঠাপরায়ণঃ।
সিদ্ধাসিদ্ধং সমং বিদ্বান্ স যোগী প্রোচ্যতে শুভে ॥ ২ ॥

যিনি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র পরব্রহ্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা-সম্পন্ন হইয়া, সিদ্ধি অসিদ্ধি উভয়কে তুল্য জ্ঞান করেন, তাঁহাকেই যোগী বলিয়া থাকে ॥ ২ ॥

নির্বন্দ্বো ধৈর্য্যবাংশ্চৈব যোগক্ষেমবিবর্জ্জিতঃ।
অপ্রমাদী সদা দেবি স যোগী প্রোচ্যতে তথা ॥ ৩ ॥

যিনি শীতোষ্ণ ও সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, ধৈর্য্যশালী, যোগক্ষেমবি-বর্জ্জিত ও অপ্রমাদী হইয়া, পরব্রহ্মেই আত্মনির্ভর করেন, তাঁহাকেই যোগ বলে ॥ ৩ ॥

সিদ্ধাসিদ্ধে সমং জ্ঞানং যোগস্তু প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৪ ॥

পণ্ডিতেরা সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয় বিষয়ে তুল্য জ্ঞানকেই যোগশব্দে নির্দ্দেশ করেন ॥ ৪ ॥

কামনা বিদ্যতে যত্র স্বর্গাদিফললালনে।
অন্ধযোগী স বৈ প্রোক্তো ব্রহ্মনিষ্ঠাপরো যদি ॥ ৫ ॥

যিনি স্বর্গাদি ফল সাধনে কামনাপরায়ণ, তিনি ঐকান্তিক ব্রহ্মনিষ্ঠা সম্পন্ন হইলেও, অন্ধযোগী বলিয়া বিনির্দ্দিষ্ট হন ॥ ৫ ॥

যথা জলাশয়াঃ সর্ব্বে সাগরে চ পতন্তি বৈ।
তদ্বৎ কর্ম্মফলং সর্ব্বং তস্মিন্নধিবসত্যপি ॥ ৬ ॥

নদহ্রদাদি জলাশয় সকল যেমন সেই একমাত্র সাগরে পতিত হয়, কর্ম্ম ও তাহার ফল সকলও তদ্রূপ একমাত্র পরব্রহ্মেই প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ৬॥

ক্ষুদ্রাকাশো যথা দেবি মহাকাশে প্রলীয়তে।
তথা বিশ্বমিদং দেবি তস্মিন্ লীনং ভবেত্ত বৈ॥ ৭॥

ক্ষুদ্রাকাশ যেমন মহাকাশে বিলীন হয়, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তেমন সেই পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়॥ ৭॥

বীজে বৃক্ষো যথা দেবি ক্ষুদ্রে চ তিষ্ঠতে মহান্।
তথা সর্ব্বং জগদ্দেবি অণৌ তস্মিন্ বিলয়তে॥ ৮॥

যেমন ক্ষুদ্র বীজগর্ভে বটাদি বৃহৎ বৃক্ষ সকল অধিষ্ঠিত আছে, তেমন এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সেই চিদণুর অন্তরে অবস্থিতি করে॥ ৮॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে ব্রহ্মযোগো
নাম ষট্‌ত্রিংশোধ্যায়ঃ।

সপ্তত্রিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

জলে যথা মহেশানি তরঙ্গাদি প্রলীয়তে।
বিশ্বকাণ্ডমিদং তদ্বৎ তস্মিন্ সংহারমাবসেৎ॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যেমন তরঙ্গাদি জলেই মিলিত হয়; তদ্রূপ, এই বিপুল বিশ্বকাণ্ড সেই পরব্রহ্মেই সংহৃত হইয়া থাকে॥ ১॥

দেহাদিব্যাপকো হ্যাত্মা ন বিনাশী খলু প্রিয়ে।
অব্যয়ং পুরুষং তস্মাদ্ধন্তুং কস্যাপি সাধ্যতা ॥ ২ ॥

যিনি এই দেহাদিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তাঁহার বিনাশ নাই; সেই অব্যয় পুরুষকে বিনাশ করিতে কাহারই বা ক্ষমতা আছে ॥ ২ ॥

আত্মা সর্ব্বং নান্যদস্তি সম্যগ্‌জ্ঞানমিতি প্রিয়ে।
মোক্ষস্য সাধনং প্রোক্তং ইতরং বন্ধকারণম্ ॥ ৩ ॥

এই দৃশ্যমান পদার্থমাত্রেই আত্মা। আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই; এই প্রকার জ্ঞানকে সম্যক্ জ্ঞান বলে। সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ ও অসম্যক্ জ্ঞান দ্বারা বন্ধন সংঘটনা হয় ॥ ৩ ॥

রজ্জু সর্পং ন বৈ বুদ্ধা সম্যক্‌ জ্ঞানস্য লক্ষণম্।
অভাবঃ কস্য তে বিদ্যা তস্য জ্ঞানস্য পার্ব্বতি ॥ ৪ ॥

রজ্জুকে সর্প জ্ঞান না করিয়া, প্রকৃত রজ্জু বোধ করাই সম্যক্ জ্ঞানের লক্ষণ। এই সম্যক জ্ঞানের অভাবকেই অবিদ্যা বলে ॥ ৪ ॥

বন্ধহেতুর্ম্মহাবিঘ্নং মুক্তের্ষা সততং প্রিয়ে ॥ ৫ ॥

এই অবিদ্যা বন্ধের হেতু ও মুক্তির অন্তরায় ॥ ৫ ॥

জগদাত্মাবধার্য্যৈব সমদৃষ্টিশ্চ জায়তে।
সম্যগ্‌ জ্ঞানং সদাবিদ্ধি পণ্ডিতৈঃ পরিচক্ষ্যতে ॥৬ ॥

সমস্ত জগৎই আত্মা, এই প্রকার অবধারণানন্তর যে সমদর্শিতার আবিষ্কার হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকেই সম্যক্ জ্ঞান শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, জানিবে ॥ ৬ ॥

আদিমধ্যাবসানে তু নিত্যমেব বিরাজতে।
ন বিনাশো যস্য দেবি আত্মৈব পরিকথ্যতে ॥ ৭ ॥

যিনি আদিমধ্য অবসানে সর্ব্বত্রই নিত্য বিরাজমান; যাঁহার বিনাশ নাই, তিনিই আত্মা বলিয়া বিনির্দ্দিষ্ট হন ॥ ৭ ॥

তন্ময়শ্চ ভবেচ্চৈব যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ।
সর্ব্বং তস্য স্বরূপং বৈ নিশ্চয়ং বিদ্ধি পার্ব্বতি ॥ ৮ ॥

এই জগতের যাহা কিছু, তৎ সমস্তই আত্মা। অতএব সর্ব্বতোভাবে তন্ময় হইবে ॥ ৮ ॥

ততো নৈব সুখং কিঞ্চিদ্দুঃখং বাপি মহেশ্বরি ॥ ৯ ॥

তন্ময় হইলে, পার্থিব সুখ দুঃখ আর আক্রমণ করিতে পারিবে না ॥ ৯ ॥

সর্ব্বমাত্মময়ং বিশ্বমিতি জ্ঞাত্বা মনস্বিনি।
জায়তে স্থিরবিশ্রান্তি স্থৈর্য্যং চৈব ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

সমুদায় বিশ্ব আত্মময়; এই প্রকার জ্ঞানের সঞ্চার হইলেই, স্থিরতর ও বিজ্বর পদে অধিষ্ঠান করিতে পারা যায় ॥ ১০ ॥

পৌরুষং বিবেকং প্রাহুঃ সর্ব্বসম্পৎস্বরূপকম্।
আত্মসিদ্ধির্যত্র দেবি মুক্তির্ব্বাপি তথৈবচ ॥ ১১ ॥

বিবেককেই পৌরুষ বলিয়া থাকে। এই বিবেক সাক্ষাৎ সর্ব্বসম্পদ স্বরূপ; আত্মসিদ্ধির সাধন ও মুক্তির অদ্বিতীয় উপায় ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে আত্মবিবেকযোগো নাম সপ্তত্রিংশোধ্যায়ঃ।

অষ্টত্রিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সর্ব্বব্যাপি সদা জ্যোতিঃ শান্তিস্বস্তিপ্রসাধনম্।
ঋষিলোকে দীপ্যমানং সূর্য্যচন্দ্রে চ ভাবিনি ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

সেই ব্রহ্মরূপ জ্যোতি সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপী, শান্তি ও স্বস্তির অদ্বিতীয় সাধন; এবং সূর্য্যে, চন্দ্রে ও ঋষিলোকে নিয়ত দীপ্যমান হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

প্রভা প্রভাবতাং যচ্চ কান্তিঃ কান্তিমতাং প্রিয়ে।
শোভা শোভাবতাং চৈব দীপ্তির্দীপ্তিমতাং তথা ॥ ২ ॥

ঐ জ্যোতিই প্রভাশীল সকলের প্রভা, কান্তিশীল সকলের কান্তি, শোভাশালী সকলের শোভা ও দীপ্তিশালী সকলের দীপ্তি ॥ ২ ॥

তেজস্তেজস্বিনাং চৈব প্রতিভা প্রতিভাবতাম্।
রূপং রূপবতাং নিত্যং ধৃতির্ধৃতিমতাং সদা ॥ ৩ ॥

ঐ জ্যোতিই তেজস্বিগণের তেজ, প্রতিভাশালী গণের প্রতিভা, রূপবান্ গণের রূপ ও ধৃতিশীলগণের ধৃতি ॥ ৩ ॥

ধর্ম্মাৎ সত্যান্মহেশানি তথৈব পরমাত্মনঃ।
যাবদ্দূরতরং লোকো যাতি তদ্বঞ্চিতঃ প্রিয়ে ॥ ৪ ॥

লোকে ধর্ম্ম হইতে, সত্য হইতে, পরমাত্মা হইতে যতই দূরে গমন করে, ততই ঐ জ্যোতি ভ্রষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

তজ্জ্যোতির্বহুলং যত্র সত্যলোকস্তদুচ্যতে।
তজ্জ্যোতির্যত্র বৈ নাস্তি নিরয়ঃ পরিকথ্যতে ॥ ৫ ॥

ঐ জ্যোতির যেখানে বহুল সমাবেশ, তাহারই নাম সত্য লোক। যেখানে তাহা নাই, তাহাকেই নরক বলিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বালভাবে মহদ্দিব্যং সমভাবে তথা প্রিয়ে।
সর্ব্বভূতহিতে চৈব তজ্জ্যোতির্ব্বর্ত্ততেতরাম্ ॥ ৬ ॥

বালক, সমদর্শী ও সর্ব্বভূতহিতনিরত ব্যক্তিতেই ঐ জ্যোতির অধিকতর আবির্ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

তদ্বৈ শৈবপদং প্রাহুস্তদ্বৈ শাক্তপদং পরম্।
তদ্বৈ বিষ্ণুপদং প্রাহুস্তদ্বৈ ব্রহ্মপদং তথা ॥ ৭ ॥

ঐ জ্যোতিকেই শৈবপদ, শক্তি পদ ও বিষ্ণু পদ এবং ব্রহ্মপদ বলিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

সাধনাজ্জ্যোতিষস্তস্য সর্ব্বসিদ্ধো মহেশ্বরঃ।
অভবং সকলে লোকে ত্বমেবচ মহেশ্বরী ॥ ৮ ॥

ঐ জ্যোতির সাধনা করিয়াই আমি সর্ব্বসিদ্ধ মহেশ্বর হইয়াছি এবং তুমিও সর্ব্বসিদ্ধা মহেশ্বরী হইয়াছ ॥ ৮ ॥

ইতি শিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে সাধনযোগো
নাম অষ্টত্রিংশোধ্যায়ঃ।

ঊনচত্বারিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

নিরঞ্জনং নিরাবাধং দেশে কালে চ শঙ্করি।
তজ্জ্যোতিঃ পরমং দিব্যং সর্ব্বেষাং চক্ষুরুত্তমম্ ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

ঐ জ্যোতির কোনরূপ ক্ষয়োদয়াদি বিকার নাই; উহা সকল দেশে ও সকল কালেই সমান। ঐ পরম দিব্য জ্যোতিই সকলের উৎকৃষ্ট চক্ষুঃ ॥ ১ ॥

জড়দেহে স্থিতো হ্যাত্মা অন্ধীভূতো ভবত্যত।
মৃতে নৈব বিজানাতি কুত্র বৈ পদমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

আত্মা জড়দেহে অবস্থিতি করিয়া তৎসংসর্গে অন্ধীভূত হইয়া থাকেন। এই জন্য মৃত্যু হইলে, সেই অব্যয় পরমপদ কোথায় আছে, জানিতে পারেন না ॥ ২ ॥

তজ্জ্যোতিঃ পরমং তস্য নেতা ভবতি তৎক্ষণম্।
আত্মানং স্বপদে নীত্বা স্বস্তিং তস্য বিধাস্যতি ॥ ৩ ॥

তৎকালে ঐ জ্যোতিই তাঁহার পথ প্রদর্শক হইয়া থাকে এবং তাহাকে স্বপদে আনয়ন পূর্ব্বক তদীয় স্বস্তি সমাধান করে ॥ ৩ ॥

স্তনন্ধয়ো ভবেদ্বালঃ সুখসন্ধানতৎপরঃ।
স্বর্গদ্বারকপাটস্য কীলকং লক্ষ্যতে তথা ॥
সদসচ্চৈব বীক্ষেত শিক্ষেত পরমাং কলাম্।
বিনা দীক্ষাং মহেশানি তজ্জ্যোতিস্তত্র কারণম্ ॥ ৪ ॥

লোকে যে বাল্যকালে স্বয়ং স্তন পান করে, অথবা সুখসন্ধান তৎপর হইয়া থাকে; কিংবা স্বর্গদ্বারকপাটকীলক অবলোকন করে; অথবা বিনা উপদেশে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ বা সদসদ বিবেচনা করিতে ক্ষমবান্ হয়, ঐ জ্যোতিই তাহার একমাত্র কারণ ॥ ৪ ॥

মহেন্দ্রো বরুণো বায়ুরগ্নিঃ কালো বিভাবসুঃ।
বিশ্বেদেবা বরারোহে চেশানো নৈঋতোঽশ্বিনৌ ॥
নক্ষত্রং তারকা ধাতা সপ্তর্ষয়স্তথৈবচ।

অসিতো দেবলো বাপি নারদো মহতাং বরঃ ॥
ব্যাসাদ্যা গৌতমাদ্যাশ্চ সর্ব্বে সিদ্ধা মহর্ষয়ঃ।
বিদ্ধা তজ্জ্যোতিষা দেবি পরাঞ্চ পরতাং গতাঃ ॥ ৫ ॥

মহেন্দ্র, বরুণ, বায়ু, অগ্নি, কাল, বিভাবসু, বিশ্বেদেবগণ, ঈশান, নৈর্ঋত, অশ্বিনীকুমারযুগল, নক্ষত্র, তারকা, ধাতা, সপ্তর্ষিমণ্ডল, অসিত-দেবল, নারদ, এবং ব্যাস ও গৌতম প্রমুখ অন্যান্য সিদ্ধ মহর্ষিগণ, ইহারা সকলেই ঐ জ্যোতির অনুপ্রবেশ বশতঃ পরাৎপর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

যে কেচিন্মানুষে লোকে প্রসিদ্ধা রামমুখ্যকাঃ।
যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতয়ঃ মরুতপ্রমুখাস্তথা ॥
সর্ব্বে তজ্জ্যোতিষা বিদ্ধা পরাঞ্চ পরতাং গতাঃ ॥ ৬ ॥

অথবা, শ্রীরামপ্রমুখ, যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ ও মরুত্তপ্রমুখ যে কেহ মানুষ লোকে প্রসিদ্ধ পদে অধিরূঢ় হইয়াছেন; তাঁহারা সকলেই উল্লিখিত জ্যোতির অনু-প্রবেশ বশতঃ পরাৎপর পদ অধিকার করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

তজ্জ্যোতিঃ প্রতিভা প্রোক্তং মনীষা চ মনস্বিনি।
যৎ কিঞ্চিদথবা দেবি লোকোত্তরং তথৈব হি ॥ ৭ ॥

অয়ি মনস্বিনি! ঐ জ্যোতিকেই প্রতিভা বলে, মনীষা বলে। অথবা, সংসারে যাহা কিছু অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন, তৎ সমস্তই ঐ জ্যোতিঃ স্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে আত্মযোগো নাম ঊনচত্বারিংশোধ্যায়ঃ।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

লোভমোহহতা যে বৈ পাপে তাপে রতাশ্চ যে।
ক্রোধনাঃ কুটিলাশ্চৈব কামুকাশ্চ মনস্বিনি॥
ক্রূরা মত্তাঃ প্রমত্তাশ্চ লোকদ্রোহে সমুত্থিতাঃ।
হতকা নষ্টকাশ্চৈব শপ্তাঃ ক্রুষ্টাস্তথৈবচ॥
দ্বিজিহ্বা দ্বিহৃদা দেবি দ্বিকর্ণা দুষ্টদর্শকাঃ।
নষ্টত্বচো নষ্টবাক্যা নষ্টশ্রোত্রা মনস্বিনি॥
সর্ব্বে তে জ্যোতিষা ভ্রষ্টা বিনষ্টাশ্চ পদে পদে॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যাহারা লোভ মোহের সান্নিধ্য বশতঃ বুদ্ধি শুদ্ধি শূন্য হইয়াছে, যাহারা পাপে তাপে নিতান্ত সংসক্তচিত্ত; যাহারা ক্রোধপরায়ণ, কুটিল, ও কামুক; যাহারা ক্রূর, মত্ত, প্রমাদ গ্রস্ত, লোকবিদ্রোহে অভ্যুত্থিত; যাহারা শপ্ত, আক্রুষ্ট, নষ্ট ও ভ্রষ্ট ভাবাপন্ন, যাহারা দোষৈকদর্শী, যাহারা এক শুনিতে আর শুনে, যাহাদের বাক্যের স্থিরতা নাই; যাহাদের মুখে এক, হৃদয়ে অন্যরূপ, কুদ্রব্য স্পর্শ করিয়া যাহাদের ত্বক্, ও কুবাক্য শ্রবণ করিয়া যাহাদের শ্রোত্র বিনষ্ট হইয়াছে; ইহারা সকলেই সেই সনাতন জ্যোতির বহিষ্কৃত ও তজ্জন্য পদে পদেই বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১॥

সাধূনামবক্তারোঽসাধূনাং পরিচারকাঃ।
দেবদ্বিজগুরূণাঞ্চ বেদশাস্ত্রার্থ দূষকাঃ॥
সর্ব্বে তে জ্যোতিষা ভ্রষ্টা বিনষ্টাশ্চ পদে পদে॥ ২॥

যাহারা সাধুগণের অবমাননা করিয়া, অসাধুগণের উপসর্পণা করে এবং দেব, দ্বিজ, গুরু ও বেদার্থের নিন্দা করিয়া থাকে; তাহারা সকলেই উল্লিখিত পরম জ্যোতির বহিষ্কৃত ও তন্নিবন্ধন পদে পদেই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

বিষমগ্নিং প্রদাতারো দাতারো দস্যুতস্করে।
মানচ্ছেদকরা নিত্যং স্বয়ং মানবিবর্জ্জিতাঃ ॥
সর্বে তে জ্যোতিষা ভ্রষ্টা বিনষ্টাশ্চ পদে পদে ॥ ৩ ॥

যাহারা বিষদান, অগ্নিদান ও দস্যু ও তস্করদিগকে ধনাদি সম্প্রদান করে; যাহারা অনায়াসে অন্যের মানচ্ছেদ করিয়া থাকে এবং যাহাদের নিজের কোনরূপ মান নাই, তাহারা সকলেই উল্লিখিত জ্যোতির বহিষ্কৃত ও তন্নিবন্ধন পদে পদেই ভ্রষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

ঈর্ষ্যাদ্বেষপরা দেবি সদা মৎসরিণস্তথা।
পরবিত্তে লোলুপাশ্চ পরদ্রব্যে মনস্বিনি।
সর্ব্বে তে জ্যোতিষা ভ্রষ্টা বিনষ্টাশ্চ পদে পদে ॥ ৪ ॥

যাহারা সর্ব্বদা ঈর্ষাদ্বেষপরায়ণ, মাৎসর্য্যবিশিষ্ট, পরধনে ও পরদ্রব্যে অতিমাত্র লোভসম্পন্ন, তাহারা সকলেই উল্লিখিত জ্যোতির বহিষ্কৃত। এইজন্য পদে পদেই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

স্বপ্নেপি হিতকাম্যা চ ন যেষাং মনসি স্থিতা।
সদা সন্তুষ্টহৃদয়াঃ পরসন্তাপনে তথা ॥ ৫ ॥

যাহাদের মনে স্বপ্নেও হিতকামনা স্থান প্রাপ্ত হয় না; যাহারা সর্ব্বদাই অসন্তুষ্টচিত্ত এবং পরকে সন্তপ্ত করিয়া, যাহাদের সন্তোষ সমুপস্থিত হইয়া থাকে, তাহারা সকলেই উল্লিখিত জ্যোতির বহিষ্কৃত এবং তন্নিবন্ধন পদে পদেই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

কাকবৎ যাচকা নিত্যং তাড়িতা গৃহপালবৎ।
জম্বুবচ্চোরকা দেবি হিংসকা ব্যাঘ্রবত্তথা।
সর্ব্বে তে জ্যোতিষা ভ্রষ্টা বিনষ্টাশ্চ পদে পদে ॥ ৬ ॥

যাহারা কাকের ন্যায়, কুকুরের ন্যায়, তাড়িত হইলেও নিত্য যাচ্ঞা করিয়া থাকে; যাহারা শৃগালের ন্যায় চৌর্য্যবৃত্তি পরায়ণ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্রস্বভাব, তাহারা উল্লিখিত জ্যোতির বহিস্কৃত ও তন্নিবন্ধন পদে পদেই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

শঠতাপূর্ব্বকর্ত্তারঋজূনাং দূষকাস্তথা।
বালকানাং মতিচ্ছেদপ্রবৃত্তাশ্চ মনস্বিনি।
সর্বে তে জ্যোতিষা ভ্রষ্টা বিনষ্টাশ্চ পদে পদে ॥ ৭ ॥

যাহারা সকল কার্য্যেই শঠতাপ্রকাশ করে; সরলচিত্ত ব্যক্তিদিগকে কুমার্গে প্রবর্ত্তিত করে ও বালকদিগের কুমতি সমাহিত করে, তাহারা সকলেই উল্লিখিত জ্যোতির বহিস্কৃত ও তন্নিবন্ধন পদে পদেই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

মর্ম্মচ্ছিদঃ সদা চৈব সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ।
নাধর্ম্মে শঙ্কিতা যে বৈ ন ক্ষুব্ধাঃ পাতকে তথা।
সর্বে তে জ্যোতিষা ভ্রষ্টা বিনষ্টাশ্চ পদে পদে ॥ ৮ ॥

যাহারা সর্ব্বদা সকল প্রাণির মর্ম্মচ্ছেদন ও ভয় সমুদ্ভাবন করে; অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে যাহাদের কোনরূপ ভয় হয় না এবং যাহারা পাপ করিয়াও কখন ক্ষোভপ্রকাশ করে না, তাহারা সকলেই উল্লিখিত জ্যোতির বহিস্কৃত ও তন্নিবন্ধন পদে পদেই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

কূটকাররতা নিত্যং সত্যাকারবিবর্জ্জিতাঃ।
প্রলাপিনো মহোক্ষানাং চরিত্রদূষকাঃ পরম্।

সর্ব্বে তে জ্যোতিষা ভ্রষ্টা বিনষ্টাশ্চ পদে পদে ॥ ৯ ॥

যাহারা কূটকারনিরত, সত্যস্কারবহিষ্কৃত, প্রলাপপরায়ণ ও মহোচ্চ-গণের চরিত্রদূষক, তাহারা সকলেই উল্লিখিত জ্যোতির বহিষ্কৃত ও তজ্জন্য পদে পদেই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

আত্মানাং বঞ্চকা যে বৈ নাস্তিবাদপরায়ণাঃ।
দৈবকারপ্রসক্তাশ্চ পৌরুষেণ সমুজ্ঝিতাঃ।
সর্ব্বে তে জ্যোতিষা ভ্রষ্টাঃ বিনষ্টাশ্চ পদে পদে ॥১০॥

যাহারা আত্মবঞ্চক, নাস্তিবাদপরায়ণ, দৈবের বশবর্ত্তী ও পুরুষকার-বিবর্জ্জিত, তাহারা সকলেই উল্লিখিত জ্যোতির বহিষ্কৃত ও তন্নিবন্ধন পদে পদেই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

অদৃষ্টবাদনিরতাঃ স্বভাবসঙ্গতাঃ পরম্।
আত্মাবমানিনো দেবি দৈবাবমানিনস্তথা।
সর্ব্বে তে জ্যোতিষা ভ্রষ্টা বিনষ্টাশ্চ পদে পদে ॥ ১১ ॥

যাহারা অদৃষ্টবাদনিরত, স্বভাবের বশীভূত, আত্মাবমানী ও দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাশূন্য, তাহারা সকলেই উল্লিখিত জ্যোতির বহিষ্কৃত ও তন্নিবন্ধন পদে পদেই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

খলকারসমারম্ভাঃ হ্যসৎকারপরায়ণাঃ।
সৎপথপ্লাবিনো ঘোরাস্তথৈব ভীষণাশয়াঃ।
সর্ব্বে তে জ্যোতিষা ভ্রষ্টা বিনষ্টাশ্চ পদে পদে ॥ ১২ ॥

যাহারা সকল কার্য্যেই খলতা প্রকাশ করে, যাহারা সৎকার বিবর্জ্জিত, যাহারা সৎ পথের বিপ্লাবক ও ঘোরস্বভাব, যাহাদের আশয় অতি ভয়ঙ্কর, তাহারা সকলেই উল্লিখিত জ্যোতির বহিষ্কৃত ও তন্নিবন্ধন পদে পদেই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

হেতুবিনাকৃতং বৈরং যৈর্দুষ্টৈঃ শৃণু পার্বতি।
দুর্বক্ত্রা দুর্হৃদশ্চৈব দুর্দর্শাশ্চ মহেশ্বরি।
সর্বে তে জ্যোতিষা ভ্রষ্টা বিনষ্টাশ্চ পদে পদে ॥ ১৩ ॥

যে সকল দুরাত্মা অকারণে বৈর আবিষ্কৃত করে, যাহারা সর্ব্বদাই দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে; যাহাদের হৃদয় অতীব দূষিতভাবে পরিপূর্ণ, যাহারা দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর, তাহারা সকলেই উল্লিখিত জ্যোতির বহিঃকৃত ও তন্নিবন্ধন পদে পদেই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

দুঃখাদ্দুঃখমাপ্নুবন্তি শোকাচ্ছোকতরং গতাঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরা নাস্তি কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৪ ॥

তাহারা দুঃখ হইতে অতিমাত্র দুঃখে ও শোক হইতে অতিমাত্র শোকে এবং ঘোর নরকে পতিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

অবসানে জনুং ঘোরাং কৃমিকীটসমাং তথা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ব্রহ্মভাবং পরং ব্রজেৎ ॥ ১৫ ॥

নরক ভোগের পর তাহারা কৃমি ও কীটের ন্যায়, শোচনীয় যোনি লাভ করে। এই কারণে সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রহ্মভাব আশ্রয় কবিবে ॥ ১৫ ॥

সত্যং শান্তিস্তথা ধর্ম্মো ন্যায়শ্চ পরমেশ্বরি।
দানং চ যজনং চৈব পরোপকৃতিসঙ্গতম্ ॥ ১৬ ॥

সত্য, শান্তি, ধর্ম্ম, ন্যায়, দান, যজন ও পরোপকার; ॥ ১৬ ॥

যথাসাধ্যং মহাভাগে স্বাধ্যায়নিরতিস্তথা।
ন স্বপ্নেনিষ্টচিন্তা চ সর্ব্বভূতহিতৈষিতা ॥ ১৭ ॥

অয়ি মহাভাগে! সাধ্যানুসারে বেদাধ্যয়নে অভিরতি, স্বপ্নেও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা; এবং প্রাণিমাত্রেরই হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া; ॥১৭॥

আত্মবন্ময়তা সর্ব্বে সমদৃষ্টিস্তথৈব চ।

সম্বৃত্তিরার্জ্জবং চৈব ত্যাগো মানো দয়া ক্ষমা ॥ ১৮ ॥

সকলকেই আপনার ন্যায়, জ্ঞান করা, শত্রু মিত্র ও লোষ্ট্র কাঞ্চন ইত্যাদি সকল পদার্থেই সম দৃষ্টি স্থাপন করা; সকলেরই সুখদুঃখে সুখ-দুঃখ বোধ করা; সকলের প্রতি সরল ব্যবহার করা, সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বদাই আত্মবিসর্জ্জন ও স্বার্থ ত্যাগ করা; লোকমাত্রেরই দুঃখদূরী করণে ইচ্ছা প্রকাশ করা; কেহ কোনরূপ অপকার করিলে তাহাকে মার্জ্জনা করা;—॥ ১৮ ॥

সংযমশ্চ দমশ্চৈব কামক্রোধবিসর্জ্জনম্।

পরশ্রীদর্শনে প্রীতিঃ পরকীয়গুণে তথা ॥ ১৯ ॥

বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, কামক্রোধবিসর্জ্জন, পরশ্রীদর্শনে প্রীতি ও পরকীয় গুণে অনুরাগ, ॥ ১৯ ॥

অর্থকৃচ্ছ্রেপি ঘোরেপি নাসৎপথনিষেবণম্।

সৎকার্য্যে সততং যত্নং যথাকালং যথান্তরম্ ॥ ২০ ॥

ঘোরতর অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলেও, অসৎপথে প্রবৃত্ত না হওয়া, অবসর ও সময় প্রাপ্ত হইলে, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে যত্ন করা; ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মভাবমিতি প্রাহুঃ পণ্ডিতাস্তত্ত্বদর্শিনঃ।

যত্র মুক্তির্যত্র শান্তির্নির্ব্বাণং যত্র বৈভবম্ ॥ ২১ ॥

ইত্যাদি গুণ সকলকে তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা ব্রহ্মভাব শব্দে নির্দ্দেশ করেন। এই ব্রহ্মভাবই মুক্তির নিদান, শান্তির আধার, ও নির্ব্বাণের হেতু ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে ব্রহ্মযোগো নাম চত্বারিংশোধ্যায়ঃ।

একচত্বারিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অসারেস্মিন্নথো দেবি খণ্ডিতং সর্বমীদৃশম্।
কুতঃ কস্যভবেদ্ভদ্রং পশ্যতাং বরবর্ণিনি॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

অসার সংসারে সমস্তই খণ্ডিত ভাব। সুতরাং, কোথায় কাহার কোনরূপ ভদ্রস্থতা আছে, অবলোকন কর॥ ১॥

ভোগে রোগভয়ং পশ্য মানে দৈন্য ভয়ং তথা।
জীবে মৃত্যুভয়ং চৈব বিত্তে চৌরভয়ং পরম্॥ ২॥

যেখানে ভোগ, সেই খানেই বিবিধ রোগের ভয়; যেখানে মান, সেইখানেই দৈন্যভয়; যেখানে জীবন, সেইখানেই মৃত্যুভয়; যেখানে ধন, সেইখানেই চোরের ভয়॥ ২॥

উদিতেস্তভয়ং দেবি বৃদ্ধৌ ক্ষয়ভয়স্তথা।
স্বর্গে পাতভয়ঞ্চৈব সর্ব্বং বৈ ভয়সঙ্গতম্॥ ৩॥

যেখানে উদয়, সেই খানেই অস্তভয়; যেখানে বৃদ্ধি, সেইখানেই ক্ষয়ভয়; অধিক কি, স্বর্গেও পতনভয় লক্ষিত হইয়া থাকে। এই রূপে সংসারের সকলই ভয়পরিপূর্ণ॥ ৩॥

ইচ্ছা ন ফলতে সর্বং চ্ছিন্নং ভিন্নং মনোরথঃ।
বিপরীতং ভবেদাশা বাসনাবলনং তথা॥ ৪॥

লোকে যাহা ইচ্ছা করে, তাহা সম্পন্ন হয় না; যাহা মনোরথ করে

তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে; যাহা আশা করে, তাহার বিপরীত হইয়া থাকে; এবং যাহা বাসনা করে, তাহারও কোনরূপ সিদ্ধি হয় না ॥ ৪ ॥

একং হস্তগতং চান্যৎ নষ্টং ভবতি তৎক্ষণম্।
পুনরেব পরা চেষ্টা বিফলং তত্র তত্র চ॥ ৫ ॥

এক বিষয় হস্তগত হইলে, অন্য বিষয় তৎক্ষণে বিনষ্ট হইয়া থাকে। এবং পুনরায় অপর বিষয় সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

ইতি কৃত্বা মহেশানি ক্ষোভমোহং গতঃ সদা।
কস্মাস্তি পশ্য বৈ শান্তিবাশাবায়ুহতস্য চ ॥ ৬ ॥

ঐ সকল কারণে লোকমাত্রেই সর্ব্বদা ক্ষুণ্ণ ও মোহাচ্ছন্ন। এদিকে আশারূপ বায়ুর অভিঘাত প্রযুক্ত কাহারই আর শান্তির লেশমাত্র নাই ॥৬॥

ইতীব প্রকৃতির্দেবি ক্ষীণানামল্পচেতসাম্।
বিপত্তৌ নচ বৈ ধৈর্য্যং সম্পত্তৌ নচ বৈ ক্ষমা ॥ ৭॥

লোকমাত্রেই ক্ষীণ ও দুর্ব্বলহৃদয়। এইজন্য তাহারা বিপদে যেমন ধীর, সম্পদে ও তেমন ক্ষমাশীল হইতে পারে না ॥ ৭ ॥

অবিদ্যায়াং পরং যত্নঃ বিদ্যায়াং নচ বৈ তথা।
আত্মলাভঃ পরগ্লানিরিত্যেবম্মতিতা প্রিয়ে ॥ ৮ ॥

ঐ কারণে তাহাদের অবিদ্যায় অতিমাত্র যত্ন; কিন্তু বিদ্যায় যত্নের লেশমাত্র নাই এবং আপনার লাভে যেমন স্বতঃ পরতঃ তীক্ষ্ণদৃষ্টি, পরের অনিষ্টে সেই রূপ কায়মন চেষ্টা ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রী শ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে মহামোহযোগো
নাম একচত্বারিংশোধ্যায়ঃ।

দ্বিচত্বারিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

স্ত্রীপুংভেদো ন বৈ তত্র চাল্পতা যত্র বৈ প্রিয়ে।
পুরুষা ললনায়স্তে দৃষ্টান্তং বহু পশ্যতাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যেখানে ঐরূপ ক্ষুদ্রপ্রাণিতা বা দুর্বলতা, সেখানে স্ত্রী পুরুষভেদ নাই; সেখানে পুরুষ সকলও স্ত্রী হইয়া থাকে। সংসারে এবিষয়ের বহু দৃষ্টান্ত অসুলভ নহে ॥ ১ ॥

স্বভাবজং জন্মমৃত্যু সর্ব্বপ্রাণিষু সংস্থিতম্।
কো ভেদঃ পশ্যতাং চাত্র মনুষ্যেষ্বিতরেষু চ ॥ ২ ॥

জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই স্বভাবসিদ্ধ। এই কারণে প্রাণিমাত্রেরই জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে। এবিষয়ে মনুষ্য ও ইতর প্রাণীতে কোনরূপ বিশেষ নাই ॥ ২ ॥

অয়ং বৃক্ষো যথা জাতঃ ক্ষুদ্রোঽয়ং ত্বথবা পশুঃ।
তথৈবাহং বয়ং বাপি জাতা জাতো ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

এই বৃক্ষ যেরূপে জন্মিয়াছে অথবা এই পশুর যেরূপে উদ্ভব হইয়াছে, আমরা সকলেও সেইরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥

মরিষ্যতি পুনর্যদ্বৎ নিয়তের্বশমীযিবান্।
মরিষ্যাবো বয়ন্তদ্বৎ কিং ভেদঃ খলু পশ্যতাম্ ॥ ৪ ॥

আবার, ঐ বৃক্ষ ও ঐ পশু নিয়তির বশবর্ত্তী হইয়া, পুনরায় যেরূপ

প্রাণ ত্যাগ করিবে, তুমি আমি সকলকেও সেই রূপে মরিতে হইবে। তবে আর তাহাদের সহিত প্রভেদ কি ? ॥ ৪ ॥

যজ্জাতমুপকারায় মৃতং বা তদ্বথৈব চ।
তদেব সার্থকং মন্যে মানুষ্যত্বমথবা পুনঃ ॥ ৫ ॥

যে জন্ম ও মৃত্যুতে সংসারের উপকার হইয়া থাকে, তাহাই সার্থক এবং তাহাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব ॥ ৫ ॥

তির্য্যক্ত্বং জায়তাং তদ্বৈ যজ্জাতং স্বার্থকারণাৎ।
পরিবর্ত্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে ॥ ৬ ॥

এই সংসারে জন্ম ও মৃত্যু চিরকালই আছে ও হইয়া থাকে। সুতরাং কোন্ ব্যক্তি মরিয়া, পুনরায় জন্ম গ্রহণ না করে। অতএব যে জন্ম কেবল স্বার্থের জন্য, তাহাই তির্য্যগ্ জন্ম জানিবে ॥ ৬ ॥

ধূম ভস্ম রসঃ কিঞ্চিন্নান্যথা পরিলক্ষ্যতে।
কৃমিকীটত্বমথবা পরিণামোয়মীদৃশঃ ॥ ৭ ॥

এই দেহ, মৃত্যুর পর, কিয়ৎ পরিমাণে ধূম, কিয়ৎ পরিমাণে ভস্ম, কিয়ৎ পরিমাণে রস এবং কতক বা কৃমি ও কীট রূপে পরিণত হয়। অথবা, ইহার পরিণামই এইরূপ ॥ ৭ ॥

মৃদ্বিকারঃ কথং সত্যং সার্থক্যং কেন কথ্যতে ॥ ৮ ॥

এইরূপে যে দেহ মৃত্তিকার স্তূপমাত্র, কি রূপে তাহার সার্থক্য বা সত্যতা হইতে পারে, কীর্ত্তন কর ॥ ৮ ॥

শিশ্নোদরস্য তৃপ্তির্বা দেহসিদ্ধিশ্চ গণ্যতে।
যদি পশ্য সমারম্ভো বর্ত্ততে সর্ব্বজন্তুষু ॥ ৯ ॥

অথবা, যদি একমাত্র শিশ্নোদর পরিতৃপ্তিই দেহের সার্থক্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হলে, প্রাণীমাত্রেরই দেহ সিদ্ধ দেহ, জানিবে।

কেননা, সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুগণও যথা সাধ্য শিশ্নোদর পরিতৃপ্তি করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

স্বার্থং বৈ মৃত্যুমেবাহুঃ পরার্থং জীবনন্তথা।
যশঃকায়ে কুতঃ শক্তিঃ কালস্য চ যমস্য চ ॥ ১০ ॥

পণ্ডিতেরা স্বার্থকেই মৃত্যু ও পরার্থকেই জীবন বলিয়া, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যশঃ রূপ শরীরে যম বা কালের কোনরূপ অধিকার নাই। তাহারা কেবল জড় দেহেরই বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে আত্মযোগো নাম দ্বিচত্বারিংশোধ্যায়ঃ।

ত্রিচত্বারিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

মৃতে ন গণনা যস্য সোয়ং জড়সমষ্টয়ঃ।
কীটকাৎ ক্ষুদ্রকাদস্মাৎ তস্য কিমতিরিক্ততা ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যে ব্যক্তি মরিয়া গেলে, কেহই আর তাহার নাম করে না, সে ঐ জড়সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ ক্ষুদ্রপ্রাণ কীটের অপেক্ষা কোন অংশেই তাহার উৎকর্ষ নাই ॥ ১ ॥

বরং মন্যে বৃক্ষজন্ম মনুজাৎ সর্ব্বনিষ্ফলাৎ।
ফলপুষ্পাদিভির্যস্মাৎ কিঞ্চিদুবৈ বহতি ধ্রুবম্ ॥ ২ ॥

যাহার জীবনে কোনপ্রকার প্রয়োজনসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ মনুষ্যজন্ম অপেক্ষা বৃক্ষজন্ম শতগুণে শ্রেষ্ঠ। যেহেতু, বৃক্ষ ও ফল পুষ্পাদি দ্বারা কিছু না কিছু উপকার সাধন করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

যদি স্বার্থং তদা কুত্র বৈচিত্র্যমীদৃশং প্রিয়ে।
একস্য পূর্য্যতে নিত্যমুদরং কিয়তা বদ ॥ ৩ ॥

যদি স্বার্থসিদ্ধিই সংসারের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে, বিধাতা কখন বিবিধ বস্তুর সৃষ্টি করিয়া, এরূপ বৈচিত্র্য বিধান করিতেন না। আর, এক জনের উদরপূর্ত্তির জন্যই বা কত দ্রব্যের প্রয়োজন? ॥ ৩ ॥

আশা নাপ্যায়তে কস্য বাসনা বা মহেশ্বরি।
গ্রসন্তী রাক্ষসী সাক্ষাৎ অনন্তং বিশ্বমীদৃশম্ ॥ ৪ ॥

কাহারই আশা বা বাসনার পরিতৃপ্তি হয় না। উহা রাক্ষসীর ন্যায়, অনন্ত সংসার অনায়াসেই গ্রাস করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

দুরাশা মহমাশাং তাং কৃতবানস্তরা পরম্।
শান্তিশল্যং মনোবেধং তথাত্মনাশমেবহি ॥ ৫ ॥

আমি ঐ কারণে সেই দুরাশা আশাকে একবারেই দূরে পরিহার করিয়াছি। ঐ আশা শান্তির শল্য স্বরূপ; মনের বেধ স্বরূপ; এবং আত্মার বিনাশ স্বরূপ ॥ ৫ ॥

বহু যত্নে কৃতে নাপি পূরণীয়াং কথঞ্চ বৈ।
প্রথিতাং সর্ব্বলোকেষু সদ্যঃ পাতকরীং পরম্ ॥৬॥

বহু যত্ন করিলেও, ঐ আশার তৃপ্তি বিধানে সমর্থ হওয়া যায় না। সকল লোকেই এইরূপ প্রথিত আছে, যে, আশা সকলকে সদ্য বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ত্যক্তাং বিনাশমাজ্ঞায় সাধুভিশ্চ পদে পদে।
অন্তঃশত্রুং বহিঃশত্রুং সর্ব্বলোকবিনাশিনীম্ ॥ ৭ ॥

সাধুগণ এই আশাকে মূর্ত্তিমান্ বিনাশ ভাবিয়া, পদে পদেই পরিহার করিয়া থাকেন। এই আশা যেমন অন্তরের শত্রু, সেইরূপ বাহিরের শত্রু। এবং সেইরূপ সর্ব্বলোক বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

পণ্ডিতৈর্গর্হিতাং নিত্যং মোহসংজননী ধিয়া।
অজ্ঞৈরেব সদা সেব্যামাত্মনাশায় ভাবিনি ॥ ৮ ॥

পণ্ডিতগণ মোহপ্রসবিনী বলিয়া নিত্য ইহার গর্হণা করেন, কোন কালেই ইহার আশ্রয় গ্রহণে সম্মত নহেন। যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহারাই কেবল ইহার পরিচর্য্যা করে এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আত্মনাশ রূপ দারুণ মনোভঙ্গ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

সুখায় সাধিতাং লোকৈর্দুঃখদাঞ্চ পদে পদে।
কারামিব রোধকরীং শৃঙ্খলামিব বন্ধনীম্ ॥ ৯ ॥

লোকে সুখের জন্য এই আশার সাধনা করে; কিন্তু পদে পদেই দুঃখ গ্রস্ত হইয়া থাকে। এই আশা কারার ন্যায়, রুদ্ধ ও শৃঙ্খলার ন্যায়, বন্ধন সংঘটিত করে ॥ ৯ ॥

যাং ত্যজতঃ সুখং নিত্যং দুঃখং চ ভজতঃ সদা।
ক্ষীণে ক্ষীণাং ক্বচিন্নৈব বর্দ্ধিতাং হি পদে পদে ॥ ১০ ॥

আশা ত্যাগ করিলেই, নিত্য সুখ ও ত্যাগ না করিলেই, নিত্য দুঃখ সংঘটিত হইয়া থাকে। মানুষ যত বার্দ্ধক্যাদির প্রাদুর্ভাব বশতঃ ক্ষীণ হয়, আশা ততই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কোন মতেই ক্ষীণ হয় না ॥ ১০ ॥

আশাবায়ুবশাজ্জীবশ্ছিদ্যতেহি পদে পদে।
মেঘবদ্ভজতে নিত্যং অশান্তিং শৃণু সর্ব্বথা ॥ ১১ ॥

বায়ু বশে মেঘ যেমন ছিন্ন ভিন্ন হয়, লোকে আশাংশেও তদ্রূপ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এবং পদে পদেই সর্ব্বতোভাবে অশান্তি ভোগ করে ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে নিবৃত্তিযোগো নাম ত্রিচত্বারিংশোধ্যায়ঃ।

চতুশ্চত্বারিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ধিক্ তস্য জীবিতং লোকে জড়বন্ম্রিয়তে হি যঃ।
বরং মন্যে জন্মং তস্য মৃত্যুর্বা জন্মমাত্রতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যে ব্যক্তি ঐ কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি জড়ের ন্যায়, মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, তাহার জীবনে ধিক্! তাহার জন্ম না হওয়াই ভাল অথবা জন্মিবামাত্র তৎক্ষণেই মৃত্যু হওয়া ভাল ॥ ১ ॥

আদিত্যস্যগতায়াতৈ স্তস্যায়ুঃ ক্ষীয়তে পরম্।
ন তে দেবি যেন নীতং পরকার্য্যেণ সর্বথা ॥ ২ ॥

আদিত্যের প্রতিদিন উদয়াস্ত সহকারে লোকমাত্রেরই আয়ুক্ষয় পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সৎকার্য্য সকলের অনুষ্ঠান সহকারে কালযাপন করে, তাহারই আয়ু কেবল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না ॥ ২ ॥

পিত্রোঃ স চ শক্রুৎ সাক্ষাৎ যস্য নাম ন গৃহ্যতে।
অথবা গৃহ্যতে গর্হ্যং ধিক্কারশতপূর্ব্বকম্॥ ৩॥

যাহার নাম গৃহীত না হয় অথবা শত শত ধিক্কার সহকারে যাহার নাম গৃহীত হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি পিতা মাতার সাক্ষাৎ শক্রুৎ, সন্দেহ নাই॥ ৩॥

রুদন্ জন্তুঃ সদায়াতি রোদয়ন্ যাতি বৈ যদি।
তজ্জন্ম জন্ম মন্যেহং অন্যথা চ বিড়ম্বনা॥ ৪॥

জীবমাত্রেই সচরাচর রোদন করিয়া, সংসারে পদার্পণ করে, অতএব সে যদি যাইবার সময় সকলকে রোদন করাইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে, তাহার জন্মকেই সার্থক জন্ম বলিয়া মনে হয়। অন্যথা, বিড়ম্বনামাত্র॥ ৪॥

পশ্য বায়ুর্ব্বহন্নিত্যং কিমর্থং বৈ প্রভাকরঃ।
উদ্যন্নস্তং সমায়াতি মেঘোয়ং বর্ষুকঃ কথম্॥ ৫॥

বায়ু কিজন্য প্রতিদিন প্রবাহিত হয়? প্রভাকর কিজন্য নিত্য উদিত ও অস্তমিত হন? মেঘ কিজন্য সর্ব্বদা বর্ষণ করিয়া থাকে?॥ ৫॥

অগ্নির্জ্বলন্ কথং নিত্যং উদ্‌গচ্ছন্ শশলাঞ্ছনঃ।
পুষ্পঃ গন্ধং কথং রাতি মাক্ষিকং বা কথং পুনঃ॥ ৬॥

অগ্নিই বা কিজন্য নিত্য প্রজ্বলিত হয়, চন্দ্রই বা কিজন্য প্রতিদিন সমুদিত হয়? পুষ্পই বা কি জন্য গন্ধ ও মধু প্রদান করিয়া থাকে?॥ ৬॥

পর্য্যায়ং বা কথং যান্তি পর্য্যেতে ঋতবঃ প্রিয়ে।
গরলং ভক্ষিতং ঘোরং শম্ভুনা হি কথং পুরা॥ ৭॥

ঋতু সকলই বা কিজন্য পর্য্যায়ক্রমে যাতায়াত করে? পূর্ব্বে মহাদেবই বা কিজন্য গরল পান করিয়াছিলেন?॥ ৭॥

পরেষামুপকারার্থং সাধূনাং জীবিতং ধ্রুবম্॥ ৮॥

পরের উপকার জন্যই সাধুগণের জীবন। তাঁহারা কখন নিজের জন্য জীবন ধারণ করে না ॥ ৮ ॥

পুরা বৃহস্পতির্দেবগুরুঃ প্রোবাচ ভাস্করম্।
উপকারী জনো নিত্যং বৃদ্ধিমান্ ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বে দেবগুরু বৃহস্পতি ভাস্করকে বলিয়াছিলেন, উপকারী ব্যক্তি-মাত্রেই নিত্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

উদ্যন্ভব সদা তাত তমাস্তোমবিনাশনে।
তেজসাং ন ভবেৎ হ্রাসঃ কদাচিৎ তব মানদ ॥ ৯ ॥

অতএব তুমি সর্ব্বদা তমস্তোমবিনাশে উদ্যত হও। তাহা হইলে, কখনই তোমার তেজের হানি হইবে না ॥ ৯ ॥

মহতাং পদমাধত্তে হ্যুপকারেণ বৈ জনঃ।
লোকপালপদং প্রাপ্তা দেবাঃ শক্রাদয়ঃ পরম্ ॥ ১০ ॥

লোকে উপকার করিয়া, মহৎপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ লোকপাল পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন; একমাত্র উপকারই তাহার হেতু ॥ ১০ ॥

ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতরং বিদ্ধি জীবিতং খলু পার্ব্বতি।
মরণং প্রকৃতির্লোকে ধাত্রা যৎ বিহিতং পরম্ ॥ ১১ ॥

দেখ, বিধাতা মৃত্যুকেই একমাত্র সংসারের স্বভাব করিয়া, নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অতএব জীবন কিছুই নহে, জানিবে ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে মহত্ত্বযোগো নাম চতুশ্চত্বারিংশোধ্যায়ঃ।

পঞ্চচত্বারিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ক্ষুদ্রং সূত্রং সমালম্ব্য মুহূর্ত্তেস্মিংশ্চ সর্ব্বদা।
জীবনং যদ্বিলুপ্যেত তস্য কিং গৌরবং বদ ॥ ২ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যে জীবন অতি সামান্য সূত্রমাত্র অবলম্বন করিয়াই, এই মুহূর্ত্তে সচরাচর বিলুপ্ত হইয়া থাকে, তাহার আবার গৌরব কি বল? ॥ ২ ॥

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা চ বসুন্ধরা।
উপকারে ভবেদ্দেবি যস্যেয়ং মতিরীদৃশী ॥ ৩ ॥

সূর্য্য চন্দ্রাদি যেরূপ জগতের উপকারেই সর্ব্বদা প্রবৃত্ত, সেইরূপ যে ব্যক্তি সতত পরের উপকারে বদ্ধচিত্ত, তাহা দ্বারা কুল পবিত্র, জননী কৃতার্থা ও সমুদায় বসুমতীও সার্থক হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শতশঃ স্ফায়তে ভদ্রে উৎফুল্লং চ সহস্রশঃ।
পিতৃণাং হৃদয়ং বিদ্ধি পুত্রে সৎপদবীং গতে ॥ ৪ ॥

পুত্র সৎপথের পান্থ হইলে, তদীয় পিতৃগণের হৃদয় আনন্দে সহস্র গুণ স্ফীত ও উৎফুল্ল হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

হয়মেধসহস্রং বৈ যজ্ঞদানশতং তথা।
সৎপুত্রসমতাং যাতি যদি বা চেতি শুশ্রুমঃ ॥ ৫ ॥

সহস্র সহস্র অশ্বমেধ বা শত শত যজ্ঞদানও সৎপুত্রের সমান্ হয় কি না, সন্দেহ ॥ ৫ ॥

ধ্রুবেণ যৎ কৃতং দেবি প্রহ্লাদেনাথবা খলু।
যজ্ঞকোটিসহস্রেণ রাজ্যকোটিশতেন বা।
কিং তৎ সাধ্যং সমাচষ্ক্ব ত্রিষু লোকেষু ভাবিনি ॥ ৬ ॥

ধ্রুব যাহা করিয়াছেন অথবা প্রহ্লাদও যাহা করিয়াছেন, সহস্রকোটি যজ্ঞ, কিংবা শতকোটি রাজ্য দ্বারাও কখনও কি সেরূপ করা যাইতে পারে? ॥ ৬ ॥

মৃত্যুনা গ্রস্যতে যস্য নাম দগ্ধঞ্চ ধিক্কৃতম্।
লোষ্ট্রং তং যেন ভদ্রেদং সোপি তত্তেন বিদ্ধি বৈ ॥৭॥

যাহার ধিক্কারপূর্ণ দগ্ধ নাম মৃত্যুর পর একবারেই নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সে ব্যক্তি পথিমধ্যে পতিত ঐ লোষ্ট্রের সমান ॥ ৭ ॥

বিনয়েন গুণো যদ্বৎ দানং দম্ভেন বর্জ্জিতম্।
তন্মতিনা যথা বিদ্যা জ্ঞানং সৎকলনং যথা ॥ ৮ ॥

বিনয়ের দ্বারা গুণের যেরূপ শোভা হয়, অথবা, দম্ভসম্পর্কপরিশূন্য হইলে দানের যেরূপ শোভা হয়; কিংবা ঈশ্বরে মতি হইলে, বিদ্যার যেরূপ শোভা হয়, অথবা সৎ বিষয়ের পরিকলন দ্বারা জ্ঞানের যেরূপ শোভা হয়;—॥ ৮ ॥

পূর্ণিমায়াং যথাকাশো বিরাজেত মনস্বিনি।
সাধুনা খল্বিদং বিশ্বং তদ্বদবাপ্যধিকং তথা ॥ ৯ ॥

অথবা পূর্ণিমার সমাগমে আকাশের যেরূপ শোভা হয়; সাধু দ্বারা সেইরূপ বা ততোধিক এই বিশ্বের ও শোভা হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

শতশঃ সন্তি নক্ষত্রে তারকাণাং সহস্রকে।
কস্মাচ্চন্দ্রে সদা পশ্য গণনাচ মনীষিণী ॥ ১০ ॥

আকাশে শত শত নক্ষত্র অথবা সহস্র সহস্র তারকা থাকিতেও, কি- জন্য চন্দ্রেরই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক গণনা হইয়া থাকে? ১০॥

মানুষো ন চরেৎ পাপং স্বার্থং ন সাধয়েৎ পুনঃ।
উদরং ভরতে নৈব নেন্দ্রিয়ং পরিসেবতে॥ ১১॥

যে ব্যক্তি প্রকৃত মনুষ্য, সে কখন পাপে প্রবৃত্ত হয় না, অথবা কখন স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করে না; কিংবা কখন আপনার উদর মাত্রের ভরণ অথবা ইন্দ্রিয় মাত্রের পরিচরণ করে না॥ ১১॥

অপকারে রতো নৈব কদাচিৎ ভবতি প্রিয়ে।
ন মিথ্যা ভজতে সাধু কদাপি চরতে ধ্রুবম্॥ ১২॥

অথবা কখন কোন রূপে কাহারও অপকারে প্রবৃত্ত হয় না; কিংব কখন মিথ্যার সংসর্গে বিচরণ করে না; অথবা কখন অসাধু অনুষ্ঠানে সমাবিষ্ট হয় না॥ ১২॥

অসৎপথে প্রবৃত্তস্য দুষ্টস্য লোকবৈরিণঃ।
অন্যেষু কা কথা দেবি স্বয়মাত্মাপি কুপ্যতে॥ ১৩॥

যে ব্যক্তি অসৎপথে প্রবৃত্ত, দুষ্টস্বভাব ও লোকের শত্রুতাচরণে সর্ব্বদাই সন্নিবিষ্ট, অন্যের কথা কি, তাহার নিজের আত্মাও তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৩॥

অহোরাত্রমুভে সন্ধ্যে নক্ষত্রগ্রহতারকাঃ।
চন্দ্রসূর্য্যৌ তথা ভদ্রে বায়ুরগ্নিশ্চ নিত্যশঃ॥
সর্ব্বেষামন্তরাত্মা চ পাপপুণ্যস্য সাক্ষিণঃ॥ ১৪॥

দিন, রাত্রি, প্রাতঃ সন্ধ্যা, সায়ং সন্ধ্যা, নক্ষত্র, গ্রহ ও তারকা সমূহ চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, ও সকলের অন্তরাত্মা, ইহারা সকলে লোকের পাপ পুণ্যের সাক্ষী॥ ১৪॥

দুষ্টং কর্ত্তুং ততঃ শক্যং কেন বৈ বিশ্বমণ্ডলে ॥ ১৫॥

অতএব এই বিশ্ব সংসারে কোনরূপ দুরিত অনুষ্ঠান করিয়া, পরিহার প্রাপ্ত হওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে ॥ ১৫ ॥

ইদং হি পৌরুষং লোকে ধর্ম্মেণ সহবর্ত্তিতা।
ন্যায়েনাপি তথা দেবি সত্যেন পরমেণ চ ॥ ১৬ ॥

ধর্ম্মের সহিত, ন্যায়ের সহিত ও সত্যের সহিত সর্ব্বদা সংসারে পদ চারণা করাই প্রকৃত পুরুষত্ব ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে পৌরুষেয়যোগো নাম পঞ্চচত্বারিংশোধ্যায়ঃ।

ষট্‌চত্বারিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

উপকারপরো নিত্যং দেবানামপি সেবিতঃ।
অপকারেণ ভাব্যন্তে নরকাৎ নরকাশ্চ বৈ ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যে ব্যক্তি উপকারপরায়ণ, দেবগণও তাহার উপসর্পণা করেন। যে ব্যক্তি লোকের অপকার করিয়া থাকে, সে নরক হইতে নরকে নিপতিত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

পুণ্যং সৃষ্টং বিধাত্রা বৈ সর্ব্বেষাং মুক্তিকারণাৎ।
পাপং সৃষ্টং মনুষ্যেণ চাত্মবন্ধায় কেবলম্ ॥ ২ ॥

বিধাতা পুণ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্দ্বারা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। আর মনুষ্য পাপের সৃষ্টি করিয়াছে; যাহার প্রভাবে পদে পদেই তাহার বন্ধন ঘটনা হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

স্বর্গাৎ সত্যং সমুদ্ভূতং সুখসাধনশাশ্বতম্।
নরকাজ্জায়তে মিথ্যা যত্র বৈ দুঃখনিত্যতা ॥ ৩ ॥

স্বর্গ হইতে সত্যের আবির্ভাব হইয়াছে। এইজন্য তাহাতে নিত্য সুখের অধিষ্ঠান। আর নরক হইতে মিথ্যার আবির্ভাব হইয়াছে, এইজন্য, তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখপরম্পরা বিদ্যমান ॥ ৩ ॥

তস্মাদ্দেব্যুপকারেণ বর্ত্তয়েৎ মানুষো হি যঃ।
অপকারং পরিত্যজ্য বিষবৎ পরতঃ স্বতঃ ॥ ৪ ॥

এই কারণে, যে ব্যক্তি যথার্থ মানুষ, সে সর্ব্বদা সংসারের উপকার করিয়া থাকে। এবং অপকারকে স্বতঃ পরতঃ বিষের ন্যায়, পরিহার করে ॥ ৪ ॥

পুণ্যং পরিচরেচ্চৈব সততং মুক্তিকারণম্।
পাপং হরিহরেত্তদ্বৎ সর্ব্বনাশমিব স্বয়ং ॥ ৫ ॥

মুক্তির জন্য সর্ব্বদা পুণ্যানুষ্ঠানপরায়ণ হইবে এবং পাপ সাক্ষাৎ সর্ব্বনাশ, ভাবিয়া, দূরে পরিহার করিবে ॥ ৫ ॥

সত্যং হি সুখমিত্যাহুঃ পণ্ডিতাশ্চেতি শুশ্রুমঃ।
অতো বৈ সত্যশীলঃ স্যাদনৃতেন বহিষ্কৃতঃ ॥ ৬ ॥

এইরূপ শুনিয়াছি, পণ্ডিতেরা সত্যকেই সাক্ষাৎ সুখ শব্দে নির্দ্দেশ করেন। এইজন্য সর্ব্বতোভাবে সত্যশীল হইবে এবং কোন অংশেই মিথ্যার ত্রিসীমায় পদার্পণ করিবে না ॥ ৬ ॥

সত্যং বদেৎ নাভ্যসূয়েৎ যথাশক্তি দদেত চ।
দেবতাতিথি ভৃত্যানামবশিষ্টেনবর্ত্তয়েৎ ॥ ৭ ॥

সত্য বলিবে, কাহারও অসূয়া করিবে না; যথাশক্তি দান করিবে; দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণের ভুক্তাবশেষ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ॥ ৭ ॥

প্রযত্নাচ্চ গুরূন্ বৃদ্ধান্ মান্যান্ পরিচরেত্তথা।
ন কুৎসয়েৎ কদা কিঞ্চিদ্‌গর্হেদ্বা বলবত্তরম্ ॥ ৮ ॥

যত্নাতিশয় সহকারে গুরু, বৃদ্ধ ও মাননীয় ব্যক্তিগণের পরিচর্য্যা করিবে; কখনও কাহার কুৎসা বা গর্হণা করিবে না ॥ ৮ ॥

কৃতমন্বেতি কর্ত্তারং পুরা কর্ম্মেব ভাবিনি।
তস্মাৎ পাপং পরিত্যজ্য পুণ্যমেব সদা চরেৎ ॥ ৯ ॥

প্রাক্তন কর্ম্মের ন্যায়, কৃত কর্ম্ম কর্ত্তার অনুগামী হইয়া থাকে। এইজন্য, পাপ পরিহার পুরঃসর একমাত্র পুণ্যেরই অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৯ ॥

যে লোকাশ্চ প্রশংসন্তি যে চ নিন্দন্তি ভাবিনি।
সর্ব্বান্ সুপরিণীতেন কর্ম্মণা তোষয়েদ্ধি তান্ ॥ ১০ ॥

যাহারা প্রশংসা করে এবং যাহারা নিন্দা করিয়া থাকে, তাহাদের উভয়কেই সর্ব্বতোভাবে বিনয় সহকৃত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সবিশেষ সন্তুষ্ট করিবে ॥ ১০ ॥

ইতি বিদ্ধি মনুষ্যত্বং তির্য্যক্ত্বমন্যথা খলু।
ন লক্ষ্মীর্বসতে তত্র যত্র পুণ্যং ব্যপোহিতম্ ॥ ১১ ॥

ঐরূপ অনুষ্ঠানই মনুষ্যত্ব, তদ্‌ব্যতীত, তির্য্যগ্‌ভাব, জানিবে। যেখানে পুণ্য নাই, সেখানে লক্ষ্মী কখন বাস করেন না ॥ ১১ ॥

পাপাত্মনাঞ্চ সহস্রেষু পুণ্যাত্মৈকশ্চ দৃশ্যতে।
চন্দ্রো নো বহুশো দেবি সূর্য্যো নো বহুশস্তথা ॥ ১২ ॥

সহস্র সহস্র পাপাত্মার মধ্যে একমাত্র পুণ্যবান্ লক্ষিত হইয়া থাকে। দেখ, চন্দ্রও অনেক নহে; আবার, সূর্য্যও অনেক নহে ॥ ১২ ॥

পরোপকারঃ পরমো ধর্ম্ম ইত্যেব শুশ্রুমঃ।
তস্মিন্ যস্য মতিস্তস্য সহায়ঃ স্বয়মীশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥

এইরূপ শ্রূয়মাণ হইয়া থাকে, যে, পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। সেই পরোপকারে যাহার মন সন্নিবদ্ধ, স্বয়ং ঈশ্বর তাহার সহায় হইয়া থাকে ॥১৩

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে ধর্ম্মযোগো নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

কাণচক্ষুরিবাভাতি লোকঃ পুণ্যবিবর্জ্জিতঃ।
কুসুমং শোভতে কুত্র সৌরভং যদি নাস্তি বৈ ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

কাণচক্ষু যেমন চক্ষু মধ্যেই গণ্য নহে, তদ্রূপ পুণ্যহীন লোকও লোকমধ্যেই গণ্য হইতে পারে না ॥ ১ ॥

নষ্টচন্দ্রমিবাকাশং পুণ্যহীনস্য জীবনম্।
মাতুর্জন্ম বৃথা তস্য তজ্জন্মাপি ধন্নু ধিক্ তম্ ॥ ২ ॥

চন্দ্র না থাকিলে, যেমন আকাশের শোভা হয় না, পুণ্যবিবর্জ্জিত হইলেও, তেমন জীবন শোভাশূন্য হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তিরই যেন তাদৃশ বৃথা জন্ম না হয় ॥ ২ ॥

মৃত্যুনা বাহ্যতে যো বৈ তস্য কিং সারতা রুদ।
ন কদাপি ক্ষয়ং যান্তি কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ ॥ ৩ ॥

যে ব্যক্তি মৃত্যু কর্ত্তৃক বাহিত হয়, তাহার আবার সারত্ব কি, বল? গুণ সকল কল্পান্তস্থায়ী, কোন মতেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না ॥ ৩ ॥

ইদমেব মনুষ্যত্বমাহুরেবং মনীষিণঃ।
মৃষাবাদং পরিহরেৎ কুর্য্যাৎ প্রিয়মযাচিতঃ ॥ ৪ ॥

মনীষিগণ ইহাকেই মনুষ্যত্ব বলিয়াছেন, যে, মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করিবে, অযাচিত হইয়া, লোকের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে ॥ ৪ ॥

ন চ কামান্ন সংরম্ভাদ্দ্বেষাদ্ধর্ম্মমুৎসৃজেৎ।
ত্যাগশীলো ভবেচ্চৈব তত্র সর্ব্বে স্থিতা গুণাঃ ॥ ৫ ॥

কাম বশতঃ, ক্রোধ বশতঃ অথবা দ্বেষ বশতঃ, কখন ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না; ত্যাগশীল হইবে। একমাত্র ত্যাগশীলতায় অন্যান্য যাবতীয় গুণ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৫ ॥

ন মুহ্যেদর্থকৃচ্ছ্রেষু ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ।
প্রিয়েণাতি ভৃশং হৃষ্যেদপ্রিয়েণাতি সংজ্বরেৎ ॥ ৬ ॥

অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে, কখন মোহাচ্ছন্ন হইবে না এবং ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। প্রিয় ঘটনায় কখন অতিমাত্র হর্ষিত হইবে না এবং অপ্রিয় ঘটনায় কখন সন্তপ্ত হইবে না ॥ ৬ ॥

ন লোকে রাজতে মূর্খঃ কেবলাত্মপ্রশংসয়া।
অপিচেহ শ্রিয়া হীনঃ কৃত বিদ্যঃ প্রশস্যতে ॥ ৭ ॥

মূর্খ কেবল আপনার প্রশংসা করিয়া, লোকসমাজে অপ্রতিভ হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি শ্রীহীন হইলেও, নিজগুণে সকলের নিকট সবিশেষ প্রতিভাত হন ॥ ৭ ॥

তস্মাদাত্মপ্রশংসায়াং মনো ন ধারয়েৎ ক্বচিৎ।
বিদ্যায়াং ব্যসনী চৈব সর্ব্বদা হি ভবেৎ প্রিয়ে ॥ ৮ ॥

এইজন্য কখন আত্মপ্রশংসায় মন সন্নিহিত করিবে না। বিদ্যা উপার্জ্জনে সতত সর্ব্বতোভাবে সংসক্ত হইবে ॥ ৮ ॥

কর্ম্ম চেৎ কিঞ্চিদন্যৎ স্যাদিতরন্ন সমাচরেৎ।
যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েৎ আত্মানং তত্র যোজয়েৎ ॥৯॥

যদি দৈবাৎ কোনরূপ অপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে, পুনরায় আর তাদৃশ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না। যাহা ভাল বুঝিবে, তাহাতেই আত্মাকে নিয়োজিত করিবে ॥ ৯ ॥

ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুভাবেন বর্ত্তয়েৎ।
আত্মনৈব হতঃ পাপঃ যঃ পাপং কর্ত্তুমিচ্ছতি ॥ ১০ ॥

পাপ করিয়া, পুনরায় আর পাপ করিবে না। অথবা, কেহ কোন রূপে অপকার করিলে, তাহার প্রত্যপকারেও প্রবৃত্ত হইবে না। সর্ব্বথা সাধুভাব আশ্রয় করিয়া থাকিবে। যে পাপাত্মা পাপ করিতে ইচ্ছা করে, সে আপনাআপনিই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ন ধর্ম্মোঽস্তীতি মন্বানঃ শুচীনুপহসেত বৈ।
অশ্রদ্দধানো ধর্ম্মস্য যতো নশ্যন্তি বৈ খলু ॥ ১১ ॥

ধর্ম্ম নাই, এই প্রকার জ্ঞান করিয়া, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগকে উপহাস ও ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা দর্শন করিলে, নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইতে হয় ॥ ১১ ॥

চিকীর্ষেদেব কল্যাণং সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বথা।

শ্রদ্ধধানো ভবেচ্চৈব নাভ্যসূয়েত্তথৈবচ ॥ ১২ ॥

সর্ব্বভূতের সর্ব্বথা কল্যাণ কামনা করিবে; ঈশ্বরের প্রতি ও পর লোকের প্রতি বিশ্বাসবদ্ধ হইবে; কাহারও অসূয়া করিবে না ॥ ১২ ॥

পাপঞ্চ পুরুষঃ কৃত্বা কল্যাণমভিসংশ্রয়েৎ।

মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ মহাভ্রেণেব চন্দ্রমাঃ ॥ ১৩ ॥

পুরুষ যদি পাপ করিয়া, সৎপথে প্রবৃত্ত হয়, পুনরায় পাপে আসক্ত না হয়, চন্দ্রমা যেমন মহামেঘ হইতে বিমুক্ত হয়, সেইরূপ যাবতীয় পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

আদিত্যেনোদ্যতা যদ্বৎ তমঃ পূর্ব্বং ব্যপোহ্যতে।

এবং কল্যাণমাতিষ্ঠন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৪ ॥

আদিত্য উদিত হইয়াই, যেমন সমুদায় অন্ধকার নিরস্ত করে, মানুষ সৎপথে প্রবৃত্ত হইলে, তেমন সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কল্যাণমতিসঞ্চরেৎ।

ন কল্যাণবিহীনস্য পুণ্যসঞ্চয় এব চ ॥ ১৪ ॥

অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে একমাত্র সৎপথেরই অনুসরণ করিবে। সৎপথ পরিভ্রষ্ট হইলে, পুণ্য সঞ্চিত হয় না ॥ ১৫ ॥

পাপানাং বিদ্ধ্যধিষ্ঠানং লোভমেবহি কেবলম্।

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন লোভং পরিত্যজেদ্বুধঃ ॥ ১৬ ॥

একমাত্র লোভেই যাবতীয় পাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জানিবে। এই-জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে লোভ পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৬ ॥

ন কুর্য্যাৎ কস্যচিন্নিন্দাং আত্মপূজাং তথৈবচ।

দ্বয়ং পাপং মহৎ প্রোক্তং পণ্ডিতৈরিতি শুশ্রুমঃ ॥ ১৭ ॥

কখনও কাহার নিন্দা ও আপনার প্রশংসা করিবে না। এই উভয়ই মহাপাপ বলিয়া, পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, শুনিতে পাওয়া যায় ॥ ১৭ ॥

এবমাদি মনুষ্যত্বং পণ্ডিতৈরুপদিশ্যতে।
তদ্বিহীনং পশুং বিদ্যাৎ সর্ব্বসৌভাগ্যবর্জ্জিতম্ ॥ ১৮ ॥

পণ্ডিতেরা উপদেশ করেন, উক্তরূপ অনুষ্ঠানই মনুষ্যত্ব। এবং তাহার অভাবই পশুত্ব; যাহাতে কোনপ্রকার সৌভাগ্যের সম্পর্কমাত্র নাই ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বধর্ম্মাদ্বিশেষেণ চাত্মদানং সমুচ্যতে।
যত্র স্বর্গো যত্র শান্তির্দৃষ্টান্তং বহু দৃশ্যতে ॥ ১৯ ॥

পৃথিবীতে যতপ্রকার ধর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে আত্মদানই বিশিষ্ট ভাবাপন্ন। এই আত্মদান দ্বারা স্বর্গ ও শান্তিলাভ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। রাজা শিবি আত্মমাংস প্রদান করিয়া, যুগপৎ স্বর্গ ও ত্রিভুবনসঞ্চারিণী কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

ধিগ্ দেহেন ভবেৎ কিংবা জড়ৈনৈতেন পশ্যতাম্ ॥ ২০ ॥

ধিক্; এই দেহ জড়সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ইহার দ্বারা আর কি বিশেষ প্রতিপন্ন হইবার সম্ভাবনা? ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে সৎপুরুষবিচারযোগো নাম সপ্তচত্বারিংশোধ্যায়ঃ।

অষ্টচত্বারিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সত্যং যত্র যত্র ধর্ম্মঃ শান্তির্বাপি গরীয়সী।
অমৃতং তত্র নিবসেদভয়ং পরমং বিদুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যেখানে সত্য, অথবা যেখানে ধর্ম্ম, কিংবা যেখানে শান্তি; সেইখানেই অমৃত এবং সেইখানেই অভয়, সন্দেহ নাই ॥ ১ ॥

পাপং কুর্ব্বন্ সদা ভদ্রে সঞ্চয়েন্নাশমাত্মনঃ।
লোভমোহৌ তথা বিদ্ধি ক্রোধমৃত্যুর্যথানৃতম্ ॥ ২ ॥

ভদ্রে! সর্ব্বথা পাপপথে প্রবৃত্ত হইলে, আত্মবিনাশ সংগৃহীত হইয়া থাকে। লোভ, মোহ, ক্রোধ, মিথ্যা, এই সকলও সাক্ষাৎ মৃত্যু, জানিবে ॥ ২ ॥

তপস্বী ধর্ম্মশীলশ্চ ক্ষমাবাংশ্চ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
উপকাররতোনিত্যং সদা শান্তিপরায়ণঃ।
এতেষাং লিখিতং ধাত্রা ন মৃত্যুর্নচ বৈশসম্ ॥ ৩ ॥

তপস্বী, ধর্ম্মশীল, ক্ষমাবান্, জিতেন্দ্রিয়, উপকারীও সর্ব্বদা শান্তিপরায়ণ, বিধাতা এই সকল ব্যক্তির মৃত্যু বা বৈশস লেখেন নাই ॥ ৩ ॥

স্থিতিমান্ সত্যনিষ্ঠশ্চ তদ্বদ্রোহবিবর্জ্জিতঃ।
এতেষাং লিখিতং ধাত্রা ন মৃত্যুর্নচ বৈশসম্ ॥ ৪ ॥

স্থিতিশীল, সত্যনিষ্ঠ, দ্রোহবিবর্জ্জিত, এই সকল লোকেরও বিধাতা মৃত্যু বা বৈশস লেখেন নাই ॥ ৪ ॥

দয়াবানবদাতশ্চ ত্যাগশীলস্তথৈবচ।
এতেষাং লিখিতং ধাত্রা ন মৃত্যুর্নচ বৈশসম্ ॥ ৫ ॥

যিনি পরের দুঃখদূরীকরণে সর্ব্বদাই সমুৎসুক, যিনি সত্যের জন্য ধর্ম্মের জন্য আত্মদান করিতে নিয়ত উদ্যত, যিনি অন্তরে বাহিরে পরম বিশুদ্ধিসম্পন্ন, ইহাঁদের মৃত্যু বা বৈশস বিধাতা কখন লেখেন নাই ॥ ৫ ॥

সর্ব্বভূতাত্মকো রম্যঃ সর্ব্বেষাঞ্চ প্রিয়ঙ্করঃ।
এতেষাং লিখিতং ধাত্রা ন মৃত্যুর্নচ বৈশসম্ ॥ ৬ ॥

যিনি সর্ব্বভূতে আত্মবৎ ব্যবহার করেন, যিনি সকলেরই মনপ্রাণের প্রীতি বহন করেন, যিনি সকলেরই প্রিয় সম্পাদন করেন, বিধাতা ইহাদের মৃত্যু বা বৈশস লেখেন নাই ॥ ৬ ॥

নির্ব্বিশেষো নিষ্কপটো স্বার্থহীনশ্চ সর্বথা।
এতেষাং লিখিতং ধাত্রা ন মৃত্যুর্নচ বৈশসম্ ॥ ৭ ॥

যাঁহার আত্মপরভেদজ্ঞান নাই, যিনি কখন কপট প্রয়োগ করেন না, যিনি সর্ব্বদা স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, বিধাতা কখন ইহাঁদের মৃত্যু বা বৈশস লেখেন নাই ॥ ৭ ॥

নাবসাদঃ কদাচিদ্বৈ বিদপশ্চ তথাপি।
খলানাং দুর্ধিয়াং দেবি যথৈবচ পদে পদে ॥ ৮ ॥

দেবি! যাহারা খল, যাহারা দুর্ম্মতি, তাহারা যেমন পদে পদেই অবসন্ন ও বিপন্ন হইয়া থাকে, ঐ সকল লোকের কখন সেরূপ ঘটে না ॥৮॥

পাপাচারপরো নিত্যং ধর্ম্মদ্রোহপরায়ণঃ।
সাধুনামবমন্তা চ পরলোকবিরোধকঃ।
এতে বৈ মৃত্যুমর্হন্তি নরকঞ্চ পদে পদে ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি নিত্য পাপাচারপরায়ণ, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ধর্ম্মের বিদ্রোহে

প্রত্যুত্থিত, যে ব্যক্তি সাধুগণের অবমাননায় সর্ব্বদাই তৎপর, যে ব্যক্তি পরলোকের বিরোধী, ইহাদেরই মৃত্যু ও পদে পদে নরকলাভ হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

আত্মম্ভরিশ্ছদ্মপরাঃ বকধার্ম্মিক এব চ।
মিষ্টবাক্ দুষ্টহৃদয়ঃ প্রিয়দংশী তথৈব চ॥ ১০॥

যে ব্যক্তি আত্মম্ভরি, যে ব্যক্তি ছলনাপরায়ণ, যে ব্যক্তি বকের ন্যায়, কপটধার্ম্মিক, যে ব্যক্তি মিষ্টভাষী ও দুষ্টহৃদয় এবং যে ব্যক্তি লোকের প্রিয়হানি করে, কদাচ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না; এই সকল লোকেরই মৃত্যু ও পদে পদেই নরকলাভ শোভা পায় ॥ ১০ ॥

অনিষ্টঘটনে প্রীতো বিদ্বেষী সাধুকর্ম্মণাম্।
এতে বৈ মৃত্যুমর্হন্তি নরকঞ্চ পদে পদে ॥ ১১ ॥

যে ব্যক্তি লোকের অনিষ্ট হইলে, বা করিতে পারিলে, পরম আনন্দ অনুভব করে, এবং যে ব্যক্তি সৎকর্ম্মশীল পুরুষগণের বিদ্বেষ করিয়া থাকে, তাহাদেরই মৃত্যু ও পদে পদেই নরকলাভ শোভার বিষয় হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

যেষাং চিত্তং হি সততং অত্যন্তাজ্ঞানযোগতঃ।
ব্যাকুলং দলিতঞ্চৈব দুঃখানাং প্রচয়েন বৈ ॥
এতে বৈ মৃত্যুমর্হন্তি নরকঞ্চ পদে পদে ॥ ১২॥

অত্যন্ত অজ্ঞানযোগবশতঃ যাহাদের চিত্ত রাশি রাশি দুঃখে সতত ব্যাকুলিত ও দলিত, তাহাদেরই মৃত্যু ও পদে পদে নরক লাভ শোভা পায় ॥ ১২ ॥

অহং কৃশোপ্যহং দুঃখী মূঢ়োহমিতি ভাবনা।
আবিলং কুরুতে যেষাং মতিমেব তু সর্ব্বথা ॥

এতে বৈ মৃত্যুমর্হন্তি নরকঞ্চ পদে পদে ॥ ১৩ ॥

আমি কৃশ, আমি দুঃখী, আমি মূঢ় এই প্রকার ভাবনা যাহার বুদ্ধি নিরতিশয় কলুষিত করে, তাহাদেরই মৃত্যু ও পদে পদে নরক লাভ শোভা পায় ॥ ১৩ ॥

মনোবৃত্ত্যা চঞ্চলয়া নীয়মানস্য যস্য বৈ।
আশাপাশৈর্বন্ধয়িত্বা সুখলেশং ন বিদ্যতে ॥
এতে বৈ মৃত্যু মর্হন্তি নরকঞ্চ পদে পদে ॥ ১৪ ॥

চঞ্চল মনোবৃত্তি কর্ত্তৃক নীয়মান হওয়াতে, যাহার সুখলেশের নামগন্ধ নাই, তাহাদেরই মৃত্যু ও পদে পদে নরক লাভ শোভা পায় ॥ ১৪ ॥

বিবেকঞ্চ সমাচ্ছিদ্য হৃদয়ং মর্দ্দিতং তথা।
যেষাং বৈ বলশালিন্যা তৃষ্ণয়া সুভৃশং পুনঃ ॥
এতে বৈ মৃত্যুমর্হন্তি নরকঞ্চ পদে পদে ॥ ১৫ ॥

তৃষ্ণা বলবতী হইয়া, যাহাদের বিবেক হরণপূর্ব্বক হৃদয় অতিমাত্র মথিত করে, তাহাদেরই মৃত্যু ও পদে পদে নরক লাভ শোভা পায় ॥ ১৫ ॥

রাগদ্বেষমদানাঞ্চ মোহলোভস্য দারুণৈঃ।
সমুচ্ছ্বাসৈর্যস্য চিত্তং সদা দুঃখসুখৈর্জড়ম্ ॥
এতে বৈ মৃত্যুমর্হন্তি নরকঞ্চ পদে পদে ॥ ১৬ ॥

রাগ, দ্বেষ, মদ, মোহ, লোভ এই সকলের দারুণ উচ্ছ্বাস বশতঃ যাহাদের মন সর্ব্বদাই সুখদুঃখে জড়ীভূত, তাহাদেরই মৃত্যু ও পদে পদে নরক লাভ শোভার বিষয় হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

কামাদয়ো হ্যনর্থা বৈ যেষাং দেহে চ নিত্যশঃ।
ঝটিকা ইব বেগেন প্রবহন্তি তথৈব হি ॥
এতে বৈ মৃত্যুমর্হন্তি নরকঞ্চ পদে পদে ॥ ১৭ ॥

কামাদি অনর্থ সকল যাহার দেহে নিত্য ঝটিকার ন্যায়, প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহাদেরই মৃত্যু ও পদে পদে নরক লাভ শোভা পায় ॥ ১৭ ॥

আধিব্যাধির্যস্য দেহে যথা চৈব হুতাশনঃ।
প্রবলঃ সততং দাহযন্ত্রণা ঘটয়ত্যত ॥
এতে বৈ মৃত্যুমর্হন্তি নরকঞ্চ পদে পদে ॥ ১৮ ॥

আধিব্যাধি সকল, নিরতিশয় বলবান্ হইয়া, যাহাদের কলেবরে সতত দাহযন্ত্রণা সমুদ্ভাবিত করে, তাহাদেরই মৃত্যু ও পদে পদেই নরক লাভ শোভায় বিষয় হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

কামাদিরিপবো নিত্যং যেষাং চৈব কলেবরে।
গর্জ্জন্তি শুষ্করূক্ষাণাং কোটরেজাগরো যথা ॥
এতে বৈ মৃত্যুমর্হন্তি নরকঞ্চ পদে পদে ॥ ১৯ ॥

অজগর যেমন শুষ্ক বৃক্ষের কোটরেগর্জ্জন করে, কামাদি রিপুসকল তদ্রূপ যাহার কলেবরে নিয়ত গর্জ্জন করিয়া থাকে, তাহাদেরই মৃত্যু ও পদে পদে নরক লাভ শোভা পায় ॥ ১৯ ॥

উদ্বেগশ্চ ভয়ং নিত্যং পুণ্যলেশবহিষ্কৃতাঃ।
তে ভবন্তি সদা দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২০ ॥

তাহারা পুণ্যলেশবহিষ্কৃত ও নিরন্তর উদ্বেগের একান্ত বিষের হইয়া থাকে। এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে মৃত্যুযোগো
নাম অষ্টচত্বারিংশোধ্যায়ঃ।

ঊনপঞ্চাশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

যস্য চিত্তং সদা নিষ্ঠাদার্ঢ্যযোগসমন্বিতম্।
আত্মতত্ত্বে সংক্রমিতং সোঽমৃতায় প্রকল্পতে ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যাহার চিত্ত নিরতিশয় দার্ঢ্যযোগসমন্বিত হইয়া, আত্মতত্ত্বে দৃঢ়তর সন্নিবদ্ধ হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই অমৃত লাভে সমর্থ হয় ॥ ১ ॥

অহঙ্কারো ন বৈ যস্য প্রিয়াপ্রিয়বিকল্পনা।
সমং পশ্যতি সর্ব্বত্র সোঽমৃতায় প্রকল্পতে ॥ ২ ॥

যাহার অহঙ্কার নাই; যাহার প্রিয় অপ্রিয় ভেদজ্ঞান নাই; যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী, সেই অমৃতলাভে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

শীতলা চ মতির্যস্য রাগদ্বেষবিসর্জ্জনাৎ।
প্রাপ্তঃ স্থিরপদং সর্বং সোঽমৃতায় প্রকল্পতে ॥ ৩ ॥

রাগ দ্বেষের এককালীন পরিত্যাগ হওয়াতে, যাহার মতি শীতল ও তন্নিবন্ধন যাহার স্থিরপদপ্রাপ্তি সংঘটিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই অমৃত লাভে সমর্থ হয় ॥ ৩ ॥

ন কুত্রচিৎ কদাচিদ্বা বিশ্বেস্মিন্ সজ্জতে ধ্রুবম্।
উদাসীনং সদা তিষ্ঠেৎ সোঽমৃতায় প্রকল্পতে ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি এই বিশ্ব সংসারের কোন বিষয়েই কখন কোনরূপে আসক্ত না হইয়া, সর্ব্বদা উদাসীন ভাবে অবস্থিতি করেন, তিনিই অমৃতলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

ইদং হেয়মমুমাদেয়মিদং বেতি বিকল্পনা।
গতা দূরতরং দেবি সোমৃতায় প্রকল্পতে॥ ৫ ॥

অমুক বস্তু হেয়, অমুক বস্তু উপাদেয় এইপ্রকার বিকল্পনা যাহার হৃদয় হইতে একবারেই দূরে অপসারিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই অমৃত লাভে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

মনঃ সর্ব্বং পরিত্যজ্য প্রণষ্টং সর্ব্বথা খলু।
পরমে ধিষ্ঠিতং যস্য সোমৃতায় প্রকল্পতে ॥ ৬ ॥

যাহার মন সংসারের সমুদায় ত্যাগ করিয়া, একবারেই লয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং পরম ব্রহ্মে অধিষ্ঠান করিয়াছে ; সেই ব্যক্তিই অমৃতলাভে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

যৎ পৃথিব্যাং হিরণ্যাদি বস্তু কিঞ্চিন্ন তত্তথা।
ইত্যাসক্তিং পরিত্যজ্য সোমৃতায় প্রকল্পতে ॥ ৭ ॥

এই পৃথিবীতে হিরণ্যাদি যে কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্ত কিছুই নহে, ভাবিয়া, যে ব্যক্তি একবারেই আসক্তি ত্যাগ করিয়াছে, সেই অমৃত লাভে সমর্থ হয় ॥ ৭ ॥

কল্পনাং বিমলামেকাং তামাশ্রিত্য শুভাং সদা।
যোধিতিষ্ঠেদবিচলং সোমৃতায় প্রকল্পতে ॥ ৮ ॥

একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তদ্ভিন্ন সমুদায়ই মিথ্যা, এই প্রকার সর্ব্বদোষ বিহীন ও সর্ব্বমঙ্গলশালিনী কল্পনা অবলম্বন পূর্ব্বক যে ব্যক্তি অবস্থিতি করে, সেই অমৃতলাভে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

সত্যদৃষ্টিং সমাশ্রিত্য কর্ত্তব্যমিতি বোধতঃ।
ব্যবহারে প্রবর্ত্তেদ্যো সোমৃতায় প্রকল্পতে ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি একমাত্র পরব্রহ্মেই আপনার চরম লক্ষ্য স্থাপন পূর্ব্বক, কর্ত্তব্যমাত্রবোধপরতন্ত্র হইয়া, সাংসারিক আদান প্রদান বা করণ কারণাদি ব্যাপারপরম্পরার অনুষ্ঠান করে, সেই অমৃতলাভে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

প্রিয়েণৈব প্রহৃষ্যেত নাপ্রিয়েণ বিরজ্যতে।
যস্য স্থিতিবিরং শশ্বৎ সোমৃতায় প্রকল্পতে ॥ ১০ ॥

প্রিয় ঘটনায় যেমন প্রহৃষ্ট হইতে নাই, অপ্রিয় ঘটনায় তেমন অসন্তুষ্ট হইবে না, এইপ্রকার বিধির বশবর্ত্তী হইয়া, যে ব্যক্তি অবিচলিত ভাবে সংসারে অবস্থিতি করে, সেই অমৃতলাভে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে অমৃতযোগো নাম ঊনপঞ্চাশোধ্যায়ঃ।

পঞ্চাশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সমশীলে বসেল্লক্ষ্মীর্দেবাস্তুষ্টা সমেতথা।
আত্মনা রক্ষিতো দেবি তথৈবচ ন চান্যথা ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমভাব বিশিষ্ট, কাহারও প্রতি যাহার পক্ষপাত বা শত্রুমিত্র বলিয়া ভেদজ্ঞান নাই, লক্ষ্মী তাঁহারই অঙ্কগামিনী হইয়া থাকেন।

এবং দেবগণ তাহার প্রতি সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট। সে ব্যক্তি আপনাআপনি সুর-ক্ষিত, সন্দেহ নাই॥ ১ ॥

স এব আত্মা পরমঃ যস্মাৎ সর্ব্বমিদং ধ্রুবম্।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু বহুনা ভাষিতেন কিম্॥ ২ ॥

যাঁহা হইতে এই দৃশ্যমান বিশ্বজগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেই পরমাত্মা সকল ভূতেই সমভাব বিশিষ্ট। এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব ?॥ ১ ॥

এবং বৈ প্রকৃতির্লোকে মহতাং সমশীলতা।
ন কদাচিদ্ভবেদ্বিদ্ধা যতঃ সিদ্ধা হি পশ্যতাম্॥ ৩ ॥

এইরূপে মহাত্মামাত্রেই স্বভাবতঃ সমশীল হইয়া থাকেন। তাঁহাদের এই সমশীলতা কোনদেশে কোনকালে কোন ব্যক্তিতেই পরিচ্ছিন্ন হয় না। যেহেতু, উহা তাঁহাদের প্রকৃতিমূলে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। এ বিষয়ের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত লক্ষিত হইয়া থাকে॥ ৩॥

খং বায়ুর্জ্জলমগ্নিশ্চ পৃথিবী ভাস্করস্তথা।
চন্দ্রশ্চাপি মহাভাগে সর্ব্বত্র সমসংস্থিতাঃ॥ ৪ ॥

আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি, পৃথিবী, ভাস্কর, চন্দ্র ইহাঁরা সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিতি করেন। বলিতে কি, সূর্য্য চন্দ্র যেমন ব্রাহ্মণের গৃহে কিরণ বিকিরণ করেন, চণ্ডালেরও গৃহে তদ্বৎ করিয়া থাকেন॥ ৪ ॥

তস্মাত্তেষাং সর্বলোকোত্তরতা প্রথিতা ভুবি।
ন কদাচিৎ ক্ষয়ং লক্ষেৎ কশ্চাপি কুত্রচিৎ প্রিয়ে॥৫॥

উল্লিখিত কারণেই চন্দ্র সূর্য্যাদি পদার্থ সকল সংসারে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট পদে অধিবিষ্ট হইয়াছেন এবং এইজন্যই কোন কালে কোনরূপে তাহাঁদের ক্ষয় লক্ষিত হয় না॥ ৫ ॥

পুষ্পে কান্তিঃ কথং জাতা সমতা তত্র কারণম্।
সর্ব্বলোকৈঃ সুখং তস্য সৌগন্ধং সেব্যতে খলু ॥৬॥

পুষ্প কিজন্য এরূপ সর্ব্বজনকমনীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? এক-মাত্র সমতাই এ বিষয়ের কারণ। দেখ, সকল লোকেই পরম সুখে তদীয় সৌগন্ধ সেবন করিয়া থাকে। এ বিষয়ে ইতর ভদ্র বিশেষ নাই, ধনী দরিদ্র প্রভেদ নাই। এবং পণ্ডিত মূর্খ বলিয়াও কোনরূপ তারতম্যও নাই ॥ ৬ ॥

সমং যত্র সুখং তত্র কান্তিঃ পুষ্টিশ্চ শাশ্বতী।
রাহুণা গ্রস্যতে চন্দ্রঃ কুহ্বনাচ তথা পুনঃ।
তত্রাপি পূর্ণতা তস্য নির্ব্বাণং নৈব গচ্ছতি ॥ ৭ ॥

যেখানে সাম্য, সেইখানেই সুখ, সেইখানেই শান্তি, সেইখানেই পুষ্টি। দেখ, চন্দ্র রাহুকর্ত্তৃক কবলিত ও অমাবস্যামুখে নিপতিত হইলেও, কখন তাহার বিনাশ হয় না; প্রত্যুত, পুনরায় পূর্ণভাবে সমুদিত হইয়া থাকেন ॥৭॥

অসাম্যং ভজতে লক্ষ্মীং শত্রুতাঞ্চ পদে পদে।
অনর্থং ভাবয়েন্নিত্যং দ্বন্দ্বমাবিষ্করোতি চ ॥ ৮ ॥

যেখানে অসাম্য, সেইখানেই অলক্ষ্মী, সেইখানেই পদে পদে শত্রুতা, সেইখানেই বিবিধ অনর্থের অধিষ্ঠান এবং সেইখানেই বিবিধ বিবাদ বিসংবাদ আবিষ্কৃত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

শান্তিং হরেদশান্তিঞ্চ জনয়েদ্বহুলাং তথা।
মনসো প্রীতিজননং ন লক্ষ্যতে দ্বিতীয়কম্ ॥ ৯ ॥

এই অসাম্য শান্তি হরণ করিয়া, বহুল অশান্তি সমুদ্ভাবন করে। এবং ইহা যেমন মনের অপ্রীতি সংঘটিত করিয়া থাকে, এমন আর দ্বিতীয় দ্বিতী নাই ॥ ৯ ॥

পিতাপি জায়তে শত্রুরসাম্যেন তথৈবচ।
বৈরী ভবতি চাত্মাপি কাকথান্যো পরেৎথবা ॥ ১০ ॥

অসাম্যের অনুগত হইলে, স্বয়ং পিতাও শত্রু হইয়া থাকে। অথবা, অন্যে পরের কথা কি, আপনার আত্মাও বৈরী হইয়া থাকে। এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

গৃহস্থো যদি সাম্যেন তিষ্ঠেত্তস্য স্থিতির্ভবেৎ।
তপস্বী যদি সাম্যেন তিষ্ঠেৎ সিদ্ধিস্ততোভবেৎ ॥ ১১ ॥

গৃহস্থ যদি সাম্য আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, তাহা হইলে, তাহার স্থিতিলাভ হয়। এবং তপস্বী যদি সাম্য আশ্রয় করেন, তাহা হইলে, তাঁহার সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ১১ ॥

অথবা সর্বলোকেস্মিন্ সাম্যে সৌখ্যং বিদুর্বুধাঃ।
অসাম্যে পতনং ঘোরং গ্লানিশ্চৈব পদে পদে ॥ ১২ ॥

অথবা, সাম্য আশ্রয় করিলে, সকল লোকেই সুখ লাভ করিয়া থাকে। ইহার বিপরীত হইলে, পদে পদেই পতন ও গ্লানি সংঘটিত হয়, সন্দেহ নাই। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ইহা বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে সাম্যযোগো
নাম পঞ্চাশোধ্যায়ঃ।

একপঞ্চাশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মহাপুরুষলক্ষণম্।
যৎ শ্রুত্বা লভতে জ্ঞানং দিব্যভাবসমন্বিতম্॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

দেবি! শ্রবণ কর; সম্প্রতি মহাপুরুষলক্ষণ কীর্ত্তন করিব; যাহা শ্রবণ করিলে, লোকের দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে॥ ১॥

ভোগাশাং যে পরিত্যজ্য মঙ্গলানাং বিরোধিকাম্।
সেবন্তে সৎপথং নিত্যং তে মহাপুরুষাঃ স্মৃতাঃ॥ ২॥

যাহারা ঐহিক ও আমুষ্মিক মঙ্গল বিনাশিনী আশাত্যাগ করিয়া, সৎপথের পরিচর্য্যা করেন, তাহারাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন॥ ২॥

দেশকালবিভাগেন সুখমালোচয়ন্তি যে।
পরেষামবিঘাতেন তে মহাপুরুষাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩॥

যাহারা দেশকাল বিভাগ অনুসারে অন্যদীয় সুখের কোনরূপ ব্যাঘাত না করিয়া, সর্ব্বদা সুখের আলোচনা করে, তাহারাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকে॥ ৩॥

সাধুসঙ্গং সদা যে বৈ সংশ্রিতাশ্চ মহেশ্বরি।
চান্তরেণ পবিত্রেণ তে মহাপুরুষাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪॥

যাহারা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে অবস্থিতি করে, ক্রম ক্রমেও

অসাধু সহবাস আশ্রয় করে না, তাহারাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

সৎ শাস্ত্রং সর্ব্বথা যত্নাৎ পর্য্যবেক্ষ্যন্তি ভাবিনি।
একান্তিকত্বমাশ্রিত্য সেবন্তে সদ্‌গুরুন্তথা ॥ ৫ ॥

যাহারা ঐকান্তিক নিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া, সর্ব্বাঙ্গীন যত্ন সহকারে সৎ শাস্ত্রের সবিশেষ আলোচনা ও সদ্‌গুরুর সেবা করিয়া থাকে, তাহারাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হয় ॥ ৫ ॥

অভিমানো মদো দম্ভো নরকায় প্রকল্পিতঃ।
ইতি জ্ঞাত্বাশ্লিষ্টচিত্তং তেষাং যে বৈ বহিষ্কৃতাঃ ॥ ৬॥

অভিমান, মদ ও দম্ভ নরকের জন্য প্রকল্পিত হইয়াছে। ইহা অবগত হইয়া, যাহাঁরা ঐকান্তিক চিত্তদার্ঢ্য সহকারে তাহাদের বহিষ্কৃত হইয়াছেন, তাঁহারাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হয় ॥ ৬ ॥

ক্রোধেন চ সমাবিষ্টাঃ সর্পবৎ ক্রূরবৃত্তিনা।
যে কদাচিন্ন কুর্বন্তি সহসা ঘোরদারুণম্ ॥ ৭ ॥

যাঁহারা সর্পের ন্যায়, ক্রূরবৃত্তি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, কস্মিন্ কালেও কোনরূপ বিচার বা পর্য্যালোচনা না করিয়া, ঘোর দারুণ কার্য্যপরম্পরার অনুষ্ঠান না করেন, তাঁহারাই মহাপুরুষশব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

মানং বা যে সমাশ্রিত্য পতনায় প্রকল্পিতম্।
দূষয়ন্তি নবাত্মানং পরলোকং মহেশ্বরি ॥ ৮ ॥

যাহাঁরা অধঃপতনের অদ্বিতীয় সাধন বা একমাত্র হেতু অভিমান আশ্রয় করিয়া, আত্মা ও পরলোক দূষিত করেন না, তাহাঁরাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

ইদং সত্যমিদং মিথ্যা ইদমাত্মা ন তত্তথা।
ইতি চিন্তাপরা দেবি কালং পরিণয়ন্ত্যত ॥ ৯ ॥

ইহা সত্য, ইহা মিথ্যা,ইহা আত্মা,ইহা আত্মা নহে, এই প্রকার বিচার-পরায়ণ হইয়া, যাহাঁরা সর্ব্বদা কাল পরিনয়ন করেন, তাহাঁরাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ন সত্যাৎ স্বপ্নতো মত্বা সাক্ষাৎ স্বর্গমিতি প্রিয়ে।
মোক্ষং বা পৌরুষং বাপি প্রচ্যবন্তি কথঞ্চন ॥ ১০ ॥

সত্যকেই সাক্ষাৎ স্বর্গ অথবা মূর্ত্তিমান মোক্ষ কিংবা সাক্ষাৎ পুরুষার্থ ভাবিয়া, যাঁহারা স্বপ্নেও কথন তাহা হইতে কোনরূপে পরিচলিত হন না, তাহাঁরাই মহাপুরুষশব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

দুরাশাপাশবন্ধেন ঘোরাৎ ঘোরতরেণ হি।
ন যেষাং মতিবৈকল্যং পতনায় মনস্বিনি ॥ ১১ ॥

ঘোর হইতেও ঘোরতর দুরাশাপাশে বদ্ধ হওয়াতে, নিরতিশয় বুদ্ধি-ভ্রংশ উপস্থিত হইয়া, যাহাদিগকে অধঃপাতিত না করে, তাহারাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

রজ্জুজ্ঞানাদ্যথা দেবি গতং সর্পভয়ং ভবেৎ।
দৃশ্যজ্ঞানাত্তথা যেষাং ন সুখং দুঃখমেবচ ॥ ১২ ॥

প্রকৃত রজ্জুজ্ঞান হইলে, যেমন সর্পভয় দূরীভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ দৃশ্য বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ পরিকলন করিয়া, যাহারা সুখ বা দুঃখ কিছুতেই অভিভূত হন না, তাহাঁরাই মহাপুরুষশব্দে পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

সূর্য্যোদয়ে যথা ধ্বান্তং দূরং যাতি মহেশ্বরি।
জ্ঞানোদয়ে তথা যেষাং ভ্রমো বিগলিতঃ খলু ॥ ১৩ ॥

সূর্য্যের উদয়মাত্র যেমন সমুদায় অন্ধকার তৎক্ষণে দূরীভূত হয়, সেই-রূপ জ্ঞানযোগের সঞ্চার বশতঃ যাঁহাদের সমুদায় ভ্রম বিগলিত হইয়াছে, অয়িপার্ব্বতি! শ্রবণ কর, সেই সকল ব্যক্তিই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন॥ ১৩॥

কায়েন মনসা বাচা সদা সৎসেবনাত্তথা।
পদে চ পরমে যেষাং বিশ্রান্তিরভবৎ পরম্॥ ১৪॥

যাঁহারা সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে সাধুগণের সেবা অথবা সৎ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করিয়া, পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন॥ ১৪॥

অহংকারং বশে কৃত্বা পাপানাং যে চ সংশ্রয়ম্।
অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনায়াঃ বহিষ্কৃতাঃ॥ ১৫॥

যাহারা যাবতীয় পাপের একমাত্র প্রসূতিস্বরূপ অহঙ্কারকে বশীভূত করিয়া, অমুক আমার আত্মীয়, অমুক আমার পর, ইত্যাকার কল্পনা এক-কালেই পরিহার করিয়াছেন, তাঁহারাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন॥ ১৫॥

যে প্রসূতিং মহাঘোরাং নরকাণাঞ্চ পার্ব্বতি।
কামনাং দূরতঃ কৃত্বা পরমে চ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ১৬॥

যাহারা নরক সকলের অতীব ঘোরস্বভাব প্রসূতিস্বরূপ কামনাকে দূরে বর্জ্জন করিয়া, সকল সন্তাপের শান্তি নিকেতন স্বরূপ, পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়ছেন, তাঁহারাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন॥ ১৬॥

বাগুরামথবাভেদ্যাং দুঃখানাঞ্চ সহস্রশঃ।
বাসনাং দূরতঃ কৃত্বা পরমে চ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ১৭॥

অথবা, যাঁহারা সহস্র সহস্র দুঃখের দুর্ভেদ্য বাগুরাস্বরূপ বাসনাকে দূরে

পরিহার করিয়া, পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

শোকানাঞ্চ তথা দেবি দুর্গবদ্দৃঢ়সংশ্রয়ম্ ।
কল্পনাং দূরতঃ কৃত্বা পরমেচ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৮ ॥

অথবা, শোক সকলের সুদৃঢ়ভিত্তিসম্পন্ন দুর্গস্বরূপ কল্পনাকে দূরে বিসর্জ্জন করিয়া, যাহাঁরা সর্ব্বশোকবহিষ্কৃত পরম পদকেই একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তিই মহাপুরুষ শব্দের বাচ্য হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

আশাবেগবলোদ্ভ্রান্তাঃ কিং কুর্ম্ম কিং ভবিষ্যতি ।
হাহাকারেণ মহতা ন সংবিষ্টাশ্চ যে সদা ॥ ১৯ ॥

যাঁহারা আশাবেগের আতিশয্য বশতঃ একান্ত ভ্রান্ত হইয়া, কি করিব, কি হইবে, ভাবিয়া সর্ব্বদাই অতিমাত্র হাহাকারের অনুসরণ প্রসঙ্গে কাল যাপন করেন না, সেই সকল লোকই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

অসৎপথে ধিষ্ঠিতানাং বুদ্ধিরোধঃ পদে পদে ।
বুদ্ধিরোধাদ্জ্ঞানহানিঃ জায়তে ন চ সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥

যাহারা অসৎ পথে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের পদে পদেই বুদ্ধিবৃত্তির বিলোপ বশতঃ পদে পদেই জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া থাকে ; এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥

জ্ঞানহানৌ ভবেৎ সিদ্ধিঃ সুদূরাচ্চ পরাহতা ।
ন যেষাং ঘটতে তদ্বৎ সদা সৎপথসেবনাৎ ॥ ২১ ॥

জ্ঞানভ্রষ্ট হইলে, সিদ্ধিলাভ দূরে পরাহত হইয়া থাকে। সর্ব্বদা সৎ পথের পরিচরণ প্রযুক্ত যাহাঁদের ঐপ্রকার জ্ঞানভ্রংশ প্রভৃতি অতীব

শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত না হয়, তাহাঁরাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

অবরোধাদ্বুদ্ধিবৃত্তেঃ পরমে চ পদে তথা।
স্থিতিং যেষাং দৃঢ়াং লব্ধ্বা সর্ব্বথাব্যাকুলা মতিঃ ॥ ২২ ॥

যাহাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমি যে বড়িকাবৎ, পরমপদে দৃঢ়তর সন্নিবদ্ধ হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন যাহাঁদের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে স্থিতিদার্ঢ্য লাভ করিয়া, কোনরূপে আর ব্যাকুল হয় না, তাহাঁরাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়াছেন ॥ ২২ ॥

বস্তুদৃষ্টির্যথা রাত্রৌ দীপালোকেন পার্ব্বতি।
আত্মদৃষ্টিস্তথা যেষাং জ্ঞানালোকেন সঙ্গতা ॥ ২৩ ॥

পার্ব্বতি! যেমন, রাত্রির অন্ধকারে দীপালোকের সাহায্যে গৃহস্থিত বস্তু সকল দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানরূপ দিব্য আলোক প্রাদুর্ভূত হওয়াতে, যাহাঁরা পরমাত্মার সাক্ষাৎকরালাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারাই মহাপুরুষশব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে পুরুষবিচারযোগো নাম একপঞ্চাশোধ্যায়ঃ।

দ্বিপঞ্চাশোধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ন তৃপ্তির্জায়তে মহ্যং শ্রুত্বা তে পরমাং কথাম্
পুনরেব সমাচক্ষ্ব মহাপুরুষলক্ষণম্ ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

আপনার এই অনুত্তম বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক পুনরায় মহাপুরুষলক্ষণকীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা হউক॥ ১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

আত্মজ্ঞানাৎ সদা চিত্তে যেষামানন্দসন্ততিঃ।
ন চ্ছিন্না নচ বিদ্ধা বা দেশতঃ কালতঃ প্রিয়ে॥ ২॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

আত্মার প্রকৃতস্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়াতে, যাঁহাদের অন্তঃকরণে নিরবচ্ছিন্ন পরমানন্দসন্দোহ সমুত্থিত হইয়া থাকে; যে আনন্দের কোনদেশে বা কোন কালেই কোনরূপ ব্যবচ্ছেদ বা বিদ্ধভাব নাই, তাঁহারাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন॥ ২॥

হৃদয়ং শূন্যতাং যাতি বুদ্ধিদোষেণ পার্ব্বতি।
বিষয়াণাং সদা সঙ্গাৎ ন যেষাং বৈ মহেশ্বরি॥ ৩॥

বিষয়ের সার্ব্বকালিক অনুসরণ প্রযুক্ত বুদ্ধিদোষ সমুত্থিত হওয়াতে, যাঁহাদের হৃদয় কোন কালেই শূন্যভাবে আবিষ্ট হয় না, তাঁহারাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন॥ ৩॥

পূর্ণাৎ পূর্ণতরং প্রাপ্য জ্ঞানযোগেন সর্ব্বথা।
পূর্ণাৎ পূর্ণতরত্বং বৈ প্রাপ্তা যে নচ সংশয়ঃ॥ ৪॥

জ্ঞানযোগের আবির্ভাব প্রযুক্ত যাহাঁরা পূর্ণ হইতেও অতিমাত্র পূর্ণস্বভাব লাভ করিয়া, পূর্ণ হইতেও অতিমাত্র পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই; তাহাঁরাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন॥ ৪॥

তৎ প্রভাবাৎ সদা যেষাং চিত্তং দৃঢ়পদে স্থিতম্ ।
ন মৃত্যুনা ন প্রলয়ৈঃ খণ্ডিতং শতশঃ প্রিয়ে ॥ ৫ ॥

ঐরূপ পূর্ণস্বভাবের আবির্ভাব প্রযুক্ত যাহাঁদের চিত্তবৃত্তি দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং শত শত মৃত্যু বা শত শত প্রলয় সংঘটিত হইলেও, যাহাঁদের মন খণ্ডিত হয় না, তাঁহারাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

শোকেন মহতা কিংবা দুঃখেনাতিশয়েন বা ।
ন চাল্যতে মহামায়ে বায়ুনা ভূধরো যথা ॥ ৬ ॥

প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইলেও, যেমন পর্ব্বত কখন প্রচলিত হয় না, অতিশয় শোক বা প্রবল দুঃখ সংঘটিত হইলেও তেমন যাহাঁরা কোনরূপে বিচলিত হন না, সেই সকল লোকই মহাপুরুষ পদের বাচ্য হইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

দুঃখং বেত্তি সুখং বেত্তি সর্ব্বেষাঞ্চ মনস্বিনি ।
কোমলা তু মতির্যেষাং সদা সৎসেবনাৎ পরম্ ॥ ৭ ।

সর্ব্বদা পরব্রহ্মের স্বরূপাদি পর্য্যালোচনা প্রযুক্ত যাঁহাদের মতি কোমল হইয়াছে, এবং তন্নিবন্ধন যাহাঁরা সকলের সুখও জানেন, আবার দুঃখও জানেন, সেই সকল লোকই মহাপুরুষ পদের বাচ্য হইয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

সংন্তোষামৃতলাভেন সুখিনঃ স্বস্থচেতসঃ ।
ইতস্ততো ন ধাবন্তঃ প্রাকৃতা ইব মানবাঃ ॥ ৮ ॥

সন্তোষরূপ অমৃত পান করিয়া, যাহাঁরা সুখী ও যাহাঁদের চিত্তবৃত্তিও স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন যাহাঁরা অসন্তুষ্টস্বভাব ইতর পুরুষগণের ন্যায়; চঞ্চল ও ব্যাকুল হইয়া, ইতস্ততঃ ধাবমান হন না, সেই সকল সাধুশীল লোকই মহাপুরুষশব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

ব্রাহ্মভাবং সমাশ্রিত্য প্রাপ্তকামাশ্চ যে শুভে।
সাম্রাজ্যমপি মন্যন্তে তুচ্ছং তৃণলবং যথা ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মস্বরূপের গাঢ়তর সন্নিবেশ বশতঃ যাহারা সর্ব্বতোভাবে আপ্তকাম হইয়াছেন এবং তন্নিবন্ধন, যাহাঁরা সাম্রাজ্যকেও অতি সামান্য তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন, সেই সকল লোকই মহাপুরুষশব্দে পরিগণিত হন ॥ ৯ ॥

বদনং সুন্দরং যেষাং সদা শান্তিসমন্বয়াৎ।
ব্রহ্মাবেশিতচিত্তত্বাৎ সর্ব্বলোকস্য মোহনম্ ॥ ১০ ॥

সর্ব্বদা শান্তিসংযোগ বশতঃ যাহাঁদের বদনমণ্ডলের সৌন্দর্য্যের সীমা নাই এবং মন একমাত্র ব্রহ্মে তদগতভাবে আবিষ্ট হও যাতে সতত, যাহাদের মুখমণ্ডল সকল লোকেরই মোহ সমুদ্ভাবন করে, তাহারাই মহাপুরুষশব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

বৃত্ত্যা বিশুদ্ধয়া দেবি কলঙ্কপঙ্কশূন্যয়া।
শীললাঞ্ছিতয়া যে বৈ ভান্তি পূর্ণশশী যথা ॥ ১১ ॥

দেবি! যাহাঁরা কলঙ্কপঙ্কপরিশূন্য ও সচ্চারিত্র্যসমলঙ্কৃত বিশুদ্ধ বৃত্তির অনুসরণ প্রযুক্ত, পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায়, নিরতিশয় শোভমান, তাহাঁরাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে পুরুষতত্ত্ববিচারযোগো নাম দ্বিপঞ্চাশোধ্যায়ঃ।

ত্রিপঞ্চাশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

উপাসন্তি যথা ভূপং কিঙ্করাশ্চ মনস্বিনি।
আধিব্যাধিস্তথা যেষাং অনুগচ্ছন্তি নিত্যশঃ॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

অয়ি মনস্বিনি! কিঙ্কর সকল যেরূপ রাজার উপাসনা করে, সেইরূপ আধিব্যাধি সকল সর্ব্বদা যাহাঁদের আনুগত্য করে, কোন কালেই উপরি প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, তাহাঁরাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন॥ ১॥

ন হিংসা ন চ মাৎসর্য্যং চিত্তে যেষাং শমোদয়ে।
ন তরঙ্গো নবাবর্ত্তো নির্ব্বাতে সাগরে যথা॥ ২॥

বায়ুবিক্ষোভবিরহিত সাগর গর্ভে যেরূপ তরঙ্গ বা আবর্ত্ত সমুত্থিত হয় না, সেইরূপ শমগুণের উদয় হওয়াতে, যাহাঁদের অন্তর্হৃদয়ে হিংসা বা মাৎসর্য্য কোনমতেই স্থান লাভে সমর্থ হয় না, তাঁহারাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন॥ ২॥

রজস্তোমং যথা দেবি কালে শান্তং জলাগমে।
ব্রহ্মলাভাত্তথা যেষাং শান্তং চিত্তং ভবত্যুত॥ ৩॥

দেবি! যেরূপ প্রাবৃটকাল সমাগত হইলে, ধূলিরাশি এককালেই অন্তর্হিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারসংঘটন প্রযুক্ত যাঁহাদের চিত্ত শান্তভার অবলম্বন করিয়াছে, তাঁহারাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন॥ ৩॥

আত্মন্যতিশয়ানন্দং লব্ধ্বা সন্তোষযোগতঃ।
যে বৈ নরা কাময়ন্তি স্বারাজ্যমপি ভাবিনি ॥ ৪ ॥

যাঁহারা আত্মাতেই অতিশয় আনন্দযোগলাভ করিয়া, সর্ব্বদা সন্তোষ ভোগ করাতে স্বর্গের আধিপত্যও কামনা করেন না, তাঁহারাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

সন্তোষামৃতপূর্ণত্বাৎ শান্তশীলাৎ তথৈবচ।
সর্ব্বথা স্থিরতাং প্রা ং যেষাৎ চিত্তং সুধাংশুবৎ ॥ ৫ ॥

সন্তোষরূপ অমৃতে পরিপূর্ণ ও শান্তিশীল হওয়াতে, যাঁহাদের মন সর্ব্বতোভাবে স্থিরতা প্রাপ্ত ও সুধাংশুর ন্যায়, সাতিশয় শীতল হইয়াছে, তাঁহারাই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

তৃপ্তাত্মনাং তথা দেবি ব্রহ্মাবেশিতয়া পুনঃ।
মুখে লক্ষ্মীঃ সদা যেষাং যথৈব ক্ষীরসাগরে ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মভাবের আবেশবশতঃ যাঁহাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন সর্ব্বদা যাহাদের মুখমণ্ডলে ক্ষীরসাগরের ন্যায়, পূর্ণ লক্ষ্মী সর্ব্বদা বিরাজমান, সেই সকল লোকই মহাপুরুষ শব্দে পরিগণিত হইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

ন কালো বাধতে হ্যেষাং ন দেশো বা মহেশ্বরি।
বাক্যং বা কল্পনাং বাপি চেষ্টিতং বা তথা শুভে ॥ ৭ ॥

অয়ি মহেশ্বরি! তাঁহাদের বাক্য, কল্পনা বা বেষ্টিত কোন দেশে ও কোন কালেই ব্যবচ্ছিন্ন হয় না; অর্থাৎ তাঁহারা যাহা ভাবেন ও বলেন অথবা করেন, তাহা কখন ব্যর্থ হয় না, নিশ্চয়ই তাহার ফল ঘটিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

শুষ্কশ্চেৎ সাগরো দেবি দশদিক্ প্রস্খলেৎ তথা।
তথাপি ন ভবেদ্ব্যর্থং বাক্যং তেষাং মহীয়সাম্ ॥ ৮ ॥

দেবি! যদি সমুদায় সাগর শুষ্ক হইয়া যায়, অথবা যদি সমুদায় দিঙ্-মণ্ডল স্খলিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে, সেই সকল মহীয়ান্ পুরুষের বাক্য কোনরূপে ব্যর্থ হয় না ॥ ৮ ॥

সর্ব্বব্যাপী স্বয়ং ধাতা তেষাং কার্য্যস্য নায়কঃ।
জলমগ্নির্ভবেত্তেষাং সঙ্কল্পান্নতু সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥

তাঁহারা যে কার্য্যে করেন, সর্ব্বব্যাপী স্বয়ং ধাতা তাহার নায়কতা করিয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহাদের সঙ্কল্পমাত্রেই জল ও অগ্নি হইয়া থাকে। এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে মহাপুরুষবিচারযোগো নাম ত্রিপঞ্চাশোধ্যায়ঃ।

চতুঃপঞ্চাশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অস্তি নাস্তি সমাপন্নে জন্মমৃত্যুকরম্বিতে।
কুতঃ সুখং মহেশানি সংসারে পশ্য সর্ব্বদা ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

এই সংসারে জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে জন্ম হইয়া থাকে এবং

যাহাকে এইমাত্র দেখিতে পাই, তাহাকে আর পরক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং ইহাতে সুখের সম্ভাবনা কোথা? ॥ ১ ॥

নৈকরূপং সদা বস্তু বিকৃতং লক্ষ্যতে তথা।
কথং বা বিশ্বসেৎ দেবি ক্ষুল্লেস্মিন্ বুদ্ধিমান্ শুভে ॥২॥

বস্তু সকল কখন একরূপ থাকে না; ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। মনোহর যৌবনের পর শোচনীয় বার্দ্ধক্যদশার সঞ্চার হয়। সুতরাং অয়ি পার্ব্বতি! ঈদৃশ অসার সংসারে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কি বিশ্বাসে বাস করিতে পারে? ॥ ২ ॥

পণ্ডিতে নচ বৈ ভাব্যং বিদ্যায়াং বিদ্যতে কলিঃ।
কুতঃ সুখং মহেশানি সংসারে পশ্য সর্বদা ॥ ৩ ॥

যে ব্যক্তি উজ্জ্বলবুদ্ধিসম্পন্ন, তাহারও ভবিষ্যজ্ঞান নাই। আবার, যে ব্যক্তি বিবিধবিদ্যাবিশারদ, তাহাকেও বিবাদবিসংবাদে জড়িত হইতে দেখা যায়। সুতরাং, অয়ি প্রিয়ে! এই সংসারে সুখ কোথায়, অবলোকন কর ॥ ৩॥

নৈকভাবঃ সদাপ্যস্তি ব্যস্তভাবঃ পুনঃ পুনঃ।
কুতঃ সুখং মহেশানি সংসারে পশ্য সর্ব্বথা ॥ ৪ ॥

বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বসন্ত এইপ্রকার ব্যস্তভাব বারংবার প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং, এই সংসারে সুখ কোথায় অবলোকন কর ॥ ৪ ॥

সুখে দুঃখং সদা লোকে ভংবচ্চ দৃশ্যতে বহু।
কুতঃ সুখং মহেশানি সংসারে পশ্য সর্বথা ॥ ৫ ॥

লোকে সচরাচর সুখের অবস্থাতেও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এ

বিষয়ের বহুল দৃষ্টান্ত অসুলভ নহে। অতএব এই সংসারে সুখ কোথায়, অবলোকন কর॥ ৫॥

দেবানামপি কোপশ্চ ব্যস্তভাবস্তথৈবচ।
কুতঃ সুখং মহেশানি সংসারে পশ্য সর্ব্বথা॥ ৬॥

দেবগণেরও মানুষের প্রতি রুষ্টভাব ও ব্যস্তভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ক্ষুদ্র মহান্ প্রভেদ নাই। অতএব সংসারে সুখ কোথায়, অবলোকন কর॥ ৬॥

ব্রহ্মাদয়ঃ প্রচ্যবন্তি স্বপদাৎ পরমেশ্বরি।
কুতঃ সুখং মহেশানি সংসারে পশ্য সর্বথা॥ ৭॥

ব্রহ্মাদি মহেশ্বরও স্বপদপরিভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব সংসারে সুখ কোথায়, অবলোকন কর॥ ৭॥

যুগাৎ যুগঃ প্রভবতি লোকাল্লোকস্তথৈবচ।
কুতঃ সুখং মহেশানি সংসারে পশ্য সর্ব্বথা॥ ৮॥

যুগের পর যুগ প্রাদুর্ভূত ও তৎসহকারে লোকের পর লোক সকল আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে। আজি যাঁহাকে দেখিতে পাই, কালি তাহার নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় না। এইরূপে সংসারের সকলই ক্ষণিকভাব ও ব্যস্তভাব। সুতরাং, ইহাতে সুখ কোথায়, অবলোকন কর॥ ৮॥

ন স্থিতির্বিদ্যতে কস্য ব্যয়শ্চাপি পদে পদে।
কুতঃ সুখং মহেশানি সংসারে পশ্য সর্ব্বথা॥ ৯॥

কাহারই কোন বিষয়ে কোনরূপ স্থিতি নাই; সকলেরই সকল বিষয়ে বা সকলদিকেই নিরবচ্ছিন্ন ক্ষয় লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব সংসার সুখ কোথায়, অবলোকন কর॥ ৯॥

অদৃষ্টবশগাঃ সর্ব্বে দৈবস্য বশবর্ত্তিনঃ।
কুতঃ সুখং মহেশানি সংসারে পশ্য সর্ব্বথা ॥ ১০ ॥

অদৃষ্ট ও দৈব ব্যক্তিমাত্রেরই উপরি প্রভুত্ব করিয়া থাকে। এবিষয়ে ক্ষুদ্র মহান্ প্রভেদ নাই। লোকে আলস্যে কাল যাপন করিয়া, আপনার বুদ্ধিদোষে বিবিধ ক্লেশ ভোগ করে। তাহা বিবেচনা না করিয়া, দৈব ও অদৃষ্টকে ইহার নেতা বলিয়া থাকে। এই রূপে যে সংসারে পদে পদেই বিচার বিবেকের অসদ্ভাব, সে সংসারে সুখের সম্ভাবনা কোথায়, অবলোকন কর। বলিতে কি, সামান্য মাত্র চেষ্টা ও উদ্যোগ করিলেও, যে সকল অসুখ ও ক্লেশের তৎক্ষণাৎ লয় হইতে পারে, লোকে অদৃষ্ট ও দৈবকে তাহার নিয়ন্তা ভাবিয়া, হস্তপদাদিশূন্যের ন্যায়, বসিয়া থাকে। এইজন্য সংসারে অসুখের পর অসুখ ও দুঃখের পর দুঃখ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥১০॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে অসুখবিচারযোগো
নাম চতুঃপঞ্চশোধ্যায়ঃ।

পঞ্চপঞ্চাশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

কৃতান্তে করুণা নাস্তি বাল্যমজ্ঞানসঙ্কুলম্।
বিষয়াঃ সঙ্কুলা দেবি সুখং কুত্র বিচিন্ত্যতাম ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

কৃতান্ত করুণাশূন্য। কোমলপ্রাণ শিশুকেও যেমন, বৃদ্ধ দগ্ধ

চরিত্র ভাবিয়া থাকে। বাল্যকাল অজ্ঞানে ... বিষয় সকল ... আলিস্য ও অন্যান্য অসুখের হেতু। অতএব ... সুখ কোথায়, অব-লোকন কর॥ ১১॥

বান্ধবা বন্ধনং দুর্গং ইন্দ্রিয়াণি মহারিপুঃ।
কুতঃ সুখং মহেশানি সংসারে পশ্য সর্বথা॥ ১২॥

বন্ধু বান্ধবাদি আত্মীয়বর্গ দুশ্ছেদ্য বন্ধন স্বরূপ, ইন্দ্রিয় সকল ভয়ঙ্কর শত্রু স্বরূপ অতএব হে পরমেশ্বরি! এই সংসারে সুখ কোথায় অবলোকন কর॥ ১২॥

সম্পর্কো বিদ্যতে কুত্র তৃষ্ণা চ মৃগতৃষ্ণিকা।
কুতঃ সুখং মহেশানি সংসারে পশ্য সর্ব্বথা॥ ১৩॥

কাহারও সহিত কাহারও কোনরূপ সম্পর্ক নাই। অথচ লোকে বিবিধ সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া, নানাদিকে নানাপ্রকারে জড়িত হইয়া, অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। তৃষ্ণা, মৃগতৃষ্ণার ন্যায়। পথিক যেমন পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, জলভ্রমে মরীচিকার অনুসরণ করিয়া, অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিহার করে, লোকেও সেইরূপ আশা ও বাসনা প্রভৃতির বশীভূত হইয়া; সুখ ভ্রমে দুঃখরাশি সংগ্রহ করিয়া, পরিণামে বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। অতএব অয়ি মহেশ্বরি। সংসারে সুখ কোথায় অব লোকন কর॥ ১৩॥

চিত্তঞ্চ মানকলিলং বুদ্ধিশ্চ তরলা তথা।
কুতঃ সুখং মহেশানি সংসারে পশ্য সর্ব্বথা॥ ১৪॥

লোকমাত্রেরই মন অভিমানবশে নিতান্ত মলিন ও কলুষিত ভাবা-পন্ন। তাহাতে সহসা আত্মদর্শন হওয়া কোন মতেই সম্ভাব পর নহে। ...ন্তরে বুদ্ধিও অভিমানাদির সংঘর্ষ বশতঃ নিতান্ত শিথিলভাবাপন্ন

সহসা কোন বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া, তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া, কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব পার্ব্বতি! সংসারে সুখ কোথায় অবলোকন কর ॥ ১৪ ॥

ক্রিয়া ক্লেশনিদানঞ্চ বাসনা বিষয়ৈষিণী।
কুতঃ সুখং মহেশানি সংসারে পশ্য সর্ব্বথা ॥ ১৫ ॥

ক্রিয়ামাত্রেই ক্লেশের নিদান। কাহারই কোন কার্য্য করিয়া, সুখী হইতে দেখা যায় না। প্রত্যুত, অনেক সময়ে পরিশ্রম মাত্র সার হইয়া থাকে এবং যে উদ্দেশ্যে কার্য্য করা যায়, তাহার বিপরীত সংঘটন হইয়া, কর্ত্তার মনে গুরুতর আঘাত উপস্থিত করে. লোকমাত্রের বাসনা একমাত্র বিষয়সন্ধানেই সমুৎসুক। ঈশ্বরের দিকে, বা ধর্ম্মের দিকে অথবা পরলোকের দিকে কখনও অভিমুখীন নহে। অতএব সংসারে সুখ কোথায়, অবলোকন কর ॥ ১৫ ॥

ভাবোভাবহতশ্চৈব মনো মর্কটচঞ্চলম্ ॥ ১৬ ॥

যেখানে ভাব, সেই খানেই অভাবের একাধিপত্য। এই দেখি, অমুক ব্যক্তি ধনে, মানে ও সৌভাগ্যে পরম পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পরক্ষণেই আর তাহার নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় না।

লোকমাত্রেরই মন মর্কটের ন্যায়, নিতান্ত চঞ্চল। অতএব সংসারে সুখ কোথায়, অবলোকন কর ॥ ১৬ ॥

রজঃকলুষিতা দৃষ্টিস্তমোত্যন্তঞ্চ বর্দ্ধিতম্।
সত্ত্বং পলায়িতঞ্চৈব তত্ত্বঞ্চ নতু দৃশ্যতে ॥ ১৭ ॥

সকলেরই দৃষ্টি রজোগুণের সম্পর্ক বশতঃ কলুষিত, তমোগুণ অতিমাত্র বর্দ্ধিত ভাবাপন্ন; তন্নিবন্ধন সত্ত্বগুণ পলায়িত ও তত্ত্বও দৃষ্টি

বিষয়ের বহির্ভূত হইয়াছে। অতএব, মহেশ্বরি! সংসারে সুখ কোথায়, অবলোকন কর ॥ ১৭ ॥

ন ধৈর্য্যং বিদ্যতে কুত্র স্থৈর্য্যঞ্চাপি মনস্বিনি।
কুতঃ সুখং ততো ভদ্রে সংসারে পশ্য সর্ব্বথা ॥ ১৮॥

কাহারই ধৈর্য্য নাই। স্বল্পমাত্র বিপৎপাতেও লোকে অতিমাত্র ব্যাকুল ও ব্যস্ত হইয়া থাকে।

কোন ব্যক্তিই স্থৈর্য্যসম্পন্ন নহে। অতি অল্প কারণেই নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। অতএব পরমেশ্বরি! সংসারে সুখ কোথায় অবলোকন কর ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে বিবেকযোগো নাম পঞ্চপঞ্চাশোধ্যায়ঃ।

ষট্পঞ্চাশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

দেহোয়ং নশ্বরো ভদ্রে হ্যনুরাগো ন বৈ সতি।
কুতঃ সুখং মহেশানি সংসারে পশ্য সর্বথা ॥ ১ ॥

দেহ বিনাশেরই বশীভূত। তদ্বিষয়, অখণ্ড মেদিনীর অদ্বিতীয় অধিপতি চক্রবর্ত্তী নরপতির দেহও যেমন শ্মশানে নীয়মান ও ভস্মমাত্রে পরিণত হইয়া থাকে; অতি ক্ষুদ্রপ্রাণ কৃমি কীটের অতিতুচ্ছ দেহও তেমনি কালের উদরগহ্বরে নিপতিত হয়।

অনুরাগ অসার বিষয়ের দিকেই শতমুখে ধাবমান। অতএব সংসারে সুখ কোথায়, অবলোকন কর॥ ১॥

পাপঞ্চ বর্দ্ধতে নিত্যং পুণ্যং ক্ষীণতরং বহু।
তস্মাৎ দুঃখশতদ্বারং ব্যাদিতং পশ্য পার্ব্বতি॥ ২॥

পাপই কেবল দিন দিন বর্দ্ধিত ও তৎসহকারে পুণ্য উত্তরোত্তর ক্ষীণতর হইতেছে। এই কারণে দুঃখের শত দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কাহারই আর কোন দিকে সুখের সম্পর্ক নাই॥ ২॥

সাধুসঙ্গো ন বৈ লভ্যঃ সত্যঞ্চ ন তু দৃশ্যতে।
তস্মাৎ দুঃখশতদ্বারং ব্যাদিতং পশ্য পার্ব্বতি॥ ৩॥

পাপের প্রাদুর্ভাব বশতঃ সাধুসঙ্গও নিতান্ত দুর্ঘট হইয়াছে। সকলেই মিথ্যার দাস। এই কারণে সত্য একবারেই অদৃশ্য হইয়াছে। বলিতে কি, পিতা পুত্রেও মিথ্যা ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। এইজন্য সংসারে দুঃখের শতদ্বার বিস্তৃত হইয়াছে, অবলোকন কর॥ ৩॥

নিয়তির্যত্র বৈ দেবি যোগিনামপি ধৈর্য্যহৃৎ।
কুতঃ সুখং মহেশানি সংসারে পশ্য সর্ব্বথা॥ ৪॥

দেবি! নিয়তি যোগীদিগেরও ধৈর্য্য হরণ করিয়া থাকে। বিষয়সক্ত তরলচিত্ত ব্যক্তিগণের কথা আর কি বলিব? অতএব সংসারে সুখ কোথায়, অবলোকন কর॥ ৪॥

দয়া ন দৃশ্যতে কুত্র নীচবৃত্তিশ্চ বর্দ্ধতে।
কুতঃ সুখং মহেশানি সংসারে পশ্য সর্ব্বথা॥ ৫॥

লোকমাত্রেই কোন না কোন রূপ দুঃখে অভিভূত। কিন্তু সেই দুঃখ দূরীকরণে কাহারই বা ইচ্ছা লক্ষিত হয়? এদিকে, নীচ বৃত্তিরই উত্তরোত্তর প্রাবল্য প্রাদুর্ভূত হইতেছে। সৎ পথে থাকিয়া, জীবন

যাত্রানির্ব্বাহ করা যেন একবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সংসারে সুখ কোথায়, অবলোকন কর ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে বিরতিযোগো নাম ষট্‌পঞ্চাশোধ্যায়ঃ।

সপ্তপঞ্চাশোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বিবেকো ভ্রংশ্যতে হ্যত্র বিচারশ্চ পদে পদে।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সাবধানং সমাবসেৎ ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

এই সংসারে পদে পদেই বিবেক ভ্রষ্ট ও বিচার বিকলিত হইয়া থাকে। কেন না, ইহাতে প্রলোভন অনেক। তৎ সমস্ত অতিক্রম করা সহসা সাধ্য নহে। দেবি! এই কারণে পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা সহকারে ইহাতে পদ চালনা করিবে ॥ ১ ॥

আশা মায়াবিনী যত্র তত্র বৈ ভয়বিস্তরঃ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সাবধানং সমাবসেৎ ॥ ২ ॥

রাক্ষসী যেমন বিবিধ মায়া বিস্তার করিয়া, অশেষ বিপদে পাতিত করে, আশাও তদ্রূপ প্রলোভিত করিয়া, পরিণামে বিপদ বাগুরায় বদ্ধ করিয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সাবধান হইয়া, সংসারে অবস্থিতি করিবে ॥ ২ ॥

বাসনা ব্যাপিকা তত্র সত্যধর্ম্মবিরোধিনী।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সাবধানং সমাবসেৎ ॥ ৩ ॥

ইহার উপরি আবার বাসনা, কুজ্ঝটিকাদির ন্যায়, আকাশ পাতাল ব্যাপ্ত করিয়া, সত্য ও ধর্ম্মের প্রভুত্ব হরণপূর্ব্বক উদ্ধারপথ কণ্টকিত করে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সাবধান হইয়া, সংসারে অবস্থিতি করিবে ॥৩॥

স্নেহঃ প্রীতির্দ্বয়ং দেবি স্বর্গদ্বারস্য রোধকম্।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সাবধানং সমাবসেৎ ॥ ৪ ॥

দেবি! ইহার উপরি আবার স্নেহ ও প্রীতি, ইহারা উভয়ে স্বর্গ দ্বারের সাক্ষাৎ অর্গল স্বরূপ। অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে সাবধান হইয়া সংসারে অবস্থিতি করিবে ॥ ৪ ॥

কল্পনা কুটিলা তত্র বন্ধো যত্র পদে পদে।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সাবধানং সমাবসেৎ ॥ ৫ ॥

ইহার উপরি আবার কুটিল কল্পনা প্রাদুর্ভূত হইয়া, পদে পদে লোক-দিগকে, বাগুরা হরিণের ন্যায়, বদ্ধ করিয়া থাকে। এমন ব্যক্তি নাই, যাহার হৃদয়ে কোন না কোন প্রকার কল্পনায় আধিপত্য নাই। অতএব অয়ি পরমেশ্বরি! সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে সাবধান হইয়া, সংসারে অবস্থিতি করিবে ॥ ৫ ॥

মমতা তত্র বৈ দেবি মোক্ষদ্বারকবাটিকা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাবধানং সমাবসেৎ ॥ ৬ ॥

ইহার উপরি আবার মমতা মোক্ষদ্বারের সাক্ষাৎ কবাট রূপে লোকের হৃদয়ে অনবরত অধিষ্ঠান করিতেছে। আমি, আমার, ইত্যাকার মোহান্ধকার আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন একাকার করিয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য, পঙ্কপতিত হস্তী যেমন কোন মতেই পঙ্ক হইতে উঠিতে পারে না,

লোকমাত্রেই তদ্রূপ পুনঃ পুনঃ বদ্ধ হইয়া থাকে। কাহারই আর উদ্ধার লাভের উপায় বা সামর্থ্য নাই। অতএব সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রযত্নে সাবধান হইয়া, সংসারে অবস্থিতি করিবে॥ ৬॥

পতনং স্খলনং চৈব পশ্য দেবি পদে পদে।
যোগিনামপি দুঃসাধ্যং অন্যেষামপি কা কথা॥ ৭॥

লোকে সাবধান হইতে পারে না বলিয়াই, পদে পদে পতিত ও স্খলিত হইয়া থাকে। অন্যের কথা কি বলিব, যাঁহারা যোগবল অধিকার করিয়া, দৈববলে সবিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, তাঁহারাও সাবধান হইতে না পারিলে, ইতর লোকের ন্যায়, বারংবার পতন ও স্খলন জনিত বিবিধ দুর্গতি অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব অয়ি মহামায়ে মহেশ্বরি! সর্ব্বদা পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনাসহকারে সবিশেষ বিচার করিয়া, সংসারে অবস্থিতি করিবে॥ ৭॥

সৎ শাস্ত্রং সদ্গুরুশ্চৈব পৌরুষঞ্চ মহেশ্বরি।
ত্রয়মেতৎ সদা বিদ্ধি বন্ধমুক্তেশ্চ কারণম্॥ ৮॥

সৎ শাস্ত্র, সৎ গুরু ও পুরুষকার এই তিনটী বন্ধমুক্তির কারণ। যে সকল মহাপুরুষ মুক্তি লাভ করিয়াছেন, এইরূপ উপায়যোগসহকারেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, জানিবে॥ ৮॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে মুক্তিযোগো
নাম সপ্তপঞ্চাশোধ্যায়ঃ।

অষ্টপঞ্চাশোধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্নত্র মে চিত্রং মহদেতৎ প্রজায়তে।
মূর্ত্তস্ত্বং তু পরিচ্ছিন্নাকৃতিঃ পুরুষরূপধৃক্ ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

ভগবন্! এবিষয়ে আমার নিরতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে; আপনি এই মূর্ত্তিমান্ পুরুষ রূপ ধারণ পূর্ব্বক পরিচ্ছিন্ন দেহে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১ ॥

ত্বং কথং পঞ্চভূতাদিজগদেতচ্চরাচরম্।
তদ্ব্রূহি গিরিজাকান্ত ময়ি তেঽনুগ্রহো যদি ॥ ২ ॥

অতএব আপনি কিরূপে এই পঞ্চভূতাদি স্থাবর জঙ্গমময় জগৎ স্বরূপ। যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে, এবিষয়ের গূঢ় রহস্য কীর্ত্তন করুন ॥ ২ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া ভদ্রে দুর্জ্ঞেয়ময়পরৈরপি।
তৎ প্রবক্ষ্যামি তে ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া পরমেশ্বরি ॥ ৩ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

ভদ্রে! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। অপর কেহই এবিষয় জানিতে পারে না। তুমি আমার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা শালিনী। এইজন্য আমি তোমাকে ইহা বলিব ॥ ৩॥

পারং যাস্যস্যনায়াসাৎ যেন সংসারনীরধেঃ।
দৃশ্যন্তে পঞ্চ ভুতানি যেন লোকাশ্চতুর্দশ ॥ ৪ ॥

তুমি ইহা অবগত হইলে, সংসারসাগরের পার অনায়াসেই প্রাপ্ত হইবে। দৃশ্যমান পঞ্চভুত, চতুর্দ্দশ লোক ;—॥ ৪ ॥

সমুদ্রাঃ সরিতো দেবা রাক্ষসা ঋষয়স্তথা।
দৃশ্যন্তে যানি চেশানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৫ ॥

সপ্ত সাগর, সরিৎ সমুদায়, দেবগণ, রাক্ষসসমূহ, ঋষি সমস্ত, অন্যান্য স্থাবর ও জঙ্গম সমুদায় ; ।৫॥

গন্ধর্বাঃ প্রমথা নাগাঃ সর্বে তে মদ্বিভূতয়ঃ ॥ ৬ ॥

এবং গন্ধর্ব্ব, প্রথম ও নাগগণ, সকলেই আমার বিভূতি ॥ ৬ ॥

পুরা ব্রহ্মাদয়ো দেবা দ্রষ্টুকামা মমাকৃতিম্।
মন্দরং প্রযযুঃ সর্বে মম প্রিয়তমং গিরিম্।
স্তুত্বা প্রাঞ্জলয়ো দেবা মাং তদা পুরতঃ স্থিতাঃ ॥৭॥

পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি দেবগণ মদীয় বিগ্রহ সন্দর্শন মানসে আমার প্রিয়তর পর্ব্বত মন্দরে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটোস্তব করিয়া, আমার পুরোভাগে অবস্থিতি করিলেন ॥ ৭ ॥

তান্ দৃষ্ট্বাথ ময়া দেবান্ লীলাকুলিতচেতসঃ ॥
তেষামপহৃতং জ্ঞানং ব্রহ্মাদীনাং দিবৌকসাম্ ॥ ৮ ॥

আমি তদবস্থ দেবগণকে দর্শন করিয়া, তাঁহাদের সকলেরই জ্ঞান হরণ করিয়া লইলাম ॥ ৮ ॥

অথ তেপহৃতজ্ঞানা মামাহুঃ কো ভবানিতি।
অথাব্রুবমহং দেবান্ অহমেব পুরাতনঃ ॥ ৯ ॥

জ্ঞান অপহৃত হইলে, তাঁহারা আমাকে কহিলেন, আপনি কে? আমি তাঁহাদিগকে কহিলাম, আমি পুরাতন ॥ ৯ ॥

আসং প্রথমমেবাহং বর্ত্তামি চ সুরেশ্বরাঃ।
ভবিষ্যামি চ লোকেহস্মিন্ মত্তো নান্যোহস্তি কশ্চন ॥১০।

আমি পূর্ব্বে ছিলাম, বর্ত্তমানেও আমি রহিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও আমি থাকিব। এইরূপে আমিই সমুদায়। সংসারে আমা ভিন্ন অপর কেহই নাই। ১০ ॥

ব্যতিরিক্তং চ মত্তোহস্তি নান্যৎ কিঞ্চিৎ সুরেশ্বরাঃ।
নিত্যো নিত্যোহমনঘো ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ১১ ॥

হে সুরেশ্বরগণ! মদব্যতিরিক্ত অন্য, কিছুই নাই। আমিই নিত্য ও অনিত্য, আমিই ব্রহ্মার ও বেদের অধিপতি আমাতে পাপের সম্পর্ক নাই ॥ ১১ ॥

দক্ষিণাহং উদক্ চাহং প্রাঞ্চঃ প্রত্যঞ্চ এব চ।
অধশ্চোর্দ্ধং চ বিদিশো দিশশ্চাহং সুরেশ্বরাঃ ॥ ১২ ॥

হে সুরেশ্বরগণ! আমিই দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম, অধ, ঊর্দ্ধ, দিক ও বিদিক সমুদায় ॥ ১২ ॥

সাবিত্রী চাপি গায়ত্রী স্ত্রীপুমানপুমানপি।
ত্রিষ্টুপ্ জগত্যনুষ্টুপ্ চ পংক্তিশ্ছন্দস্ত্রয়ীময়ঃ ॥১৩॥

আমিই সাবিত্রী ও গায়ত্রী, আমিই স্ত্রী, পুরুষ, ও নপুংসক এবং আমিই ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ, পংক্তি ও জগতী এবং আমিই ত্রয়ীময় ॥ ১৩ ॥

সত্যোহহং সর্ব্বগঃ শান্তস্ত্রেতাগ্নির্গৌরিহং গুরুঃ।
গৌর্য্যহং গহ্বরং চাহং দ্যৌরহং জগতাং বিভুঃ ॥১৪॥

ইন্দ্র, আমিই অনিল, আমিই কুবের, আমিই ঈশান এবং আমিই ভূ, ভূব, স্বর্গ ও জনোলোক ॥ ৮ ॥

তপশ্চ সত্যঞ্চ পৃথিবী চাপস্তেজোঽনিলোঽপ্যহম্‌ ।
আকাশোঽহং রবিঃ সোমো নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা ॥৯॥

আমিই তপস্যা, সত্য, পৃথিবী, জল, তেজ, ও বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহ সমুদায় ॥ ৯ ॥

প্রাণঃ কালস্তথা মৃত্যুরমৃতং ভূতমপ্যহম্‌ ।
ভব্যং ভবিষ্যৎ কৃৎস্নং চ বিশ্বং সর্ব্বাত্মকোঽপ্যহম্‌ ॥১০॥

আমিই প্রাণ, কাল, মৃত্যু, অমৃত, ভূত, ভবৎ, ভবিষ্যৎ ও সমুদায় বিশ্ব। এই রূপে আমিই সর্ব্বাত্মক ॥ ১০ ॥

ভক্ষিতং পায়িতং চাহং কৃতং চাকৃতমপ্যহম্‌ ।
পরং চৈবাপরং চাহং অহং সর্ব্বপরায়ণঃ ॥ ১১ ॥

অয়ি পার্ব্বতি! আমিই পান, ভোজন, কৃত, অকৃত, পর, অপর এবং আমিই সর্ব্বময় ॥ ১১ ॥

অহং জগদ্ধিতং দিব্যমক্ষরং সূক্ষ্মমপ্যহম্‌ ।
প্রাজাপত্যং পবিত্রং চ মহাগ্রাসোঽর্জসাং নিধিঃ ॥১২॥

আমিই জগতের হিত; আমিই দিব্য; অক্ষর, সূক্ষ্ম ও অব্যয স্বরূপ, আমিই প্রাজাপত্য, এব আমিই মহাগ্রাস ও জোনিধি ॥ ১২ ॥

হৃদি যো দেবতাত্বেন প্রাণত্বেন প্রতিষ্ঠিতঃ ।
শিরশ্চোত্তরতো যস্ত পাদৌ দক্ষিণতস্তথা ॥১৩॥

অয়ি মহেশ্বরি! হৃদযে দেবতা রূপে ও প্রাণ রূপে প্রতিষ্ঠিত,

যাঁহার শির উত্তরদিকে ও পদদ্বয় দক্ষিণ দিগ্ বিভাগে সন্নিবিষ্ট, আমিই তৎ স্বরূপ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে বিশ্ববযোগো
নাম ঊনষষ্টিতমোধ্যায়ঃ।

ষষ্টিতমোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

স্নেহো যথা মাংসপিণ্ডং ব্যাপ্নোতি ব্যাপয়ত্যুত।
সর্ব্বান্ লোকানহং তদ্বৎ সর্ব্বব্যাপী ততোপ্যহম্ ॥১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

স্নেহ যেমন মাংসপিণ্ড ব্যাপ্ত করে ও করাইয়া থাকে, আমিও তেমন সমুদায় লোক ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছি। এইজন্য আমি সর্ব্বব্যাপী ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা হরিশ্চ ভগবানাদ্যন্তং নোপলব্ধবান্।
ততোন্যেচ সুরা যস্মাদনন্তোহমিতীরিতঃ ॥ ২ ॥

ব্রহ্মা, ভগবান্ হরি ও অন্যান্য সুরগণ কেহই আমার আদ্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। হে মহামায়ে! এইজন্যই আমি অনন্ত নামে উদাহৃত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

গর্ভজন্মজরামৃত্যুসংসারভবসাগরাৎ।
তারয়ামি যতো ভক্তং তস্মাত্তারোহমীরিতঃ ॥ ৩ ॥

অয়ি পরমেশ্বরি! আমি ভক্তদিগকে গর্ভ, জন্ম, জরা, মৃত্যু, সংসার ও ভবসাগর হইতে তারণ করিয়া থাকি, এইজন্য আমার নাম তার হইয়াছে ॥ ৩ ॥

চতুর্ব্বিধেষু দেহেষু জীবত্বেন বসাম্যহম্।

সূক্ষ্মো ভূত্বা চ হৃদ্দেশে যত্তৎ সূক্ষ্মং প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪॥

আমি চতুর্বিধ দেহে জীব রূপে বাস করিয়া থাকি। এবং তাহাদের হৃদয় দেশে সূক্ষ্ম স্বরূপে বিরাজ করি। এই জন্য আমি সূক্ষ্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকি ॥ ৪ ॥

মহাতমসি মগ্নেভ্যো ভক্তেভ্যো যৎ প্রকাশয়ে।

বিদ্যুদ্বদতুলং রূপং তস্মাদ্বৈদ্যুতমপ্যহম্ ॥ ৫ ॥

অয়ি মহামায়ে! মহান্ধকারে নিমগ্ন ভক্তদিগকে আমি বিদ্যুতের ন্যায়, অতুল রূপ প্রদর্শন করিয়া থাকি। এইজন্য আমার নাম বৈদ্যুত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

একএব যতোলোকান্ বিসৃজামি সৃজামি চ।

বিবাসয়ামি গৃহ্নামি তস্মাদেকোহমীশ্বরঃ ॥ ৬ ॥

আমি একাকীই সমুদায় লোকের সৃষ্টি করি, সংহার করি, পালন করি ও রক্ষণ করিয়া থাকি। এইজন্য অয়ি পরমেশ্বরি! আমিই সকলের একমাত্র ঈশ্বর ॥ ৬ ॥

ন দ্বিতীয়ো যতস্তস্মাত্তুরীয়ং ব্রহ্ম যৎস্বয়ম্।

ভূতান্যাত্মনি সংহৃত্য একো রুদ্রো বসাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

হে মহামায়ে! আমার দ্বিতীয় নাই; আমিই তুরীয় ব্রহ্ম। এবং আমিই আত্মাতে সমুদায় ভূত সংহৃত করিয়া, একাকী রুদ্র রূপে বিরাজ করিয়া থাকি ॥ ৭ ॥

সর্ব্বান্ লোকান্ যদীশেঽহং ঈশনীভিশ্চ শক্তিভিঃ।
ঈশানশ্চাস্মি জগতাং সর্ব্বেষাং অপি সর্ব্বদা॥ ৮॥

আমি ঐশী শক্তি সহায়ে সমুদায় লোকের উপরি প্রভুত্ব করিয়া থাকি, এই জন্য আমাকে ঈশান বলিয়া থাকে॥ ৮॥

অজস্রং যচ্চ গৃহ্নামি বিসৃজামি সৃজামি চ।
সর্ব্বান্ লোকান্ বাসয়ামি তেনাহং বৈ মহেশ্বরঃ॥৯॥

আমি নিয়ত সমুদায় লোকের সৃষ্টি করি, সংহার করি, পালন করি, এবং সর্ব্বদা অন্তর্যামি রূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিয়া থাকি। এইজন্য আমার নাম মহেশ্বর হইয়াছে॥ ৯॥

মহত্যাত্মজ্ঞানযোগৈশ্বর্য্যে যস্ত্ব মহীয়তে।
সর্ব্বান্ ভাবান্ পরিত্যজ্য মহাদেবশ্চ সোপ্যহম্॥ ১০॥

আমি সমুদায় ভাব পরিত্যাগ করিয়া, আত্মজ্ঞান রূপ মহৈশ্বর্য্যে বিরাজ করি, এইজন্য আমার নাম মহাদেব॥ ১০॥

বালাগ্রমাত্রং হৃদয়স্য মধ্যে
বিশ্বং দেবং জাতবেদং বরেণ্যম্।
মামাত্মস্থং যেন্নুপশ্যন্তি ধীরা স্তেষাং
শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ ১১॥

যাহারা হৃদয় মধ্যে আত্মাতে বিশ্বদেব বরণীয় জাতবেদ রূপে আমাকে অবলোকন করে, তাহারাই নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ভোগ করিয়া থাকে; ইতর ব্যক্তিরা নহে॥ ১১॥

অহং যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠামি
চৈকো ময়েদং পূর্ণং পঞ্চবিধং চ সর্ব্বম্।

মামীশানং পুরুষং দেবমীড্যং
বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥১২॥

আমি একাকীই পশু পক্ষ্যাদি যাবতীয় যোনিতে অধিষ্ঠান করিয়া থাকি। এই পঞ্চবিধ ভূতগ্রাম সমুদায়ই আমার সত্তাতে পূর্ণ হইয়া আছে। আমিই সকলের স্তবনীয় পুরুষরূপী দেব ঈশান। আমাকে জানিলে এবং আমার প্রকৃত স্বরূপ অবধারণ করিতে পারিলে, অত্যন্ত শান্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে বিভূতিযোগো
নাম ষষ্টিতমোধ্যায়ঃ।

একষষ্টিতমোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

তৃষ্ণাং হিত্বা হেতুজালস্য মূলং
বুদ্ধ্যা চিত্তং স্থাপয়িত্বা ময়ীহ।
এবং যেষাং ধ্যায়মানা ভজন্তে
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

সমুদায় হেতুর মূল স্বরূপ তৃষ্ণা পরিহার ও বুদ্ধি সংহারে চিত্তকে আমাতে সংস্থাপন করিয়া, ধ্যান সহকারে আমার ভজনা করিলে, শাশ্বতী শান্তি লাভ হইয়া থাকে; ঐরূপে ভজনা না করিলে, কখনই সেরূপ শান্তিলাভ হয় না ॥ ১ ॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্ম মাং জ্ঞাত্বা ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ ২ ॥

অয়ি মহেশ্বরি! বাক্য মনের সহিত যাহাঁকে না পাইয়া, বিনিবৃত্ত হয়, আমিই সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম; ইহা জানিতে পারিলে, লোকে সর্ব্বত্র নির্ভয় হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ব্রহ্মাদ্বয়মব্যয়ম্ ॥ ৩ ॥

অয়ি মহামায়ে! আমাতেই সকল জন্মিয়াছে, আমাতেই সকল প্রতি-ষ্ঠিত আছে এবং আমাতেই সকল লয় পাইয়া থাকে। এই জন্য আমিই অদ্বয় ব্রহ্ম ॥ ৩ ॥

অণোরণীয়ানহমেব তদ্বৎ
মহানহং বিশ্বমহং বিশুদ্ধঃ।
পুরাতনোহং পুরুষোহমীশো
হিরণ্ময়োহং শিবরূপমস্মি ॥ ৪ ॥

আমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, মহান হইতেও মহান্; আমি বিশ্বরূপ ও বিশুদ্ধ স্বরূপ; আমি পুরাণ পুরুষ ও সকলের ঈশ্বর এবং আমি হিরণ্ময় ও শিবরূপ ॥ ৪ ॥

অপাণিপাদোহমচিন্ত্যশক্তিঃ
পশ্যাম্যচক্ষুঃ সশৃণোম্যকর্ণঃ।
অহং বিজানামি বিবিক্তরূপো
ন চাস্তি বেত্তা মম চিৎ সদাহম্ ॥ ৫ ॥

আমার হস্ত নাই, পদ নাই; আমার শক্তি অচিন্ত্য; আমার চক্ষু নাই; কিন্তু আমি সমুদায় দেখিয়া থাকি; কর্ণ নাই; কিন্তু সমুদায় শুনিতে

পাই; সংসারের কোন বিষয়ই আমার অপরিজ্ঞাত নাই; কিন্তু কেহই আমার বিষয় অবগত নহে; এবং আমিই চিৎরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজ করিয়া থাকি ॥ ৫ ॥

বেদৈরশেষৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তবিদ্বেদবিদেব চাহম্।
ন পুণ্যপাপে মম নাস্তি নাশো
ন জন্মদেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিরস্তি ॥ ৬ ॥

আমিই সমুদায় বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য। আমিই বেদান্ত প্রণয় করিয়াছি। এবং আমিই বেদের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত আছি।— আমার পুণ্যও নাই, পাপও নাই, জন্মও নাই, মৃত্যু ও নাই, দেহও নাই, ইন্দ্রিয়ও নাই ও বুদ্ধিও নাই ॥ ৬ ॥

ন ভূমিরাপো ন চ বহ্নিরস্তি
ন চানিলো মেস্তি ন মে নভশ্চ।
এবং বিদিত্বা পরমাত্মরূপং
গুহাশয়ং নিষ্কলমদ্বিতীয়ম্ ॥
সমস্তসাক্ষিং সদসদ্বিহীনং
প্রয়াতি শুদ্ধং পরমাত্মরূপম্ ॥ ৭ ॥

আমার ভূমিও নাই, আকাশও নাই; জলও নাই, বায়ুও নাই, এবং তেজও নাই। আমি সকলের সাক্ষী, কার্য্য কারণের অতীত, শুদ্ধ স্বরূপ, অদ্বিতীয় স্বরূপ, ও নির্ব্বিকার স্বরূপ, সকলের অন্তর্যামী পরমাত্মা। যে ব্যক্তি ইহা জানে, সে আমাকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে পরাত্মযোগো
নাম একষষ্টিতমোধ্যায়ঃ।

দ্বিষষ্টিতমোধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবান্ করুণাবিষ্টহৃদয় ত্বং প্রসীদ মে।
স্বরূপং লক্ষণং মুক্তেরঃ প্রব্রূহি পরমেশ্বর ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

ভগবন্! আপনার হৃদয় স্বভাবতঃ কারুণ্যরসপরিপূরিত। অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে পরমেশ্বর! অধুনা মুক্তির স্বরূপ ও লক্ষণ কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সালোক্যমপি সারূপ্যং সার্ষ্ট্যং সাযুজ্যমেবচ।
কৈবল্যং চেতিতাং বিদ্ধি মুক্তিং ভাবিনি পঞ্চধা ॥ ২ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

ভাবিনি! মুক্তি পঞ্চবিধ। যথা, সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্ট্য, সাযুজ্য ও কৈবল্য ॥ ২ ॥

মাং পূজয়তি নিষ্কামঃ
সর্ব্বদাজ্ঞানবর্জ্জিতঃ।
স মে লোকং সমাগাদ্য ভুঙ্‌ক্তে
ভোগান্ যথেপ্সিতান্ ॥ ৩ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার কামনা শূন্য ও অজ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া, সর্ব্বদা আমার পূজা করে, সে মদীয় লোক লাভ করিয়া, স্বকীয় অভিলাষানুরূপ ভোগ সকল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

জ্ঞাত্বা মাং পূজয়েদ্‌যস্তু সর্ব্বকামবিবর্জ্জিতঃ।
ময়া সমানরূপঃ সন্‌ মম লোকে মহীয়তে ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি যাবতীয় কামনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আমার প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া, আমার পূজা করে, সে আমার সমান রূপ লাভ করিয়া, মদীয় লোকে পরম সুখে বিহার করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মাণি মৎপ্রীত্যৈ কুরুতে তু যঃ।
সোপি তৎফলমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি আমার প্রীতিকাম হইয়া, সর্ব্বদা ইষ্টাপূর্ত্তাদি কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করে, সে তাহার ফল প্রাপ্ত হয়। এবিষয়ে বিচারণার প্রয়োজন নাই ॥ ৫ ॥

যৎ করোতি যদশ্নাতি যজ্জুহোতি দদাতি যৎ।
যৎ তপস্যতি তৎসর্ব্বং যঃ করোতি মদর্পণম্‌ ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি যাহা করে, যাহা ভক্ষণ করে, যাহা হোম করে, যাহা দান করে, সে যদি তৎ সমস্ত আমাতেই অর্পণ করে; ॥ ৬ ॥

মল্লোকে স শ্রিয়ং ভুঙ্‌ক্তে
মত্তুল্যং প্রভবং ভজেৎ ॥ ৭ ॥

সে ব্যক্তি মদীয় লোকে সমাগত হইয়া, আমার সমান প্রভাব ও ঐশ্বর্য্যাদি ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

যস্তু শান্ত্যাদিযুক্তঃ সন্‌ মামাত্মত্বেন পশ্যতি।
স জায়তে পরং জ্যোতির্ব্রহ্মাদ্বৈতং হি কেবলম্‌ ॥৮॥

যে ব্যক্তি শান্তি প্রভৃতি গুণ সম্পন্ন হইয়া, আমাকে আত্ম স্বরূপে অবলোকন করে, সে কেবলাদ্বৈত পর জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্ম স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

আত্মস্বরূপাবস্থানং মুক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৯ ॥

আত্মাস্বরূপে অবস্থানকেই মুক্তি বলিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং সদানন্দং ব্রহ্ম কেবলম্।
মম রূপং বিদ্ধি ভদ্রে মনোবাচামগোচরম্ ॥ ১০ ॥

ভদ্রে! সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, সদানন্দস্বরূপ ও কেবল স্বরূপ ব্রহ্মই আমার রূপ জানিবে। পার্ব্বতি! ঐ রূপ বাক্য মনের ও অগোচর ॥ ১০ ॥

ময্যেব দৃশ্যতে সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
জ্ঞাত্বা রূপং ইদং দেবি মুক্তিঃ স্যাদ্ভববন্ধনাৎ ॥ ১১ ॥

আমাতেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ দৃশ্যমান হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আমার এইরূপ অবগত হয়, সে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ১১ ॥

ব্যোম্নি গন্ধর্ব্বনগরং যত্র দৃষ্টং ন দৃশ্যতে।
অনাদ্যবিদ্যয়া বিশ্বং সর্ব্বং ময্যেব কল্প্যতে ॥ ১২ ॥

আকাশে গন্ধর্ব্ব নগর যেমন ভ্রমবশে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ অনাদি অবিদ্যাবশেই আমাতে বিশ্বজগৎ পরিকল্পিত হয় ॥ ১২ ॥

মম স্বরূপজ্ঞানেন যদাবিদ্যা প্রণশ্যতি।
তদৈক এব বর্ত্তেঽহং মনোবাচামগোচরঃ ॥ ১৩ ॥

অয়ি মহেশ্বরি! মদীয় স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া, যখন সেই অবিদ্যার ধ্বংস হয়, তখন আমিই একমাত্র অবাঙ্‌মনসোগোচর ব্রহ্মরূপে বিরাজ করি ॥ ১৩ ॥

সদৈব পরমানন্দঃ স্বপ্রকাশশ্চিদাত্মকঃ।
ন কালঃ পঞ্চভূতানি ন দিশো বিদিশশ্চ ন।

মদন্যান্নাস্তি যৎ কিঞ্চিৎ তদা বর্ত্তেহমেকলঃ ॥ ১৪ ॥

আমি নিরবচ্ছিন্ন পরমানন্দ স্বরূপ, স্বপ্রকাশ জ্ঞানময় আত্মা। কাল, পঞ্চ ভূত অথবা দিক্ ও বিদিক্ সমুদায় ইত্যাদি আমা ভিন্ন যাহা কিছু, সমুদায়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমিই কেবল একাকী বিরাজ করি ॥ ১৪ ॥

ন সংদৃশে তিষ্ঠতি মে স্বরূপং
ন চক্ষুষা পশ্যতি মান্তু কশ্চিৎ।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তং
যে মাং বিদুস্তে হ্যমৃতা ভবন্তি ॥ ১৫ ॥

মদীয় স্বরূপ কাহারও প্রত্যক্ষগোচর নহে। কোন ব্যক্তিই চক্ষু দ্বারা আমাকে দেখিতে পায় না। অয়ি মহামায়ে! যাহারা হৃদয়, মনীষা ও মন দ্বারা পরিকল্পিত আমার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হয়, তাহারাই অমৃতময় হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে পৌরুষেয়যোগো
নাম দ্বিষষ্টিতমোধ্যায়ঃ।

ত্রিষষ্টিতমোধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কথং ভগবতো জ্ঞানং শুদ্ধং মর্ত্তস্য জায়তে।
তত্রোপায়ং শুভং ব্রূহি ময়ি তেঽনুগ্রহো যদি ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

হে মহাদেব! লোকে কিরূপে বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ করিতে পারে; এতদ্বিষয়ক সর্ব্বলোকসাধ্য উপায়যোগ কীর্ত্তন করিয়া, আমারে অনুগৃহীত করুন॥ ১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বিরজ্য সর্বভূতেভ্য আবিরিঞ্চিপদাদপি।
ঘৃণাং বিতত্য সর্বত্র পুত্রমিত্রাদিকেম্বপি॥
শ্রদ্ধালুর্মুক্তিমার্গেষু বেদান্তজ্ঞানলিপ্সয়া।
উপায়নকরো ভূত্বা গুরুং ব্রহ্মবিদং ব্রজেৎ॥ ২॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

অয়ি মহেশানি! আব্রহ্ম পদ পর্য্যন্ত সমুদায় সংসারে বীতরাগ হইয়া, পুত্রমিত্রাদি যাবতীয় বিষয়ে বাসনা পরিহার করিয়া, মুক্তিমার্গে শ্রদ্ধা সন্নিধানপূর্ব্বক বেদান্তজ্ঞানলাভপ্রত্যাশায় উপায়নহস্তে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট গমন করিবে॥ ২॥

তমর্থং পুরতঃ কৃত্বা দণ্ডবৎ প্রণমেদ্‌গুরুম্।
উত্থায় চাঞ্জলিং কৃত্বা বাঞ্ছিতার্থান্নিবেদয়েৎ॥ ৩॥

অনন্তর সেই উপায়ন গুরুর সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। তৎপরে উত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া, আপনার অভিপ্রায় গুরুদেবের গোচরে নিবেদন করিবে॥ ৩॥

অনেককর্ম্মসক্তোপি শিবজ্ঞানবিবর্জ্জিতঃ।
শিবভক্তিবিহীনশ্চ সংসারী নৈব মুচ্যতে॥ ৪॥

যাহার শিবজ্ঞান নাই বা যাহার শিবের প্রতি ভক্তি নাই, তাদৃশ সংসারী, নানাবিধ কার্য্য সক্ত হইলেও, মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না॥ ৪॥

সেবাভিঃ পরিতোষ্যৈনং চিরকালং সমাহিতঃ।
সর্ব্ববেদান্তবাক্যার্থং শৃণুয়াৎ সুসমাহিতঃ ॥ ৫ ॥

পরে বহুকাল সমাহিত হইয়া, পরিচর্য্যা করত তদীয় পরিতোষ বিধান পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সবিশেষ সমাধান সহকারে সমুদায় বেদান্ত বাক্যার্থ শ্রবণ করিবে ॥ ৫ ॥

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
সদা শান্ত্যাদিযুক্তঃ সন্ আত্মন্যাত্মনামীক্ষতে ॥ ৬ ॥

মমতাহীন, অহঙ্কারহীন, ও আসক্তিবিহীন হইয়া, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি স্থাপন ও শান্ত্যাদি অবলম্বন করিয়া, আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন করিবে ॥ ৬ ॥

সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়বশাৎ সাক্ষাৎকারোপি চাত্মনঃ।
কস্যচিজ্জায়তে শীঘ্রং চিরকালেন কস্যচিৎ ॥ ৭ ॥

সমুদায় কর্ম্মের ক্ষয় হইলে, কাহারও শীঘ্র, কাহারও বা বহুকালের পর আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

কূটস্থানীহ কর্ম্মাণি চিরকালার্জ্জিতানি চ।
জ্ঞানেনৈব বিনশ্যন্তি নতু কর্ম্মাযুতৈরপি ॥ ৮ ॥

অয়ি পার্ব্বতি! চিরকালার্জ্জিত কূটস্থ কর্ম্ম সকল একমাত্র জ্ঞানযোগ দ্বারাই বিনষ্ট হইয়া থাকে, নতুবা অযুত অযুত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বিনষ্ট হয় না ॥ ৮ ॥

জ্ঞানাদূর্দ্ধন্তু যৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যং বা পাপমেববা।
ক্রিয়তে বহুলাল্পং বা ন তেনায়ং বিলিপ্যতে ॥ ৯ ॥

অয়ি পরমেশ্বরি! জ্ঞানযোগের পর স্বল্পই হউক আর বহুলই বা

হউক, পাপ বা পুণ্য যাহা কিছু অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাতে লিপ্ত হইবার আর সম্ভাবনা নাই ॥ ৯ ॥

শরীরারম্ভকং যত্তু প্রারব্ধং কর্ম্ম তন্মতম্।
তদ্যোগেনৈব নষ্টং স্যাৎ নতু জ্ঞানেন নশ্যতি ॥ ১০ ॥

যাহা দ্বারা বর্ত্তমান স্থূলদেহ কল্পিত হয়, তাহার নাম প্রারব্ধ কর্ম্ম একমাত্র যোগ দ্বারা তাহার বিনাশ হইয়া থাকে; জ্ঞান দ্বারা বিনা' হয় না ॥ ১০ ॥

নির্ম্মোহো নিরহঙ্কারো নির্লেপঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ॥
যঃ পশ্যন্ সংচরত্যেষ জীবন্মুক্তোঽভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

যে ব্যক্তি নির্ম্মোহ, নিরহঙ্কার, নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ, হইয়া, সমুদায় ভূ' আত্মাকে ও আত্মাতে সমুদায় ভূতকে অবলোকন করত ইহ সংসারে পা' চালনা করে, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য বশংগতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥ ১২ ॥

যে সময়ে লোকের বশীভূত সমুদায় কাম বিনষ্ট হয়, তৎকালে ' অমৃতলাভ করিয়া থাকে। শাস্ত্রের এই রূপই অনুশাসন ॥ ১২ ॥

মোক্ষস্য নহি বাসোঽস্তি গ্রামান্তরমেববা।
অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থিনাশো মোক্ষ ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৩ ॥

মোক্ষের কোনপ্রকার বাস বা গ্রামান্তর নাই। অজ্ঞান ও অহঙ্কা' এই উভয়ের বিনাশকেই মোক্ষ বলিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বৃক্ষাগ্রচ্যুতপাদো যঃ স তদৈব পতত্যধঃ।
তদ্বদ্ জ্ঞানবতো মুক্তির্জ্জায়তে নিশ্চিতাপি তু ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তির পদদ্বয় তরুশেখর হইতে পরিচ্যুত হয়,সে তৎক্ষণাৎই অধঃ-পতিত হইয়া থাকে। সেইরূপ, যেমাত্র জ্ঞানের আবিষ্কার হয়, তৎসম-কালেই সুনিশ্চিত মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

ক্ষীরাদুদ্ধৃতমাজ্যং যৎ ক্ষিপ্তং পয়সি ত পুনঃ।
ন তেনৈবৈকতাং যাতি সংসারে জ্ঞানবাংস্তথা ॥ ১৫ ॥

ক্ষীর হইতে উদ্ধৃত আজ্য যেমন ক্ষীরে পুনরায় নিক্ষিপ্ত হইলে, মিলিত হয় না, জ্ঞানবান্ পুরুষও তেমন সংসারে একবারেই নির্লিপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

তীর্থে চণ্ডালগেহে বা যদি বা নষ্টচেতনঃ।
পরিত্যজন্ দেহমিমং জ্ঞানাদেব বিমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তি তীর্থে বা চণ্ডালগেহে হতচেতন হইয়া, এই দেহ পরিহার করিলে, নিশ্চয়ই মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে মুক্তিযোগো
নাম ত্রিষষ্টিতমোধ্যায়ঃ।

চতুঃষষ্টিতমোধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ মোক্ষমার্গো যস্ত্বয়া সম্যগুদাহৃতঃ।
তত্রাধিকারিণং ব্রূহি সংশয়ো জায়তে মম ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

ভগবন্! আপনি যে মোক্ষমার্গ সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিলেন, কোন্ ব্যক্তির তাহাতে অধিকার আছে, বলুন। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে ॥ ১ ॥

ব্রহ্মক্ষত্রবিশঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়শ্চাত্রাধিকারিণঃ।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা নুপনীতোথবা দ্বিজঃ ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বা অনুপনীত ব্রাহ্মণ সকলেরই অধিকার আছে ॥ ২ ॥

বনস্থো বাবনস্থো বা যতিঃ পশুপতব্রতী।
বহুনাত্র কিমুক্তেন যস্য ভক্তিঃ শিবার্চ্চনে ॥ ৩ ॥

বনস্থ বা অবনস্থ, যতি এবং পাশুপতব্রতচারী ইহাদেরও অধিকার আছে। অথবা, এতৎসম্বন্ধে অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। যাহার শিবার্চ্চনে ভক্তি আছে; ॥ ৩ ॥

স এবাত্রাধিকারী স্যাৎ নান্যচিত্তঃ কথঞ্চন ॥ ৪ ॥

তাহারই মুক্তিমার্গে অধিকার আছে। যে ব্যক্তি অন্যচিত্ত, তাহার কোনপ্রকার অধিকার নাই ॥ ৪ ॥

যো মাং গুরুং পশুপতং ব্রতং বা দ্বেষ্টি ভাবিনি।
বিষ্ণুং বা ন স মুচ্যেত জন্মকোটিশতৈরপি ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি গুরু আমার পাশুপত ব্রতের বা বিষ্ণুর দ্বেষ করে, সে শত কোটিজন্মেও মুক্তিলাভ করিতে পারে না ॥ ৫ ॥

আসক্তাঃ ফলরাগেণ যে ত্ববৈদিককর্ম্মণি।
তেষাং মুক্তির্বিক্ষি ভদ্রে সুদূরে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥

যাহারা কামনা বশবর্ত্তী হইয়া, অবৈদিক কার্য্যে আসক্ত হয়, তাহাদের মুক্তিমার্গ সুদূরপরাহত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥

অবিমুক্তে দ্বারকায়াং শ্রীশৈলে পুণ্ডরীককে।
দেহান্তে তারকং ব্রহ্ম লভতে মদনুগ্রহাৎ ॥ ৭ ॥

অবিমুক্ত, দ্বারকা, শ্রীশৈল, পুণ্ডরীক, এই সকল তীর্থে দেহ ত্যাগ করিলে, আমার অনুগ্রহে তারকব্রহ্মলাভ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ৮ ॥

যাহার হস্ত, পাদ ও মন সুসংযত, এবং যে ব্যক্তি বিদ্বান্ তপস্বী ও কীর্ত্তিমান্ তাহারই তীর্থফল ভোগ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

নাম সংকীর্ত্তনে ধ্যানে সর্ব এবাধিকারিণঃ।
সংসারান্মুচ্যতে জন্তুঃ শিবতাদাত্ম্যভাবনাৎ ॥ ৯ ॥

আমার নাম সংকীর্ত্তনে, ও ধ্যানে সকলেরই অধিকার আছে। শিবতাদাত্ম্য ভাবনা করিলে, জীবমাত্রেরই সংসার হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

তথা দানং তপো বেদাধ্যয়নং চান্যকর্ম্ম বা।
সহস্রাংশন্তু নার্হন্তি সর্ব্বদা ধ্যানকর্ম্মণঃ ॥ ১০ ॥

দান, তপশ্চরণ, বেদাধ্যয়ন অথবা অন্যবিধ কার্য্য মদীয় ধ্যান কার্য্যের সহস্রাংশেরও যোগ্য হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

জাতিমাশ্রমমঙ্গানি দেশং কালমথাপি বা।
আসনাদীনি কর্ম্মাণি ধ্যানং নাপেক্ষতে ক্বচিৎ ॥ ১১ ॥

আমার ধ্যানে জাতি, আশ্রম, অঙ্গ, দেশ, কাল অথবা আসনাদি কিছুরই অপেক্ষা নাই ॥ ১১ ॥

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ জপন্ বাপি শয়ানো বান্যকর্ম্মণি।
পাতকেনাপি বা যুক্তো ধ্যানাদেব বিমুচ্যতে ॥ ১২ ॥

গমন, অবস্থান, জপ, শযন, বা অন্যবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানে সকল সময়ে আমার ধ্যান করিতে পারে। পাতকযুক্ত ব্যক্তিও আমার ধ্যানমা বিমুক্ত হয় ॥ ১২ ॥

আশ্চর্য্যে বা ভয়ে শোকে ক্ষুতে বা মম নাম যঃ।
ব্যাজেন বা স্মরেদযস্তু স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

যে ব্যক্তি ভযে, বিস্ময়ে, শোকে, ক্ষুতে, অথবা ব্যাজক্রমে আমার না স্মরণ করে, তাহার পরমগতি লাভ হয় ॥ ১৩ ॥

মহাপাপৈরপি স্পৃষ্টো দেহান্তে যস্তু মাং স্মরেৎ।
পঞ্চাক্ষরীং চোচ্চরতি স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি মহাপাপে লিপ্ত, দেহান্তে আমাকে স্মরণ বা পঞ্চাক্ষরী উচ্চারণ করিলে, তাহারও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ॥ ১৪।

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে ধ্যানযোগো
নাম চতুঃষষ্টিতমোধ্যায়ঃ।

পঞ্চষষ্টিতমোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বিশ্বং শিবময়ং যস্তু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
তস্য ক্ষেত্রেষু তীর্থেষু কিং কার্য্যং চান্যকর্ম্মসু ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

যে ব্যক্তি সমুদায় বিশ্ব শিবময় অবলোকন ও আত্মা দ্বারা আত্মাকে সন্দর্শন করে, তাহার আর দেবায়তন ও তীর্থ পর্য্যটন অথবা অন্যবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রয়োজন কি? সে তদ্দারাই মুক্তিলাভ করে, সন্দেহ নাই ॥ ১ ॥

সর্ব্বেণ সর্ব্বদা কার্য্যং ভূতিরুদ্রাক্ষধারণম্।
নিত্যং শিবং শিবোক্তেন শিবভক্তিমভীপ্সতা ॥ ২ ॥

শিবভক্তি লাভের অভিলাষ থাকিলে, সকলেরই সর্ব্বদা শিবোক্ত বিধানে ভস্ম ও রুদ্রাক্ষধারণ করা কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

সদা ভূতিসমাযুক্তো রুদ্রাক্ষান্ যস্তু ধারয়েৎ।
মহাপাপৈরপি স্পৃষ্টো মুক্তো ভবতি নান্যথা ॥ ৩ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ভস্ম ও রুদ্রাক্ষধারণ করে, সে মহাপাতকপরম্পরার অনুষ্ঠান করিলেও, মুক্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥

অন্যানি শৈবকর্ম্মাণি করোতু ন করোতু বা।
শিবনাম জপেদ্‌যস্তু সর্ব্বদা মুচ্যতে তু সঃ ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা শিবনাম জপ করে, অয়ি পার্ব্বতি! সে অন্যবিধ কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করুক বা না করুক, তাহাতেই তাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

অন্তকালে তু রুদ্রাক্ষান্ বিভূতিং ধারয়েত্তু যঃ।
পাপিনং নোপসর্পন্তি তং দেবি যমকিঙ্করাঃ ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি অন্তকালে রুদ্রাক্ষ ও বিভূতি ধারণ করে, অয়ি মহেশ্বরি! সে শতপাপে পরিলিপ্ত হইলেও, যমদূতগণ তাহার ত্রিসীমায় গমন করে না ॥ ৫॥

বিল্বমূলমৃদা যস্তু শরীরং উপলিম্পতি।
অন্তকালেন্তকজনৈঃ স দূরীক্রিয়তে নরঃ ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি চবম সমযে বিল্বমূলমৃত্তিকা দ্বাবা শবীব লেপন কবে, যম দূতগণ তাহাকে দূব হইতেই পবিহাব কবিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে শৈবযোগো
নাম পঞ্চষষ্টিতমোধ্যায়ঃ।

ষট্‌ষষ্টিতমোধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ পূজিতঃ কুত্র কুত্র বা ত্বং প্রসীদসি।
তদ্‌ব্রূহি মম জিজ্ঞাসা হৃদয়ে বর্ত্ততে পরম্ ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।

ভগবন্! আপনি কিরূপে পূজিত হইলে, প্রসন্ন হইযা থাকেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করুন, জানিবাব জন্য আমাব নিবতিশয অভিলাষ জন্মিতেছে ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

মৃদা বা গোময়েনাপি ভস্মনা চন্দনেন বা।
সিকতাভির্দ্দারুণা বা পাষাণেনাপি নির্ম্মিতা ॥ ২ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

মৃত্তিকা, গোময়, ভস্ম, চন্দন, সিকত, দারু অথবা পাষাণ নির্ম্মিত ॥ ২ ॥

লোহেন বাথ রঙ্গেণ কাংস্যখর্পররপিত্তলৈঃ।
তাম্ররৌপ্যসুবর্ণৈর্বা রত্নৈর্নানাবিধৈরপি ॥ ৩ ॥

কিংবা লোহ, রঙ্গ, কাংস্য, খর্পর, পিত্তল, তাম্র, রৌপ্য, সুবর্ণ অথবা বিবিধ রত্ন নির্ম্মিত; ॥ ৩ ॥

অথবা পারদেনৈব কর্পূরেণাথবা কৃতা।
প্রতিমা শিবলিঙ্গং বা দ্রব্যৈরেতৈঃ কৃতং তু যৎ ॥ ৪ ॥

কিংবা পারদ ও কর্পূরকৃত প্রতিমা অথবা উক্তদ্রব্যসমূহে নির্ম্মিত শিবলিঙ্গে আমার পূজা করিলে, লোকে কোটিগুণোত্তর ফললাভ করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

তত্র মাং পূজয়েত্তেষু ফলং কোটিগুণোত্তরম্ ॥
মৃদ্দারুকাংস্যলৌহৈশ্চ পাষাণেনাপি নির্ম্মিতা।
গৃহিণা প্রতিমা কার্য্যা শিবং শশ্বদভীপ্সতা ॥
আয়ুঃ শ্রিয়ং কুলং ধর্ম্মং পুত্রানাপ্নোতি তৈঃ ক্রমাৎ ॥৫॥

গৃহী ব্যক্তি মৃত্তিকা, দারু, কাংস্য, লৌহ অথবা পাষাণনির্ম্মিত প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া, পূজা করিবে। তাহা হইলে, তাহার আয়ুঃ, শ্রী, কুল, ধর্ম্ম ও পুত্রপরম্পরা লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বিল্ববৃক্ষে তৎ ফলে বা যো মাং পূজয়তে নরঃ।
পরাং শ্রিয়মিহ প্রাপ্য মম লোকে মহীয়তে ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি বিল্ববৃক্ষে অথবা তাহার ফলে আমার পূজা করে, সে ইহলোকে অতুল শ্রী লাভ করিয়া, মদীয় লোকে আমোদ অনুভব করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

বিল্ববৃক্ষং সমাশ্রিত্য যো মন্ত্রান্ বিধিনা জপেৎ।
একেন দিবসেনৈব তৎপুরশ্চরণং ভবেৎ ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি বিল্ববৃক্ষ আশ্রয় করিয়া, বিধিপূর্ব্বক জপ করে, তাহার এক দিবস মধ্যেই তদীয় পুরশ্চরণ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

যস্তু বিল্ববনে নিত্যং কুটীং কৃত্বা বসেন্নরঃ।
সর্ব্বে মন্ত্রাঃ প্রসিধ্যন্তি জপমাত্রেণ কেবলম্ ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি বিল্ববন মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, নিত্য বাস করে, কেবল জপ মাত্রেই তাহার সমুদায় মন্ত্র সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

পর্ব্বতাগ্রে নদীতীরে বিল্বমূলে শিবালয়ে।
অগ্নিহোত্রে কেশবস্য সংনিধৌ বা জপেত্তু যঃ ॥ ৯ ॥
নৈবাস্য বিঘ্নং কুর্ব্বন্তি দানবা যক্ষরাক্ষসাঃ।
তন্ন স্পৃশন্তি পাপানি শিবসাযুজ্য মৃচ্ছতি ॥ ১০ ॥

যে ব্যক্তি পর্ব্বতাগ্রে, নদীর তীরে, বিল্ববৃক্ষের মূলে, শিবালয়ে, অগ্নিহোত্র অথবা কেশবের সান্নিধ্যে জপ করে, দানব, রাক্ষস ও যক্ষগণ কোন মতেই তাহার বিঘ্ন করিতে পারে না এবং পাতক সকলও তাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। সে শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে ।৯১০।

স্থণ্ডিলে বা জলে বহ্নৌ বায়াবাকাশ এব বা।
গুরৌ স্বাত্মনি বা যো মাং পূজয়েৎ প্রয়তো নরঃ ॥
স কৃৎস্নং ফলমাপ্নোতি লবমাত্রেণ মানবঃ ॥ ১১ ॥

স্থণ্ডিলে, বা জলে, অথবা অগ্নিতে, অথবা আকাশে অথবা বায়ুতে অথবা গুরুতে অথবা স্বাত্মাতে যে ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধচিত্ত হইয়া আমার পূজা করে, সে ব্যক্তি লবমাত্রেই তাহার অখণ্ড ফললাভ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

আত্মপূজাসমা নাস্তি পূজা চৈব মহেশ্বরি ॥ ১২ ॥

অয়ি মহেশ্বরি! আত্মপূজার সদৃশ পূজা নাই ॥ ১২ ॥

মৎসাযুজ্যমবাপ্নোতি চণ্ডালোপ্যাত্মপূজয়া।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি মনুষ্যঃ কম্বলাসনে॥ ১৩॥

আত্মপূজা দ্বারা চণ্ডালও আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কম্বলাসনে আসীন হইয়া, আমায় পূজা করে, তাহার সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়॥ ১৩॥

কৃষ্ণাজিনে ভবেন্মুক্তির্মোক্ষ শ্রীব্যাঘ্রচর্ম্মণি।
কুশাসনে ভবেজ্জ্ঞানমারোগ্যং পত্রনির্ম্মিতে॥ ১৪॥

যে ব্যক্তি কৃষ্ণ মৃগের অজিন নির্ম্মিত আসনে উপবেশন করিয়া, আমার পূজা করে, তাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবিষ্ট হইয়া, পূজা করিলে, মোক্ষশ্রী অধিকার করিতে পারা যায়। কুশনির্ম্মিত আসন পরিগ্রহ পুরঃসর মদীয় অর্চ্চনার প্রবৃত্ত হইলে, জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পত্রনির্ম্মিত আসনে আসীন হইয়া, পূজা করিলে, সমুদায় রোগ হইতে মুক্তি লাভ হয়॥ ১৪॥

প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি জপং পূজাং সমারভেৎ।
পাষাণে দুঃখমাপ্নোতি কাষ্ঠে নানাবিধান্ পদান্॥১৫॥

পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া, আমার জপ ও পূজায় প্রবৃত্ত হইবে।

পাষাণে আসীন হইয়া, পূজা করিলে, দুঃখলাভ হইয়া থাকে।

কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া, জপ বা পূজায় প্রবৃত্ত হইলে, বিবিধ রোগ ভোগ করিতে হয়॥ ১৫॥

বস্ত্রেণ শ্রিয়মাপ্নোতি ভূমৌ মন্ত্রেণ সিধ্যতি।
অক্ষমালাবিধিং বক্ষ্যে শৃণু ত্বাবহিতা প্রিয়ে॥ ১৬॥

যন্ত্র সহায়ে অর্চনা করিলে, শ্রীলাভ হয়। ভূমিতে পূজা করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় না।

অধুনা, অক্ষমালাবিধি কীর্ত্তন করিব। অবধান সহকারে শ্রবণ কর ॥১

ইতি শ্রীশিবোপনিষৎসু পরব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে জপযোগো নাম ষট্‌ষষ্টিতমোধ্যায়ঃ।

সপ্তষষ্টিতমোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সাম্রাজ্যং স্ফটিকে স্যাত্তু পুত্রজীবে পরাং শ্রিয়ম্।
আত্মজ্ঞানং কুশগ্রন্থৌ রুদ্রাক্ষঃ সর্ব্বকামদঃ ॥ ২ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

স্ফটিকনির্ম্মিত মালার জপ করিলে, সাম্রাজ্য লাভ হইয়া থাকে। পুত্রজীবনির্ম্মিত মালার জপ করিলে, অনুত্তম শ্রী অধিকার করিতে পারা যায়। কুশগ্রন্থিমালার জপ করিলে, আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং রুদ্রাক্ষের মালা জপ করিলে, সমুদায় কামনা সিদ্ধ হয় ॥ ২ ॥

প্রবালৈশ্চ কৃতা মালা সর্ব্বলোকবশপ্রদা।
মোক্ষপ্রদাচী মালা স্যাদামলক্যাঃ ফলৈঃ কৃতা ॥ ৩ ॥

প্রবালনির্ম্মিত মালা জপ করিলে, সকল লোক বশবর্ত্তী হয়। আমলকীর ফলনির্ম্মিত মালা জপ করিলে, মোক্ষলাভ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥